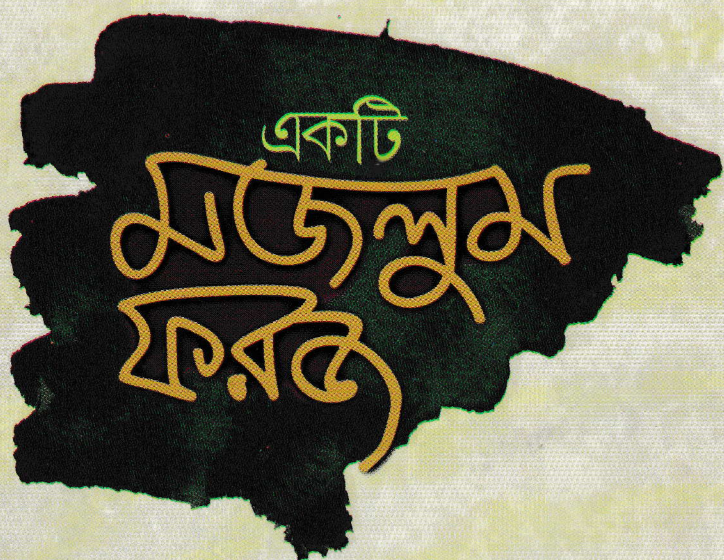
আকাবিরে উম্মতের মূল্যবান তাফসীর,
মতামত ও ফতোয়া সংগ্রহ



মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ

আকাবিরে উম্মতের মূল্যবান তাফসীর, মতামত ও ফতোয়া সংগ্রহ

একটি
মজলুম ফরজ

সংকলন
মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ

অনুবাদ
উবায়েদ

অনুবাদ সহযোগী
ইবাদুস সাত্তার

সুলতান পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা।

একটি মজলুম ফরজ

সংকলন
মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ
অনুবাদ
উবায়েদ
অনুবাদ সহযোগী
ইবাদুস সাত্তার
প্রকাশক
উমর ফারুক
সুলতান পাবলিকেশন্স
৫২,বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ
রজব, ১৪৩৭ হি.
এপ্রিল, ২০১৬ ঈ.

হাত-বদল
২০০ টাকা মাত্র।

আল ইহ্‌দা

আমার মা-বাবা,
আসাতিযা ও আকাবির

এবং

সেই ভাইদের প্রতি, যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন কোরবান করেছে, করছে কিংবা করবে।

-উবায়েদ

সূচিপত্র

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ.-এর রচনাবলী থেকে সংকলিত

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ- এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত

হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ মুফতী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর তাফসীর থেকে সংকলিত

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর বক্তব্য সংকলন

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ.-এর রচনা থেকে সংকলিত

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ.-এর রচনা থেকে সংকলিত

শাইখুত-তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর তাফসীর থেকে সংকলিত

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ফতোয়া ও রচনা থেকে সংকলিত

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর রচনা থেকে সংকলিত

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন

অনুবাদকের কথা

শুরুতেই যা বলতে হয়

বইটি হাতে নেওয়া মাত্রই পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন উদিত হতে পারে, এই ধরনের বই অনুবাদ করার প্রয়োজন হলো কেন?

শুরুতেই প্রশ্নটির উত্তরে না গিয়ে, পাঠকের সামনে কিছু কথা পেশ করতে চাই। আশা করি, কথাগুলোর মধ্যে পাঠক তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

নিঃসন্দেহে আকাবিরে উম্মত সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পথ-প্রদর্শক। উম্মতের রাহবার। তাই সঠিকভাবে কোরআন-সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রেও আমরা তাদের শরণাপন্ন হই। শরণাপন্ন হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যকও বটে। কিন্তু একথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দলীল হিসেবে উম্মতের সামনে পেশ করা গেলেও, নিজেদের কোনো উস্তায বা মুরব্বীর মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দলীল হিসেবে উম্মতের সামনে পেশ করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে তাদের মতামতকে যাচাই-বাছাই করা হয়।

তাই মুজতাহাদ ফী মাসআলার ক্ষেত্রে আমরা যদি মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুসরণ করি, তবে তা উছূল ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হলেও, আমাদের কোনো উস্তায ও মুরব্বির ক্ষেত্রে তা সঠিক বলে বিবেচ্য নয়। অথচ চোখ বন্ধ করেই এই কাজটি আমরা করে চলেছি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়ি। এটি নিয়ে কিছুটা হলেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

সুতরাং আমাদের উস্তায ও বর্তমান মুরব্বীগণ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং তার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে চিন্তা-চেতনা লালন করে থাকেন এবং যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাঁরা আমাদের সামনে পেশ করেন। তা নিয়ে কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে যাচাই-বাছাই করা বর্তমান সময়ের জোরালো দাবী বলেই মনে হয়। অবশ্য আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দের অনেক আকাবিরই এ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উম্মতের সামনে পেশ করে গেছেন। ফলে তা নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা

অনেকটাই সহজ হবে বলে মনে হয়। তাছাড়া আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ যেহেতু তাকওয়া ও পরহেজগারিতে, হুসনে আখলাক ও আল্লাহ ভীতিতে বেনজীর ছিলেন। সর্বোপরি কোরআন-সুন্নাহ সম্পর্কেও প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে উম্মতের কাছে গ্রহণ-যোগ্য বলেই বিবেচ্য। কেননা, তারা তা কোরআন-সুন্নাহ কিংবা মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকেই গ্রহণ করেছেন। ফলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে তাঁদের মতামতগুলো আমাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিবে বলেই, পাঠকের সামনে সেগুলোকে আমরা পেশ করার চেষ্টা করেছি। সুতরাং পাঠকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হলো, আকাবিরে উম্মতের এসব মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-গুলোকে তারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন এবং গভীর-ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক মত ও পথকে তারা গ্রহণ করবেন।

অবশ্য যে সব মাসআলার ক্ষেত্রে স্বয়ং আকাবিরদের মাঝেই ইখতেলাফ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো আকাবিরের সেই মতকে গ্রহণ করি, যা শুধু যুক্তি-প্রমাণের নিরিখেই নয় বরং কোরআন-সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত। সর্বোপরি তা আমাদের হৃদয়কেও প্রশান্ত করে। তাহলে এর দ্বারা অন্য আকাবিরদেরকে ছোট করা বা তাদেরকে অমান্য করা হবে না। আমরা তাদের অনুসারী নই, এ কথাও বলা যাবে না। কেননা, কোনো কোনো মাসআলা এবং পথ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে দু'এক জন আকাবিরের পদস্খলন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং পদস্খলন হওয়াটাই প্রমাণিত বাস্তব সত্য। যা আহলে ইল্‌ম মাত্রই অবগত আছেন। তাহলে শুধু এই কারণে কীভাবে বলা যাবে যে, আমরা তাদের প্রকৃত অনুসারী নই?

অথচ আমরা সবাই-ই তো মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সঠিক নিয়মটির অনুসরণ করে থাকি।

উদাহরণ স্বরূপ : কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. -এর মতের উপর আমল না করে, আমরা সাহেবাইন রহ. -এর মতের উপর আমল করে থাকি। বেশকিছু মাসআলার ক্ষেত্রে তো আমরা ইমাম যুফার রহ. -এর মতের উপরও আমল করি। কোনো কোনো মাসআলায় তো এমনও হয় যে, আমরা অন্য মাযহাবের

ইমামদের মতের উপর আমল করে থাকি। তাহলে এর দ্বারা কি ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. -কে ছোট করা হয়? তাঁকে কি অমান্য করা হয়? নাকি একথা বলা হয় যে, আমরা তাঁর মাযহাব থেকে বের হয়ে গেছি? না, তা বলা হয় না। তাহলে নিকটবর্তী আকাবিরের ক্ষেত্রে আমরা তা ভুলে যাই কেন? কেন বলা হয়, আমরা আকাবিরের পথ থেকে সরে পড়েছি? এই দ্বিমুখী কর্ম-পদ্ধতি কিংবা দ্বিমুখী চিন্তা-চেতনা লালন করা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? এ নিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

আমাদেরকে আরো একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সেটি হলো, কখনো কখনো এমন হয় যে, কোনো বিষয়ে যখন ইখতেলাফ দেখা দেয়, তখন আমরা সেই বিষয়ে যিনি সব চেয়ে বেশি দক্ষ ও অভিজ্ঞ, যিনি চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা-আরাধনায় সব চেয়ে বেশি অগ্রসর, আমরা তার মতটিকেই গ্রহণ করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ : তাযকিয়া ও সুলূকের কোনো বিষয় নিয়ে যদি ইখতেলাফ দেখা দেয়। তাহলে এই বিষয়ে যিনি সব চেয়ে বেশি দক্ষ ও অভিজ্ঞ, তার কথাই গ্রহণ-যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অন্তত এই বিষয়ে সবাই তাঁকেই মান্য করে, তাঁর কথার অনুসরণ করে থাকে। তাই নয় কি?

তাহলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটি ভুলে যাই কেন?কেন আমরা বলে থাকি, বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়নি?অথচ সমগ্র বিশ্বের সকল মুজাহিদ আলেম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, জিহাদ বর্তমানে ফরজে আইন হয়ে গেছে। তাহলে কেন এবিষয়ে মুজাহিদ আলেম ও আকাবিরের উপর অন্য সব আলেমদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?জিহাদ বিষয়ে অভিজ্ঞওদক্ষ আলেমদের ফতোয়াকে কেন গ্রহণ করা হয় না? কেন এমন সব আলেমদের থেকে এ বিষয়ে ফতোয়া তলব করা হয়, যারা কখনো জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করেন নি?

কোনো কোনো আকাবিরে উম্মতের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমনও হয় যে, প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে শরীয়তের কোনো মাসআলার উপর আমল করতে গিয়ে, বাধ্য হয়ে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করতে হলেও, এ বিষয়ে সঠিক কথা বলা থেকে তাঁরা নীরব থাকেন না। তাঁরা অকপটে তাঁদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা উম্মতের সামনে পেশ করে থাকেন।

তাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে আকাবিরদের কর্মের উপর তাঁদের কথা ও মতামতকে প্রাধান্য দেওয়াই অধিক যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়। তাই তাঁদের মতামতকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না শুধু এই যুক্তিতে যে, যদি সঠিক বিষয়টি এমনই হয়, তাহলে আকাবিরগণ এই মুহূর্তে তা পালন করছেন না কেন? এ থেকে বুঝা যায় বর্তমানে জিহাদ আমাদের উপর ফরযে আইন হয়নি। তা না হলে কেন তাঁরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না? তাঁরা কি কোরআন-সুন্নাহ আমাদের চেয়ে কম বুঝে থাকেন? এই ধরনের খোঁড়া যুক্তি পেশ করে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ থেকে গা বাঁচানো এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র মহান ফজিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে, আখিরাতের সফলতার স্বপ্ন দেখা কি কোনো মুমিনের কাম্য হতে পারে? অন্তত কোনো বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ এটি হতে পারে না। বরং বুদ্ধিমান মুমিনগণ আল্লাহর পথে অন্য সবার চেয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবেন, এটিই কাম্য। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকেই সেই তৌফীক দান করুন। আমীন!

প্রিয় পাঠক! উপরের কথাগুলোকে মনে রেখে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ সম্পর্কে আকাবিরদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-গুলোকে অধ্যয়ন করলে, আশা করা যায়, যে কোনো সচেতন পাঠক মাত্রই নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে একমত পোষণ করবেন।

১. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈমানের পর সব চেয়ে বেশি প্রিয় আমল ও ফজীলত পূর্ণ ইবাদত হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্য় অংশগ্রহণ করা।

২. জিহাদে শরীক হওয়া নবীওয়ালা কাজ। বরং সমস্ত নবীওয়ালা কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঠিন ও জটিল। তাই নবী ও সিদ্দীকদের পরের স্তরই হলো শহীদদের স্তর।

৩. দাওয়াত ও তা'লীম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। কিন্তু যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন জিহাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্য় অংশগ্রহণ করা সবার উপর আবশ্যক হয়ে যায়।

৪. নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের মত জিহাদও একটি ফরজ ইবাদত। বরং বর্তমান সময়ে তা ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার কারণে, তাতে অংশগ্রহণ করা সমস্ত ইবাদতের উপর প্রাধান্য পাবে।

৫. মুসলিম জাতি বিজয়ী হওয়ার একমাত্র পথ হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। তাই এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অসম্ভব।

৬. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌য় অংশগ্রহণ করতে পারা আল্লাহ্‌ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত। আর তা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা মুনাফিকের আলামত। এ ক্ষেত্রে মুরব্বীদেরকে বাহানা বানানো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ থেকে বিমুখ থাকার পরিচয় বহন করে।

৭. যারা নিজেদেরকে সুন্নতের অনুসারী বলে দাবী করেন। অথচ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেন। তাদের দাবী অগ্রহণযোগ্য হিসেবেই বিবেচিত।

৮. ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক এবং দিফায়ী তথা আত্মরক্ষা-মূলক, উভয় প্রকার জিহাদই কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ রূপে গণ্য। তাই জিহাদ করার জন্যে সদাসর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ করা ঈমানের দাবী বলেই বিবেচ্য। প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা দুর্বল ঈমানেরই পরিচায়ক।

যাই হোক, আশ্চর্যের বিষয় হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ সর্বাধিক গুরুত্ব ও ফজীলত পূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও, এ সম্পর্কে আমাদের পড়া-শোনা, আলোচনা-গবেষণা নেই বললেই চলে। যার ফলে দেখা যায়, দীনের অন্যান্য বিষয়ে প্রাজ্ঞও অভিজ্ঞ আলেম হওয়ার পরেও জিহাদ বিষয়ে আমরা অ, আ, ক, খ স্তরের ছাত্রই থেকে যাই। এ কারণেই জিহাদ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য ও আলোচনাগুলো মক্তবের শিশুদের মতই পরিলক্ষিত হয়। যেন দীনী বিষয়ে এইমাত্র আমাদের হাতে-খড়ি হলো। সঠিকভাবে জিহাদের সংজ্ঞাটা পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না। জানি না জিহাদের শর্ত, প্রকার ও হেকমতসমূহ। বলতে পারি না কখন থাকে জিহাদ ফরজে কেফায়া এবং কখন হয়ে যায় ফরজে আইন। এ বিষয়ে অন্যান্য বিধিবিধান জানার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে জিহাদের আয়াত ও হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ভুল ব্যাখ্যা এবং তাহরীফ ও তাবীলে আমরা লিপ্ত হয়ে পড়েছি। জিহাদের ফজীলত সম্বলিত আয়াত ও হাদীসকে আমরা ব্যবহার করে চলেছি দাওয়াত ও তালীমের ক্ষেত্রে, লেখালেখি ও রাজনীতির ময়দানে। যার ফলেই আমরা আটকে পড়েছি নব আবিষ্কৃত নানা রকম কর্ম-কাণ্ডের বেড়াজালে। এ কারণেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র উপর হাজারো রকম সন্দেহ ও সংশয়ের আবরণ সৃষ্টি করে চলেছি আমরা নিজেরাই। অথচ এটি তো সবারই জানা কথা যে, জিহাদ গুরুত্ব ও ফজীলত পূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত। ফরজ ইবাদত সম্পর্কে এই ধরনের

অবহেলা ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করা কি কোনো প্রকৃত মুসলমানের কাজ হতে পারে?

অথচ দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এই ধরনের অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে পড়েছেন। একটা সময় ছিল, যখন তাদের ক্ষেত্রে তা কল্পনা করার মতও ছিল না। অথচ বর্তমানে বাস্তবেই তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। হায় আল্লাহ্! আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

প্রিয় পাঠক! আপনাকেই প্রশ্ন করি- এই মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে এই সংবাদ দেয় যে, তোমার শত্রুরা তোমার দিকে অস্ত্র হাতে ধেয়ে আসছে, তোমার কাছ থেকে ঈমান হরণ করার জন্য। কিংবা হত্যা করে তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য। তোমার মা-বোনের ইজ্জত-আবরু নিঃশেষ করে ওদের দাসী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। তাহলে ঠিক এই মুহূর্তে আমার করণীয় কী হবে? আমি কি আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী ই'দাদ গ্রহণ করেছি? আমি কি ওদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি? আমি কি আমার ঈমান রক্ষা করতে পারবো? আমি কি পারবো আমার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে? মনে হয়, পারবো না। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা যেই ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার আদেশ আমাকে করেছেন এই আয়াতটি উল্লেখ করে,

واعدوا لهم ماستطعتم من قوة........

আমি এই আয়াতটির উপর আমল করতে পারিনি। আমি পারিনি এখনো ঘুম থেকে জাগ্রত হতে। অজ্ঞতা ও অবহেলার চাদর খুলে ছুঁড়ে মারতে। কল্পনার জীবন থেকে বাস্তব সম্মত জীবনে ফিরে আসতে। জানি না, আর কত দিন আমার এভাবে কাটবে!!

অথচ বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতি স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করলেই বুঝা যায়, সব প্রস্তুতি শেষ করে দাজ্জালি বাহিনী এগিয়ে আসছে মুসলিমদের ঈমান হরণ করার জন্য। মুসলমানকে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। ওদের মোকাবেলায় কি মুসলিমদের কিছুই করার নেই?

এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম? রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কোন্ আমল ও পদ্ধতি গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন?

ইতিহাস, সিরাত, তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থগুলো উম্মতকে এই সাক্ষই প্রদান করে যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র পথকেই অবলম্বন করেছিলেন। এই পথেই নিজেদের জীবন কোরবান করে ছিলেন। তবুও কেন আমরা এই পথ অবলম্বন করা থেকে এখনো দূরে রয়েছি? আমাদের কি প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় এখনো হয়নি? আমাদের হৃদয়ে কি গাজওয়ায়ে হিন্দে শরীক হওয়ার তামান্না এখনো জাগ্রত হয়নি?

প্রিয় ভাই আমার! বিশ্বাস করুন, জিহাদ বিষয়ে আমার কাছ থেকে যতই অবহেলা প্রকাশ পাবে, আমি ততই পিছিয়ে পড়বো গাজওয়ায়ে হিন্দের মহা-ফজীলত থেকে। আল্লাহ্ তায়ালার রেজামন্দি ও পরম সৌভাগ্য অর্জন করা থেকে। আল্লাহ না করুন, এ বিষয়ে আমার অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে হতে পারে নিজের অজানতেই দাজ্জালি বাহিনীতে আমি যোগ দিয়ে ফেলেছি। দূরে সরে পড়ছি কালো পতাকাবাহী মাহ্দী-কাফেলা থেকে। হে আল্লাহ! আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

প্রিয় ভাই আমার! মুসলিম ভাইদের চিৎকার-আহাজারি, মা-বোনদের করুণ আর্তনাদ কর্ণপাত করার সময় কি এখনো আসেনি? এখনো কি সময় হয়নি শত্রুদেরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠানোর? আর কখন আসবে অস্ত্র হাতে নেওয়ার সুন্নত পালন করার সময়?

মুসলিম ভাই আমার! ওঠো! জাগো! অজ্ঞতা দূর করে, অবহেলার চাদর ছুঁড়ে ফেলে শত্রুদের উপর পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে। মানব রচিত বিধানকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! আর কতকাল গোপন রাখা হবে আল্লাহ তায়ালার বিধানকে? আর কতকাল ভ্রান্ত-ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হবে? আমাদের কি দায়িত্ব নয় আল্লাহ্ তায়ালার সুস্পষ্ট বিধানগুলো মুসলিম ভাইদেরকে জানিয়ে দেওয়া? আর কতদিন চলবে কাফের-মুরতাদদের সাথে সমঝোতার বাহানা ও অজুহাত? আমাদের কি একবারও মনে পড়ে না এই আয়াতটির কথা,

ياايها النبي حرض المؤمنين على القتال...............

"হে নবী! উদ্বুদ্ধ করুন আপনি মুমিনদেরকে কিতাল করার জন্য।"

এখনো কি সময় হয়নি এই আয়াতের উপর আমল করার? কী জবাব পেশ করবো আমরা আল্লাহর সামনে, যদি সঠিক দীন পৌঁছানোর ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়?

সুতরাং হে বন্ধুগণ! আসুন দীন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র পথে উম্মতকে আমরা সঠিক দিক নির্দেশনা পেশ করি সেই লক্ষ্যেই মুসলিম ভাইদের সামনে পেশ করছি আমাদের সামান্য এই উপহার। মহান আকাবিরদের বাণী, মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত ছোট্ট এই বইটির অনুবাদ।

প্রিয় পাঠক! বইটি সংকলন করেছেন প্রকৃত একজন আলেমে দীন ও মর্দে মুজাহিদ "মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ"। তিনি তাঁর সংকলিত বইটির নাম রেখেছেন, "জিহাদ ও কিতাল আকাবিরে উম্মত কি নজর মে"।

বইটিতে একটি বাক্যও তিনি নিজ থেকে উপস্থাপন করেননি। বরং আকাবিরদের তাফসীর গ্রন্থ, ফতোয়ার কিতাব ও অন্যান্য রিসালা থেকে তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হুবহু তিনি তাতে উপস্থাপন করেছেন। ফলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ সম্পর্কে আকাবিরদের চিন্তা-চেতনাগুলো সুস্পষ্টভাবে বইটিতে স্থান পেয়েছে। পাঠক বইটি পাঠ করে অবশ্যই বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। এ কারণে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ সম্পর্কে আকাবিরগণ এমন অনেক কথাই বলে গেছেন, যার বিপরীত কথাগুলোকে দরবারি আলেমরা আকাবিরদের দিকে নিসবত করে থাকে। অথচ পাঠক বইটির চরণে চরণে প্রমাণ পাবেন, দরবারি আলেমদের এসব কথা তাদের বানানো মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কথাগুলো আকাবিরের প্রতি সুস্পষ্ট অপবাদ এবং জঘন্যতম মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের দরবারি আলেমদের কাফেলাভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলিমদেরকে হেফাজত করুন। আমীন!

প্রিয় পাঠক! বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে, যেন আকাবিরদের বাক্যের অর্থ ও মর্ম হুবহু ঠিক থাকে। যেন নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কোনো বাক্য বা মর্মের অনুপ্রবেশ না ঘটে। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়েই বইটিতে শাব্দিক তরজমা উপস্থাপন করতে হয়েছে। যার কারণে বইটির সাহিত্যমান কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও, আশা করা যায় শব্দ ও বাক্য গঠন শুদ্ধতার স্তরেই বহাল রয়েছে। তবুও আমরা যেহেতু মানুষ, তাই আমাদের ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং পাঠকের

কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ হলো, কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি যদি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহলে যেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তা মার্জনা করা হয়, এবং সম্ভব হলে যেন আমাদেরকে তা জানানো হয়। আল্লাহ্ তায়ালা পাঠকদেরকে সেই তৌফীক দান করুন এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন!

পরিশেষে বলতে হয়- এই বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় একজন বান্দা, আমার উস্তাযে মুহতারাম আমাকে আগ্রহ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন। বিভিন্নভাবে পরামর্শ পেশ করে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে হয়তো কোনো দিন-ই এই ধরনের বই অনুবাদ করার সৌভাগ্য আমার হতো না। আল্লাহ্ তায়ালা হযরতের ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। তাঁর হৃদয়ের তামান্না বাস্তবায়িত করুন এবং তাঁকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন!

বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা পেশ করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার আরো কয়েকজন বান্দা। হয়তো তাঁদের নাম পাঠকের কাছে অজানাই থেকে যাবে কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তো অবশ্যই তাদেরকে জানেন। তাই পাঠকের কাছে তাঁদের জন্য আন্তরিক দোয়া কামনা করছি। আল্লাহ্ তায়ালা যেন সর্বোত্তম বিনিময় তাঁদেরকে দান করেন এবং উভয় জগতে সফল হিসেবে তাঁদেরকে কবুল করেন। বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তায়ালার একজন বান্দা পূর্ণ আগ্রহ পেশ করেছেন এবং অনেক কষ্ট ও শ্রম ব্যয় করেছেন। যার কারণেই বইটি প্রকাশ করার পথকে আল্লাহ্ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং পাঠক যেন নিজ মুনাজাতে তাকেও মনে রাখেন। এছাড়া যারাই এই বইটির ক্ষেত্রে যে কোনো ভাবেই সহযোগিতা করেছেন, করছেন কিংবা করবেন সবাইকেই আল্লাহ্ তায়ালা সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন এবং উভয় জগতে সফল হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

উবায়েদ
বাংলাবাজার, ঢাকা।
২১/৬/১৪৩৭ হি.
বৃহস্পতিবার, সকাল– ৭টা।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত

জিহাদ কখন ফরজে আইন

জিহাদ ফরজ। অবশ্য এর জন্য কিছু শর্ত-শারায়েতও রয়েছে। ফিকহের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ফরজ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ফরজে আইন এবং ফরজে কিফায়া। শত্রু বাহিনী যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তখন মুসলমানদের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। নতুবা জিহাদ করা ফরজে কিফায়া থাকে।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা বাকারা,আয়াত-২১৬)

ইকদামী জিহাদের হুকুম

ইকদামী জিহাদের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে, কাফেরদের বিরুদ্ধে ইকদামী জিহাদ শুরু করা সঠিক হবে। ....

আরবের কাফেররা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে একমাত্র বিধান হলো তাদেরকে হত্যা করা। সুতরাং তারা যদি জিযিয়া দিতে চায়, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত- ১৯০)

শাহাদাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আমল

.... সুতরাং শাহাদাত যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, তাই তার উপর প্রতিদানও হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে যে সমস্ত প্রতিদান রেখেছেন, তার মধ্য থেকে এটিও একটি যে, কোনো ধরনের ভয়-ভীতি তার থাকবে না।

(ওয়াদা হল এই) যে ব্যক্তি আমার পথে আমার কাজে অংশগ্রহণ করবে, আমি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সব ধরনের সহায়তা করবো।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৭০)

আখিরাত অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হলো জিহাদ

আপনি বলে দিন,দুনিয়ার ভোগ-বিলাস শুধু কয়েক দিনের, তাই আখিরাতই সব দিক থেকে উত্তম। আর আখিরাত অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হলো জিহাদ।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা নিসা,আয়াত- ৭৭)

জিহাদ করার কারণ-সমূহ

পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই আয়াতে জিহাদ করার কারণ-সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। যেগুলো পাওয়া গেলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক।

উদাহরণ স্বরূপ : রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাদের বিরোধিতা করা, তাদেরকে যে কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়া, সত্যধর্ম ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা সফ, আয়াত- ৫)

জিহাদের বিধান প্রকৃত কল্যাণ উপযোগী

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নববী জীবনে কাফেররা তাঁর বিরোধিতা করেছে। তাঁকে অস্বীকার করেছে। তারা যা কিছুই করেছে, তা ছিল বিরাট বড় জুলুম। এই জুলুমের পথ বন্ধ করার জন্যই মূলত জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই জিহাদের বিধান প্রকৃত কল্যাণ উপযোগী।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা সফ, আয়াত- ৬)

হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ করার চেয়ে উত্তম আমল হল জিহাদ করা

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করা, উভয়টিই উত্তম। হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ করার তুলনায়।

"আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা উভয়টির তুলনায় উত্তম" এ কথা বলে মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মুশরিকদের তো ঈমান নেই। (অথচ তারা মনে করতো, হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ করাই যথেষ্ট,যদিও ঈমান না থাকে।)

"আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করাও এই উভয় আমলের তুলনায় উত্তম" এ কথা বলে এমন কিছু মুমিন বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা ঈমান গ্রহণ করার পরে পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ করাকে জিহাদের তুলনায় উত্তম মনে করতো। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা তাওবা,আয়াত- ১৯)

জিহাদের জন্য বের হতে পারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,..... كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ যেমনিভাবে বের করে এনেছেন আপনাকে (জিহাদের জন্য) আপনার প্রতিপালক ঘর থেকে ....।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের করে আনাকে অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, জিহাদের জন্য বের হওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা আনফাল, আয়াত- ৫)

জিহাদে বের হলেই মৃত্যু অনিবার্য নয়

কোনো কোনো মুনাফিক মনে করত, জিহাদে বের হওয়া মানেই মৃত্যু ডেকে আনা। তাদের বিশ্বাস ছিল জিহাদ মৃত্যুর পথ, আর জিহাদে না যাওয়া জীবন ফিরে পাওয়ার পথ। যখন মুসলমানগণ বাহ্যিক পরাজয় বরণ করতো এবং শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করত, তখন তারা তাদের বিশ্বাসের পক্ষে এভাবে দলীল পেশ করতো যে, দেখো, তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। সুতরাং এ থেকেই বুঝা যায়, জিহাদে বের হলেই মৃত্যু অনিবার্য। অথচ মুসলমানগণ যখন বিজয় লাভ করতেন এবং তাঁরা গাজী হয়ে, সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসে মুনাফিকদের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন এই বলে যে, আচ্ছা বলো তো,যদি জিহাদে বের হলেই মৃত্যু অনিবার্য হয়,তাহলে আমরা কীভাবে জীবিত ফিরে আসলাম ? মুনাফিকরা তখন কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেয়ে বলতো,তোমরা ঘটনাক্রমে বেঁচে গেছ, নতুবা তোমাদের মৃত্যুর পথে তো কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৮৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد مؤثر فی الموت نہیں

بعض منافق جہاد میں جانے کو موت میں مؤثر سمجھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاد موت کا ذریعہ ہے اور وہ جہاد میں نہ جانے کو حیات میں مؤثر سمجھتے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کو جہاد میں شکست اور شہادت کا سامنا ہوتا تو وہ اسے اپنے عقیدے کیلئے دلیل بناتے کہ دیکھو جہاد میں گئے اور موت کا شکار ہو گئے پس جہاد کا مؤثر فی الموت ہونا ثابت ہو گیا اور اگر مسلمانوں کو فتح ملتی اور وہ زندہ سلامت واپس آجاتے اور ان منافقین سے کہا جاتا کہ دیکھو اگر جہاد میں موت ہوتی تو ہم زندہ کیسے واپس آتے؟ تو وہ کہنے لگتے کہ بس آپ لوگ اتفاقاً بچ گئے ورنہ مرنے کیلئے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی۔ بیان القرآن تحت قولہ: "أَيْنَمَاتَكُونُوايُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ... حَدِيثًا. (سورة النساء:٨٧)

জিহাদের মাধ্যমেই মুসলমানগণ বিজয়ী হবেন এবং কাফেররা হবে পরাজিত

পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুসলমানদেরকে কাফেরদের ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। আর এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিচ্ছেন যে, কীভাবে তাদেরকে রক্ষা করবেন। আর তা এভাবে যে, মুসলমানগণ জিহাদ করবেন,আল্লাহ তায়ালা এই জিহাদের মধ্যে তাদেরকে সাহায্য করবেন। ফলে কাফেররা পরাজিত হবে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ বিজয়ী হবেন।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা হজ, আয়াত- ৩৯)

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দাবী হল জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকা

জিহাদের ময়দানে পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকা, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দাবী এবং পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। সুতরাং মুনাফিকরা যেহেতু ঈমানের দাবী করে জিহাদের ময়দানে যায়নি। তাই

তারা চরমভাবে লজ্জিত হবে। আর মুসলমানগণ সুসংবাদ প্রাপ্ত হবেন। কেননা,তারাই আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত ..... لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله -এর মধ্যে উদ্দেশ্য।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ২১)

জিহাদ ছেড়ে সুন্নতের অনুসারী দাবী করা গোমরাহী বৈ কিছুই নয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তোমাদের জন্য" অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাতকে ভয় করে থাকে এবং বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার জিকির করে থাকে। অর্থাৎ তোমরা যারা পরিপূর্ণ মুমিন, তাদের জন্যেই রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উত্তম আদর্শ হলো, জিহাদে অংশগ্রহণ করা। কেননা, স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কে আছে যে, জিহাদের ক্ষেত্রে সে তাঁর অনুসরণ করবে না,বরং নিজের জান বাঁচিয়ে ঘুরতে থাকবে!

(বয়ানুল কোরআন,সূরা আহযাব,আয়াত-২১)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-

بغیر جہاد کے اتباع سنت کا دعوی غلط ہے

.... (اللہ سبحانہ وتعالی) ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کیلئے یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ تعالی سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو یعنی مؤمن کامل ہو یرجو میں مبدا و معاد کا اعتقاد آگیا اور ذکر اللہ میں سب طاعتیں آگئیں، غرض ایسے شخص کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی (جہاد میں) شریک رہے تو آپ سے زیادہ کون پیارا ہے کہ وہ اقتداء نہ کرے اور اپنی جان بچائے پھرے۔ بیان القرآن تحت قولہ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... (الاحزاب:۲۱)

ফায়েদা: এ থেকে বুঝা যায়, জিহাদে অংশগ্রহণ করা,তাতে অবিচল থাকা এবং আল্লাহ তায়ালার পথে যে কোন ধরনের কুরবানী পেশ করা প্রিয় নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা। একারণে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের জীবন থেকে জিহাদকে ছুঁড়ে মেরেছেন, তাদের জন্য এই সুস্পষ্ট

আয়াত এবং তার ব্যাখ্যার মধ্যে অবশ্যই চিন্তার খোরাক রয়েছে। আহ! তাঁরা যদি একটু চিন্তা করার সময় পেতেন!

তাকওয়ার দোহাই দিয়ে জিহাদ বর্জন করা নিফাকের আলামত

জাদ বিন কইস ছিল একজন মুনাফিক, সে এই বাহানা পেশ করতো যে,আমি সুন্দরীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। আর রোমান মেয়েরা তো অত্যন্ত সুন্দরী হয়ে থাকে, তাই জিহাদে বের হলে আমার তাকওয়া ও দীনের ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জন্য আমি চাচ্ছি জিহাদে বের না হতে।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা তাওবা,আয়াত-৪৯)

জিহাদে যাওয়ার জন্য আমল মজবুত হওয়া কোন শর্ত নয়

التائبون العابدون الحامدون-এর মধ্যে এইসব গুণাবলী উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, উক্ত গুণগুলো যদি না থাকে, তাহলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে না। কেননা, এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যেগুলোতে শুধু জিহাদের উপরই সুসংবাদ এসেছে। তবে হ্যাঁ, জিহাদের জন্য ঈমানদার হওয়া শর্ত।

আর উক্ত আয়াতে এসব গুণাবলী উল্লেখ করার অর্থ হলো,কারো মাঝে যদি এসব গুণের সমাবেশ ঘটে, তাহলে তার সওয়াব ও ফজীলত বেশি হবে এবং ঈমানী শক্তি আরো বেড়ে যাবে। পাশাপাশি এটাও উদ্দেশ্য যে, কেউ যেন শুধু জিহাদ করে বসে না থাকে,বরং এই ইবাদত-গুলোও আদায় করতে থাকে।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াত-১১২)

জিহাদের হুকুম মুমিনের জন্য পরীক্ষা

তোমাদেরকে জিহাদের হুকুম এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এক-জনের মাধ্যমে যেন অপর জনকে পরীক্ষা করা যায়। মুমিনের জন্য পরীক্ষা হলো, কারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমকে নিজের জানের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং কারা প্রাধান্য দেয় না, তা যাচাই করা। আর কাফেরদের জন্য পরীক্ষা হলো,কারা এই শাস্তির প্রতি ভীত হয়ে,সত্য দীনকে গ্রহণ করে এবং কারা তারপরেও মুখ ফিরিয়ে থাকে,তা যাচাই করা। সুতরাং এই হেকমতের জন্যও জিহাদকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(বয়ানুল কোরআন,সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৪)

মুজাহিদগণের আমল কখনই নষ্ট হয় না

আল্লাহ তায়ালার পথে কফেরদেরকে হত্যা করতে পারা যেমন সফলতা, তেমনিভাবে শহীদ হওয়াও অসফলতা নয়। বরং এটিও একটি মহা সফলতা। সুতরাং যারাই আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান,আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলকে (যার মাঝে শহীদ হওয়ার সাওয়াবও রয়েছে) কিছুতেই নষ্ট করবেন না। হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে এটা মনে হতে পারে যে, সে যেহেতু শহীদ হয়েই গেছে, তাই জিহাদ করার কারণে জিহাদের উপর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না,বরং তার জিহাদের আমলও নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবে তা নষ্ট হয়নি। কেননা, তার উপর জিহাদের অন্যসব ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, যা বাহ্যিক ফলাফলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যেমন,পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,"আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন।"

(বয়ানুল কোরআন,সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৪,৫)

মুমিনের অবস্থা

যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারা নিজেদের জান–মাল দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে আপনার কাছে কোন ধরনের অজুহাত পেশ করবে না। বরং আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'য়ালা খুব ভাল করেই এমন মুত্তাকী বান্দাদেরকে জানেন। ফলে তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দিবেন।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা তাওবা,আয়াত- ৪৪)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-

مؤمن کا شان

جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کے بارہ میں اس میں شریک نہ ہونے کی کبھی آپ سے رخصت (یعنی اجازت) نہ مانگیں گے بلکہ وہ حکم کیساتھ دوڑ پڑیں گے اور اللہ تعالی ان متقیوں کو خوب جانتا ہے، ان کو اجر و ثواب دیگا۔ بیان القرآن فی تفسیر قولہ: لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ... بِالْمُتَّقِينَ

(التوبة: ٤٤)

সফলকাম তো তাঁরাই

পরিপূর্ণ সফলকাম তো তাঁরাই। কারণ,তাঁদের বিপরীতে মুশরিকদের তো কোন সফলতাই নেই। আর অন্যান্য মুমিনগণ সফলতার ক্ষেত্রে যদিও তাঁদের অংশীদার। কিন্তু জিহাদ ও হিজরতের কারণে সফলতার ক্ষেত্রে তাঁরা ওদের চেয়ে অগ্রগণ্য। সুতরাং পরিপূর্ণ সফলকাম তো তাঁরাই।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা আনফাল,আয়াত-২০)

জিহাদে বের হওয়া ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হওয়ার পরিচায়ক

...জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন অস্ত্র-সস্ত্র সহ জিহাদের সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হতো। তখনও যদি এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের দাবিতে সত্যবাদী হতো অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করত (যার মধ্যে সাধারণভাবে শরীয়তের সমস্ত বিধিবিধান এবং বিশেষভাবে জিহাদের বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং মনে-প্রাণে জিহাদ করত, তাহলে তা তাদের জন্য অত্যন্ত উত্তম হতো।

(বয়ানুলকোরআন, সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-২১)

জিহাদ তরক করার কারণে ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে

এই আয়াতে জিহাদের হুকুমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং জিহাদ বর্জন-কারীদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, জিহাদ ছেড়ে দেয়ার মাঝে বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবী ক্ষতিও রয়েছে। যদি জিহাদ তরক করা হয়, তাহলে ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে এবং কোন ধরনের কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা টিকে থাকবে না। আর যখন এই ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকবে না, তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং সব ধরনের অধিকার বিনষ্ট হতে থাকবে। যদিও কোন কোন অজ্ঞ লোক এ কথা বলে বেড়ায় যে, যেহেতো লড়াই-যুদ্ধ নেই, তাই পৃথিবীতে নিরাপত্তা বাকী আছে। অথচ যেখানে সব ধরনের অধিকার বিনষ্ট হয়, সেখানে নিরাপত্তা কীভাবে বাকী থাকে? বুঝা গেল, জিহাদের মধ্যে দুনিয়াবী উপকারিতাও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এত উপকারী আমলকে ছেড়ে দেওয়া এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকা বড় আশ্চর্যের বিষয়!

(বয়ানুলকোরআন, সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-৩২,সামান্য পরিবর্তিত)

কোনটি আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের পথ?

আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী আয়াত তথা ان الله يدافع عن الذين امنوا এর মধ্যে মুমিনদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। আর পরবর্তী আয়াত তথা اذن للذين يقاتلون-এর মধ্যে সেই সাহায্যের পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে জিহাদের অনুমতি এবং তার উপর সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে....।

সেই সাহায্যের পথ হলো এই যে, জিহাদের তো অনুমতি হয়ে গেছে, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য রয়েছে। সুতরাং যখন জিহাদের সময় হবে, তখন এই জিহাদের মাধ্যমেই তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। (বয়ানুল কোরআন)

মোট কথা হলো, ...ان الله يدافع আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের থেকে কাফেরদের অনিষ্ট ও ক্ষতি দূর করে দিবেন। আর এই আয়াত তথা ....اذن للذين এর মধ্যে তার পথ বলে দিয়েছেন যে, এমনটি জিহাদের মাধ্যমেই হবে। অর্থাৎ মুসলমানগণ জিহাদ করবেন আর আল্লাহ তায়ালা এই জিহাদের মধ্যে তাদেরকে সাহায্য করবেন। ফলে কাফেররা পরাজিত হয়ে যাবে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ বিজয়ী হয়ে যাবেন।

হে মুসলিম উম্মাহ! কাফেরদের মোকাবেলায় হীনমন্য হয়ো না

যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। আর কাফেররা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের পাত্র। সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় হীনমন্য হয়ো না এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির দিকে তাদেরকে আহ্বান করো না। কেননা, তোমরাই বিজয়ী হবে আর তারা হবে পরাজিত। কারণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা আর তারা হলো আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের পাত্র। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

(বয়ানুল কোরআন,,সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-৩৫)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-

مسلمانوں! تم کفار کے مقابلہ میں ہمت مت ہارو

جب معلوم ہو گیا کہ مسلمان اللہ تعالی کے محبوب اور کفار مبغوض ہیں تو اے مسلمانوں ! تم کفار کے مقابلہ میں ہمت مت ہار و اور ہمت ہار کر انکو صلح کیطرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور وہ مغلوب ہونگے کہ تم محبوب ہو اور وہ مبغوض ہیں اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ بیان القرآن تحت قولہ: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ... أَعْمَالَكُمْ (محمد: ٣٥)

জিহাদের প্রতি অত্যধিক উৎসাহ প্রদান

পূর্বের আয়াতগুলোতে ফজীলত ইত্যাদি বর্ণনা করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এই আয়াতগুলোতে দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা সৃষ্টি করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করার সঙ্গে, আল্লাহ তায়ালার পথে সম্পদ খরচ করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, এই দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশাই মাত্র। তাই এই দুনিয়ায় যদি জান-মাল ব্যয় করে সুখ-শান্তিতে থাকতে চাও, তবে এই সুখ-শান্তি কত দিনেরই বা হবে? আর যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, সাথে সাথে জান-মাল ব্যয় করে জিহাদে অংশগ্রহণ করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদর্শন করবেন এভাবে যে, তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাইবেন না।

(বয়ানুল কোরআন,সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-৩৬)

জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় সম্পদ খরচ করা পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক

ঈমানের পরেই আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। যা পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের মাধ্যম। এখানে আল্লাহর পথে খরচ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় খরচ করা। আর জিহাদের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের প্রচার-প্রসার করা। (আয়াতের মধ্যে قاتل ও انفق শব্দদ্বয় একসঙ্গে প্রয়োগ করার দ্বারা উল্লিখিত কথাগুলো বুঝা যায়)

(বয়ানুল কোরআন, সূরা হাদীদ,আয়াত-১০,সামান্য পরিবর্তিত)

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার এবং গাড়ির ড্রাইভিং ইত্যাদি শেখার ফজিলত

হাদীস শরীফে তীর নিক্ষেপের চর্চা করা, নিজ মালিকানায় ঘোড়া পালা এবং সাওয়ারী পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করার প্রতি অত্যধিক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে তীরের পরিবর্তে বন্দুক ও কামান ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কওল " من قوة " এর মাঝে এই সব ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র এবং শারীরিক ব্যায়ামও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা আনফাল, আয়াত-৬০)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-

جنگی آلات جدیدہ اور موٹر کار وغیرہ سیکھنے کی فضیلت

حدیثوں میں تیر اندازی کی مشق اور گھوڑوں کے رکھنے اور سواری سیکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اب بندوق اور توپ قائم مقام تیر کے ہے اور عموم قوت میں یہ سب اور ورزش بھی داخل ہے۔ بیان القرآن تحت قولہ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... (الانفال: ٦٠)

জিহাদের ফলাফল

এই আয়াতগুলোতে জিহাদের দুই ধরনের ফলাফল বর্ণনা করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

এক. পরকালীন ফলাফল তথা জাহান্নাম থেকে মুক্তি, সমস্ত গুনাহের মাগফেরাত এবং জান্নাতে প্রবেশ।

দুই. ইহকালীন ফলাফল তথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়।

(বয়ানুল কোরআন, সূরা ছফ, আয়াত-১০, সামান্য পরিবর্তিত)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کے ثمرات

ان آیات میں جہاد کے دو طرح کے ثمرات (فوائد) بیان فرما کر جہاد کی ترغیب دی ہے، ایک ثمرۂ آخرت (یعنی جہنم سے نجات مغفرت ذنوب اور دخول جنت) اور دوسرا

ثمرۂ دنیویہ یعنی فوری فائدہ جو نصرت اور فتح ہے۔ بیان القرآن (بتغییر یسیر) تحت قولہ:
هل أدلكم على تجارة.....١٠)

অধিকাংশের মতামত এমন কোন ব্যাপক-প্রমাণ নয় যে, হক তার মধ্যেই থাকবে

বর্তমানের একটি আশ্চর্য বিষয় হলো এই যে, যে দিকে অধিকাংশের মত থাকে, সেটাকেই মনে করা হয় হক। ....

১.যদি বিষয়টি এমনই হতো, তাহলে কেন হুদ আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের মতামতকে আমলে নেননি? তাঁর সম্প্রদায়ের সবাই ছিল একদিকে আর তিনি ছিলেন ভিন্ন আরেক দিকে।

(অন্য সব আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থাও এমন ছিল)

২.এমনিভাবে উহুদ যুদ্ধের বিষয়টিও এমন। যখন পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সাহাবীর মধ্যে এখতেলাফ দেখা দিল। কেউ বলল, আমাদেরকে এখনো স্ব স্ব স্থানে সুদৃঢ় থাকা উচিত। আর কেউ বলল, না,বরং গনিমতের সম্পদ কুড়ানোতে মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

শেষ পর্যন্ত চল্লিশ জন সাহাবী পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে গনিমতের সম্পদ কুড়াতে মগ্ন হয়ে গেলেন। অন্যরা স্ব স্ব স্থানে সুদৃঢ় রইলেন। এই ঘটনাটিতেও অধিকাংশের মত ভুলের উপর ছিল। আর স্বল্প সংখকের মত ছিল সঠিক। সুতরাং যারাই অধিকাংশের মতামতকে হক মনে করেন, এই ঘটনাটি থেকে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

৩.এমনিভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারেও প্রথমে অধিকাংশ সাহাবীদের মতামত ছিল,(যার মধ্যে হযরত উমর রাযিয়াল্লহু আনহুও ছিলেন)তাদের সাথে নম্র আচরণ করা হোক। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লহু আনহু এবং অল্প কিছু সাহাবীদের মত ছিল, তাদের সাথে জিহাদই করা হোক। অবশেষে সকল সাহাবী হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লহু আনহু -এর মতের উপর একমত হয়ে গেছেন। এই ঘটনাটি থেকেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন,যারা অধিকাংশের মতামতকেই 'হক' মনে করেন।

(আশরাফুল জাওয়াব,পৃষ্ঠা -২৮৮)

অনুসরণীয় ব্যক্তি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভুল মাপকাঠি

আল্লাহ তায়ালা واتبع سبيل من اناب এর দ্বারা ঐ দলের সংশোধন করেছেন, যারা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। কেননা, اتبع শব্দ দ্বারা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন।

سبيل من اناب এর দ্বারা ঐ দলের সংশোধন করেছেন, যে দলটি যে কোন ধরনের ব্যক্তিই হোক না কেন, অনুসরণ করা শুরু করে দেয়। এমনিভাবে ঐ দলেরও সংশোধন করেছেন, যারা অনুসরণ করার সঠিক মাপকাঠি সম্পর্কে অবগত নয়। কেননা, এই বাক্যে আল্লাহ্ তায়ালা অনুসরণ করার মাপকাঠি বলে দিয়েছেন। মাপকাঠি দ্বারা সঠিক মাপকাঠিই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা বর্তমানে অনুসরণের মাপকাঠি তো অনেক কিছুকেই মানুষ বানিয়ে নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ: কাশ্ফকে কেউ কেউ অনুসরণের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। ফলে যে ব্যক্তিরই কাশ্ফ হয়, তাকে বুযুর্গ এবং অনুসরণীয় মনে করে। কেউ কেউ কারামতকে অনুসরণের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। কেউ বানিয়ে নিয়েছে উন্মত্ততা ও হর্ষোল্লাসকে। কেউ তো গরম হয়ে ওঠাকেই অনুসরনের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং যার মধ্যে গরম হওয়ার শক্তি বেশি থাকবে এবং কাঁদবেও বেশি, সেই ব্যক্তিই বুযুর্গ বলে তার কাছে বিবেচ্য হয়। কেউ কেউ মাপকাঠি বানিয়েছে তাসাররুফাতকে অর্থাৎ কারো উপর চোখ তুলে তাকালে সে যদি বেহুশ হয়ে পড়ে,তাহলে ঐ ব্যক্তিকেই মনে করে বড় ধরনের বুযুর্গ......।

মোটকথা হলো, বুযুর্গ হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করে রেখেছে আশ্চর্য ও বিস্ময় ধরনের অনেক কিছুকেই। তার কারণ হলো, এ সমস্ত ব্যক্তিদের খবরই নেই যে, বুযুর্গী কী জিনিস? এ বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞ। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অধিকাংশ আহলে ইলমও জানে না যে, বুযুর্গী কী জিনিস? আমি তো অনেক আহলে ইলমকেও দেখেছি, যারা এই ধরনের ধারণা পোষণ করে থাকে।

(আশরাফুল জাওয়াব,খণ্ড-২,পৃষ্ঠা -২২৪)

মুরব্বী বানানোর সঠিক মাপকাঠি

আল্লাহ তায়ালার কওল-"ঐব্যক্তির পথের অনুসরণ করো, যে আমার দিকে ধাবিত" ।অন্ধ ভাবে অজ্ঞতাবশত যে কোন ব্যক্তিরই অনুসরণ করো না। খুব ভালোভাবে লক্ষ করো আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেননি যে, ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করো, যে ব্যক্তি আমার দিকে ধাবিত। কেননা, এক্ষেত্রে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি নিজেই অনুসরণীয়। তাই আল্লাহ তায়ালা "পথ" শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে এভাবে বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তির পথের অনুসরণ করো, যে আমার দিকে ধাবিত। তার মানে হল, ঐ ব্যক্তি নিজেই অনুসরণীয় নয় বরং ঐ ব্যক্তির পথ হল অনুসরণীয়। এটিই হলো মুরব্বী বানানোর সঠিক মাপকাঠি। তার মানে হল, যে ব্যক্তিকে মুরব্বী বানাবে,তাকে ভালোভাবে লক্ষ করো যে, তিনি কি আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত নাকি ধাবিত নন। যদি আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হোন, তাহলে তাকে মুরব্বী বানাও এবং তার অনুসরণ করো............।

মোটকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা মাপকাঠি বানিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হওয়াকে। আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার সমস্ত বিধান মানবে এবং তার উপর আমল করবে.....। সুতরাং "আমার দিকে ধাবিত ব্যক্তি" দ্বারা ঐ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যিনি আমলদার হবেন। আর আমল তো ইলম ছাড়া হতে পারে না। তাই মূল কথা হলো, ঐ ব্যক্তিকেই মুরব্বী বানিয়ে অনুসরণ করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং নিজেও তার উপর আমল করেন।

(আশরাফুল জাওয়াব, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা - ২২৬)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ.- এর রচনাবলী থেকে সংকলিত

সব চেয়ে উত্তম কাজ জিহাদ করা, যখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক রহ. -এর নিকট ইলমে দীন অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা সর্বোত্তম কাজ। আর ইমাম আহমদ রহ. এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করা সর্বোত্তম কাজ। জিহাদ যদি ফরজে আইন না হয়ে থাকে,তাহলেই এই ইখতেলাফ প্রযোজ্য হবে। নতুবা জিহাদ যদি ফরজে আইন হয়ে যায়, তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে জিহাদ করা সর্বোত্তম কাজ। কেননা, আলোচনা তো হলো উত্তম এবং অনুত্তম নিয়ে, ফরজের স্তর নিয়ে নয়।

(ফয়জুল বারী,কিতাবুল জিহাদ,খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা -৪১৯)

বর্তমানেও হিজরত অবশিষ্ট রয়েছে

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের একটি অংশ-

لاهجرة بعدالفتح

মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই,এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা থেকে প্রতিশ্রুত যে হিজরত ছিল, তা আর অবশিষ্ট নেই।(কেননা, মক্কা তো বর্তমানে মুসলিমদের দখলেই চলে এসেছে) তবে হ্যাঁ, দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা বর্তমানেও অবশিষ্ট রয়েছে।

(ফয়জুল বারী, খণ্ড- ৩,পৃষ্ঠা ৪১৯)

নেককার কোনো ইমাম থাকা কিংবা অন্তর পরিশুদ্ধ হওয়া জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয়

অধ্যায়"জিহাদ চলতে থাকবে প্রত্যেক নেককার এবং বদকারকে সঙ্গে নিয়েই।"

উল্লিখিত হাদীসের অংশটিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতির দিকে ইশারা রয়েছে,তা হলো,গ্রুপ ভিত্তিক পরিচালিত বিষয়গুলোতে, সদস্যদের অবস্থার

প্রতি স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কেননা, সর্বদা সব গ্রুপেই সদস্যের মাঝে ভালো-মন্দ থাকে। এমন গ্রুপ পাওয়াও তো অসম্ভব, যাতে শুধু ভালরাই থাকবে। সুতরাং গ্রুপের সব সদস্যই ভাল হতে হবে, এই দোহাই দিয়ে যদি কাজ করা থেকে বিরত থাকা হয়, তাহলে তো অনেক কল্যাণকর কাজও আর হয়ে উঠবে না.......

জিহাদ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত এবং জিহাদ হয়ে থাকে গ্রুপ ভিত্তিক,আর এটা তো জানা বিষয় যে, সদাসর্বদা ভাল ব্যক্তিদেরকে পাওয়া যাওয়া অত সহজ নয়। তাই হয়তো একথা বলতে হবে যে, জিহাদ করার সময় শেষ হয়ে গেছে কিংবা ভাল-মন্দ ব্যক্তিদেরকে সঙ্গে নিয়েই জিহাদ চলবে ..।

মানুষের অবস্থা যাচাই-বাছাই করতে থাকা এবং মন্দ ব্যক্তিদের কারণে জিহাদকে বিলম্ব করা মূলত কল্যাণকর বিষয়কে দূরে ঠেলে দেওয়ার মতই।

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

تزكية النفس ووجود إمام صالح ليس بشرط لفرضية الجهاد:

"باب الجهاد ماض مع كل بر و فاجر" فيه إيماء إلى اصل عظيم وهو ان الأمور التى تتقوم من الجماعة لا ينظر فيها إلى أحوال الأفراد خاصة، فإن الجماعة لا تخلو عن بر و فاجر دائما و تتعذر وجود جماعة لايكون فيها إلا الخيار فلو توقف الأمر على تلوم اهل تلك الجماعة لأدى إلى تعطيل أكثر أعمال الخير... فلما كان الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة وهو أمر جماعة ومعلوم أن خير الأمة لا يتيسر دائما فإما أن يتعطل الجهاد أو يبقى مع كل بر و فاجر... فإن فى تفحص أحوال الناس و التأخر عن فاجرهم تأخرا عن الخير المحض و هو الجهاد...

সাহায্য প্রাপ্ত দল কোনটি?

ইল্‌ম অধ্যায়ে এই আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, যে দলটি কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সেটি হল মুজাহিদগণের দল। (সুতরাং তারাই হবে সাহায্য প্রাপ্ত দল)

জিহাদে বের হওয়ার জন্য অনুমতি

জিহাদ অধ্যায় : পিতা মাতার অনুমতি প্রসঙ্গে।

জিহাদ ফরজে আইন না হলে পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হওয়া জায়েজ নেই। তবে হ্যাঁ, ফুকাহায়ে কেরামের বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা বুঝা যায় যে, সন্তানের প্রতি জিহাদে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা যদি শুধুমাত্র তাদের মহব্বতের কারণেই হয়ে থাকে এবং সন্তানের খেদমতের প্রতি তারা মুখাপেক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বের হওয়া বৈধ। (আর যদি জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তাহলে তাদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই।)

(ফয়জুল বারী খণ্ড– ৪,পৃষ্ঠা ৪৪৫)

সমকালীন অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

তীর পরিচালনার উপর উদ্বুদ্ধ করা পূর্বের যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। বর্তমান সময়ে আবশ্যক হল, ঐ সমস্ত অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করা, যেগুলো এই সময়ে প্রচলিত। যেমন-রাইফেল, মেশিনগান,ইত্যাদি ...

মৌলিক কথা হলো,প্রত্যেক যুগে ঐ অস্ত্র পরিচালনার উপর উদ্বুদ্ধ করা, যেগুলো ঐ সময়ে প্রচলিত, পরিচিত। কোরআনের আয়াতে এই বিষয়টির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "ভয় প্রদর্শন করো তোমরা এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শত্রুদেরকে" ....

সুতরাং উদ্দেশ্য হলো,ভয় প্রদর্শন করা,আর তা বর্তমানে তীর শিক্ষা করার মাধ্যমে অর্জন হয় না।

(ফয়জুল বারী,খণ্ড- ৪,পৃষ্ঠা - ৪৩৫)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

التحريض على تعلم استعمال الآلات الجديدة

والتحريض على الرمي كان فى الزمان الماضي وأما اليوم فينبغي ان يكون على تعلم استعمال الآلات الجديدة التي شاعت في زماناو كالبندقة ... فالحاصل أن التحريض في كل زمان بحسبه، وفى النص إشارة إليه أيضا، فقال تعالى: ترهبون به عدو الله و عدوكم، فالمقصود هو الإرهاب، وذلك لايحصل اليوم بتعلم الرمي.فيض الباري ص ٤٣٥ ج ٤

জরুরিয়াতে দীনের সংজ্ঞা

জরুরিয়াতে দীন বলা হয়, দীনের ঐ সমস্ত অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয়াবলীকে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীন হিসেবেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুপ্রসিদ্ধতার সাথে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমনকি জনসাধারণও সেটাকে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন বলে জানে এবং মানে।এখানে "সুপ্রসিদ্ধতা" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক যুগে জনসাধারণের প্রতিটি স্তরে ঐ বিষয়ের জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া। জনসাধারণের প্রতিটি ব্যক্তিই তা স্বতন্ত্রভাবে জানা জরুরী নয়। এমনিভাবে ঐ স্তরের জনসাধারণেরও তা জানার কোন প্রয়োজন নেই, যারা দীন এবং দীনী বিষয় সম্পর্কে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। বরং যারা দীন সম্পর্কে সচেতন এবং দীনী বিষয়ের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের জানাই যথেষ্ট হবে। চাই তারা আলেম হোক বা না হোক।

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা - ৪৮)

ঈমান

ঈমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। ইমাম বুখারী রহ. বলেন- ঈমানের জন্য আবশ্যক হলো,দীনের প্রতিটি হুকুম গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করার সুদৃঢ় সংকল্প করা।

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -৫০)

জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে তা'বীল করা কুফরকে আবশ্যক করে

জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে যেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উম্মত আজ পর্যন্ত বুঝে আসছে, সেটা ব্যতীত ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং তার আমলী যে পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে সাব্যস্ত রয়েছে, সেই পদ্ধতি থেকে উম্মতকে বের করে দেওয়া কুফরকে আবশ্যক করে।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২৫৬)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

ضروریات دین میں تاویل موجب کفر ہے

ضروریات دین میں کوئی تصرف تاویل اور انکی جو مراد اب تک امت نے سمجھی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مراد بتلانا اور ان کی جو عملی صورت تواتر سے ثابت ہے اس سے نکال دینا سب کفر کا موجب ہے۔ اکفار الملحدین:۲۵٦

এক অজ্ঞ লোকের প্রশ্ন এবং তার উত্তর

কোনো অজ্ঞ লোক যদি এ কথা বলে যে, শরীয়তের কোনো বিধান অস্বীকারকারীকে অকাট্যকোনো দলীল দ্বারা নিরুত্তর করা ছাড়া হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের পরিপন্থী। এর উত্তর হলো, যদি বিষয়টি এমনই হয়, তাহলে তো একথাও বলা যায় যে, অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা তাকে নিরুত্তর করে দেওয়ার পরেও হত্যা করা ইনসাফের পরিপন্থী হওয়ার দাবী রাখে। কেননা, হিদায়াত ও হক গ্রহণ করারতৌফীক দেওয়া ছাড়াও তো তাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের পরিপন্থী।

বাস্তবতা হলো, এটি একটি শয়তানি কুমন্ত্রণা। তা থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় কামনা করা উচিত এবং বেশি বেশি لاحول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم পড়া চাই।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -২৫০)

জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে মনগড়া ব্যাখ্যা করাও কুফরী বরং তা অস্বীকার করার চেয়েও জঘন্যতম

বিখ্যাত গবেষক হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহীম আল ওজীর আল ইয়ামানী ...বলেন... জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করা কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা করা কুফরী। ....

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -১৭৫)

....দৃষ্টান্ত-স্বরূপ: কোন মনগড়া ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে নামাজ ছেড়ে দেওয়া। যেমন-এ জাতীয় কথা-বার্তা বলা যে, নামাজ আরবদের অজ্ঞ ও অবাধ্য লোকদের মাঝে নিয়ম শৃঙ্খলা এবং আমিরের অনুসরণের প্রতি অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য ছিল। আর অজু হল তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর অভ্যস্ত করার জন্য। আমাদের তো তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই জাতীয় মনগড়া ব্যাখ্যা করে নামাজ ছেড়ে দেয়, সে সর্ব সম্মতি-ক্রমে কাফের। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামাজ আদায় করে না কিন্তু শরীয়তের ফরজ বিধান বলে মেনে নেয়, তাহলে এমন ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম এবং ফুকাহায়ে কেরাম এমন ব্যক্তিকে গুনাহগার ও ফাসেক বলেছেন। কোন কোন জাহেরী আলেম তাকে কাফের বলেছেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেওয়ার তুলনায় মনগড়া ব্যাখ্যা করা কত জঘন্যতম যে, মনগড়া ব্যাখ্যা করে নামাজ ছেড়ে দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী কাজ।...

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -১৭৬)

যে সমস্ত ব্যাখ্যা জরুরিয়াতে দীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী সেটাও কুফরী

যে সব বিষয়ে ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই, সেগুলোর মধ্যে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণেও মানুষ কাফের হয়ে যায়।...তাদের কোন কোন ব্যাখ্যা তো এমনও হয়, যা জরুরিয়াতে দীনের সম্পূর্ণ বিপরীতে চলে

যায়। অথচ ব্যাখ্যাকারীর তা উপলব্ধিও হয় না যে, এর কারণে তার উপর কুফরির হুকুম প্রযোজ্য হচ্ছে। এমনিভাবে ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়টির উপরও একমত পোষণ করেছেন যে, দীনের যে সমস্ত কথা রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করা সুনিশ্চিত প্রমাণিত, তার বিরোধিতা করাও কুফরি কাজ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার নামান্তর।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -১৭৬)

অজ্ঞতা কোন ওজর নয়

যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম অজ্ঞতাকে ওজর বলে সাব্যস্ত করেছেন, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল জরুরিয়াতে দীন ছাড়া শরীয়তের অন্যান্য ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। জরুরিয়াতে দীনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়...

খোলাছাতুল ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে, কুফরের কারণ সমূহের মধ্য থেকে এটিও একটি যে, কোন ব্যক্তি মুখে কুফরি কথা-বার্তা বলল অথচ তার জানা নেই এই ধরনের কথা বার্তার দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়, তবুও এমন ব্যক্তি জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট কাফের বলে বিবেচ্য হবে। তবে শর্ত হলো, এই ধরনের কথা-বার্তা কারো বাধ্যবাধকতার কারণে না হতে হবে বরং স্বেচ্ছায় বলতে হবে। সুতরাং অজ্ঞতার অজুহাত জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম এব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২৫৭)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

جہل عذر نہیں ہے

--- جن علماء نے کلمۂ کفر سے ناواقفیت (کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتاہے) کو عذر قرار دیاہے ان کی مراد ضروریات دین کے علاوہ دوسرے امور شرعیہ ہے--- "خلاصۃ الفتاوی" میں فرماتے ہیں: وجوہ کفر میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمۂ کفر کہتاہے، اور اسکو یہ خبر نہیں کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتاہے، مگر وہ کہتاہے اپنے قصد واختیار اور مرضی سے (کسی کے دباؤ یا جبر

سے نہیں کہتا) تو جمہور علماء کے نزدیک یہ شخص کافر ہے، اور ناواقفیت کی بناء پر اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، صرف بعض علماء اس کے مخالف ہیں۔ اکفار الملحدین۔ ص ۲۵۷)

ইসলাম অনুসরণীয়, কারো অনুসারী নয়

চিরন্তর বাস্তবতা হলো, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত দীন, যাকে মানা ও পালন করা আবশ্যক। ইসলাম মানবীয় চিন্তা-চেতনায় আবিষ্কৃত কিংবা মনগড়াভাবে বানানো কোন বিধান নয়। একারণে মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও ধারণার কোন স্থান তাতে নেই। তাই কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের কোন একটি রুকনকেও অস্বীকার করে, তা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক, সে কাফের হয়ে যায়। কেননা, ইসলাম ধর্মের সকল রুকন অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ ও সুনির্ধারিত।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -১৭৬)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

اسلام متبوع ہے کسی کے تابع نہیں

نیز یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ اسلام (ایک مکمل و مرتب) واجب الاتباع مذہب ہے، نہ کہ (انسانی ذہن و فکر کا) اختراع کردہ (اور ساختہ پر اختہ طریق کار، لہذا اس میں کسی انسانی عقل و قیاس کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی) اور اسی لئے جو شخص (کسی بھی وجہ سے) اس کے کسی بھی رکن کا انکار کرے وہ کافر ہے، اسلئے کہ اسکے تمام ارکان قطعی اور یقینی طور پر معروف و متعین ہیں۔۔۔ اکفار الملحدین ص ۱۷۶

শরীয়তের প্রতিটি অকাট্য বিধান জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত

সঠিক কথা এটাই যে, শরীয়তের প্রতিটি অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিধান জরুরি। (তথা ঐ জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সুপরিচিত।)

কোরআনকে অস্বীকারকারী যেমনিভাবে কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যেমনিভাবে ফরজ। ঠিক তেমনি কোরআনের অর্থ অস্বীকারকারীও কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও ফরজ।

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আগে যাচ্ছিলেন এবং নিম্ন বর্ণিত রণ-চরণ-গুলো পাঠ করছিলেন।

خلّوا بني الكفّارِ عن سبيلِهِ * قد أنزلَ الرحمنُ في تنزيلِهِ

بأنّ خيرَ القتلِ في سبيلِهِ * نحن قتلْنا كم علي تأويلِهِ

كماقتلْنا كم علي تَنزيله*

অর্থ: সরে দাড়াও হে কাফের গোষ্ঠী! তাঁর পথ থেকে। নিঃসন্দেহে নাজিল করেছেন আল্লাহ তাঁর কোরআনে,সর্বোত্তম হত্যা হলো তাঁর পথে হত্যা করা। তাই আমরা হত্যা করব তোমাদেরকে, তাঁর কোরআনের ব্যাখ্যা অনুসারে। যেমনিভাবে হত্যা করেছি তোমাদেরকে তাঁর কোরআন অনুসারে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন, তার অর্থ হল, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকব যতক্ষণ না তোমরা কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য উভয়টি মেনে নিবে। তিনি আরো বলেন,এই কবিতাংশটির উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কোরআনের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য আমরা জানি ও বুঝি, সেই হিসেবে আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করব, যতক্ষণ না তোমরা সেই অর্থ ও উদ্দেশ্য মেনে নাও।

..... (অর্থাৎ কোরআন শরীফকে শুধু আল্লাহর কালাম বলে মেনে নেওয়া মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং মুসলমান হওয়ার জন্য কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য মেনে নেওয়াও জরুরী।) হত্যা ও যুদ্ধ থেকে নিরাপত্তা লাভ করার জন্যও তা জরুরি, যা সমস্ত মুসলিম উম্মাহ বুঝে এবং যার উপর পুরো উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০০)

কোরআন শরীফের সর্বসম্মত অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করা কোরআন শরীফ অস্বীকার করার মতই। একারণে সে কাফের হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

... যে ব্যক্তি কোরআনে কারীমের কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনের তা'বীল (যেটাকে মুতায়াখখিরীনগণ তাফসীর বলে থাকেন সেটাকে) না মানবে, সে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কোরআন শরীফকে না মানলে সে কাফের হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়।

হানাফী মাজহাবের প্রশিদ্ধ কিতাব بدائع الصنائع এর মধ্যে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. কে বললেন – তোমরা কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকারকারীদের সঙ্গে এমনিভাবে জিহাদ করবে, যেমনিভাবে বর্তমানে তোমরা কোরআন অস্বীকারকারী কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করছো।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০৩)

যে ব্যক্তি কোনো কাফের বা মুরতাদকে তা'বীল করে মুসলমান সাব্যস্ত করবে কিংবা কোনো সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের না বলবে, তাহলে সেও কাফের

.... যে ব্যক্তি ইয়ামামাদের ব্যাপারে তা'বীল করে তাদেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করবে, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি কোনো সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের বলবে না, সেও কাফের। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া "মিনহাজের" মধ্যে উল্লেখ করেন, খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করাটা তো মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ ছিল না। বরং এটি তো তার চেয়েও মারাত্মক এবং ভিন্ন ধরনের ছিল।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০৭)

কোরআনে কারীমের আয়াতকে অপাত্রে প্রয়োগ করা এবং এদিক সেদিক ঘুরিয়ে অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা কুফরী কাজ।

... সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতের শব্দসমূহ নিম্নরূপ-

قال إنه سَيخرُج مِن ضِئْضِئِ هذا قومٌ يتلون كتابَ اللهِ ليّاً رَطباً.

তরজমা: হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,এই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আল্লাহ তায়ালার কিতাবকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চমকদার করে তেলাওয়াত করবে ....

সুতরাং ইমাম বোখারী রহ. “কিতালুল খাওয়ারিজ” অধ্যায়ের অধীনে বলেন, ইবনে উমর রা. এই খারেজীদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকৃষ্টতম মাখলুক মনে করতেন।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০৮)

নামাজ রোজার পাবন্দী এবং বাহ্যিক দীনদারী থাকা সত্ত্বেও কুফরী আকীদা পোষণ করলে কিংবা কোন কুফরী করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায়

হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يحقرُ أحدُكم صلاتَه و صيامه مع صلاتِهم و صيامِهم وأعمالَه مع أعمالِهم ليستْ قراءتُه الي قراءتِهم شيئًا.

তরজমা : তাদের নামাজ-রোজার বিপরীতে নিজেদের নামাজ রোজাকে তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাদের আমলের তুলনায় নিজেদের আমলকে অনেক কম মনে হবে। তাদের কোরআন তেলাওয়াতের সামনে তোমাদের কোরআন তেলাওয়াতকে কিছুই মনে হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বাইরে এবং তারা কাফের বলে বিবেচ্য।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২১০)

যেই তা'বীলের দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়, যদিও তার অবকাশ থাকে তবুও তার তা'বীলকারীকে তাকফীর করা হবে

ইমাম গাজালী রহ. "আত-তাফরিকাহ" নামক কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠা য় লিখেন, এমন তা'বীল যা দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়, সেটি ইজতেহাদের মহল হয়ে দাঁড়ায় এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব তা'বীলের ক্ষেত্রে তাবীলকারীকে কাফের বলারও অবকাশ আছে। আবার কাফের না বলারও অবকাশ আছে।

(অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার দ্বারা যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, তার এই তা' বীল দ্বারা নিশ্চিতভাবে দীনের ক্ষতি হবে। তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। নতুবা তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে না।

মৌলিক কথা হলো, কাফের আখ্যায়িত করার ভিত্তি হচ্ছে দীনের ক্ষতি হওয়ার উপর। তা'বীলের কোনো জায়েজ দিক থাকা বা না থাকার উপর নয়।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা ২৪০)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

جس تاویل سے دین کو نقصان پہنچتا ہو اگرچہ اسکی گنجائش بھی ہو تب بھی مؤول کی تکفیر کی جائیگی

امام غزالی رح نے " التفرقہ " میں ص ۱۶ پر فرماتے ہیں: باقی جس تاویل سے دین کو ضرر پہنچے وہ محل اجتہاد اور محتاج غور و فکر ہے، اسکی بھی گنجائش ہے کہ کافر کہا جائے اور اسکی بھی گنجائش ہے کہ کافر نہ کہا جائے (یعنی اگر غور و فکر سے یہ ثابت ہو کہ اس سے یقینا دین کو نقصان پہنچتا ہے تو تکفیر کی جائے گی ورنہ نہیں، گویا مدار تکفیر دین کو نقصان پہنچنے پر ہے تاویل کیلئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے پر نہیں۔ اکفار الملحدین ص ۲۴۰

তা'বীল করা শরীয়ত- প্রবর্তকের কথা ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করার নামান্তর

শরীয়ত প্রবর্তক যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে কারো তা'বীল করার অর্থ হচ্ছে, শরীয়ত প্রবর্তকের গবেষণা ও বয়ানের মধ্যে ভুল বের করা। এর অর্থ হচ্ছে, তার গবেষণাকে ভুল বলা ও নিজের গবেষণাকে সঠিক বলা। এটি নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য কুফরী কাজ। কেননা, যে ব্যক্তির ধারণা হচ্ছে এই যে, আমি শরীয়তের গোপন ভেদ ও রহস্য, মূলনীতি ও উদ্দেশ্য শরীয়ত প্রবর্তকের চেয়ে বেশি জানি, বেশি বুঝি, সে নিশ্চিত কাফের। যদিও শরীয়ত প্রবর্তককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২৪২)

কুফর চার প্রকার

১. কুফরে জাহাল। (অজ্ঞতা নির্ভর কুফর) অর্থাৎ রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয় নিয়ে আসা নিশ্চিত ও অকাট্য, সেগুলোকে মিথ্যা বলা ও অস্বীকার করা। আবু জাহাল,আবু লাহাব ও তাদের মত মক্কার আরো যত কাফের ছিল, তাদের কুফর এই প্রকারের কুফর।

২. কুফরে জুহুদ ও ইনাদ। (জেনে বুঝে না মানার উপর যে কুফরের ভিত্তি) এটা হচ্ছে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের কুফর।

৩. কুফরে শক। (সন্দেহ ও দ্বিধা নির্ভর কুফর) এটা হচ্ছে অধিকাংশ মুনাফিকদের কুফর। (রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার বিষয়ে তাদের সংশয়-সন্দেহ ছিল।)

৪. কুফরে তা'বীল। (ঐ কুফর যা কোন তা'বীলের উপর ভিত্তি করে হয়) অর্থাৎ রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার এমন অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা, যা রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য নয়।

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা - ২৫০)

কাফেরদের প্রকারভেদ ও নাম

আল্লামা তাফতাজানি মাকাছিদ নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখেন,
(কাফের হচ্ছে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির নাম, যে মুমিন নয়।) এখন সে যদি মুখে ইসলামের দাবী করে অথচ ভিতরগতভাবে কাফের, তাহলে সে মুনাফিক। আর যদি মুসলমান হওয়ার পরে কুফর অবলম্বন করে, তাহলে তার বিশেষ নাম মুরতাদ। আর যদি একাধিক উপাস্যের প্রবক্তা হয়, তাহলে তার নাম মুশরিক। যদি অন্য কোনো আসমানি গ্রন্থের অনুসারী হয়, তাহলে তার নাম কিতাবী। কেউ যদি দুনিয়ার বিবর্তনকে যুগের দিকে সম্বন্ধ করে এবং একে অবিনশ্বর মনে করে (অর্থাৎ যমানাকেই দুনিয়ার খালেক ও চিরন্তর মনে করে।) তাহলে তার নাম দাহরিয়া। যদি কেউ দুনিয়ার স্রষ্টা থাকার কথা একেবারেই অস্বীকার করে, তাহলে এমন লোককে মুআত্তিল (নাস্তিক) বলা হয়। আর যদি মুসলমান দাবী করার পরেও কেউ এমন আকীদা পোষণ করে, যা সর্ব সম্মতি-ক্রমে কুফর, তাহলে এমন লোককে বলা হয় যিন্দিক (অন্য কথায়, কাফের সাত প্রকার, মুনাফিক, মুরতাদ, কিতাবী,মুশরিক, দাহরিয়া, মুয়াত্তিল,যিন্দিক। এই যিন্দিককে বাতেনী এবং মুলহিদও বলা হয়।)

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ৬৫)

যিন্দিকের সংজ্ঞা এবং বাতেনীর বিশ্লেষণ

আল্লামা শামী বাতেনীর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন- যিন্দিক নিজের কুফরের উপর ইসলামের মোড়ক লাগায় এবং ভুল ও ফাসেদ আকিদাসমূহকে এমনভাবে উপস্থাপন করে প্রচার করে যে, অগভীর দৃষ্টিতে তা শুদ্ধ বলে মনে হয়। ইবতানে কুফর (কুফর গোপন করা) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে গোমরাহী অবলম্বন করে অন্যদেরকে সেদিকে দাওয়াত দেয়া বাতেনী হওয়ার পরিপন্থী নয়। (অর্থাৎ কারো বাতেনী হওয়ার জন্য জরুরী নয় যে, কুফরী আকায়েদ ও গোমরাহী অন্যদের থেকে লুকাতে হবে। বরং ইসলামের ভেতরে সূক্ষ্মভাবে কুফর প্রবেশ করানো এবং তা গোপন করাই হচ্ছে বাতেনী হওয়ার অর্থ। এ জন্য এমন গোমরাহ লোকদেরকে বাতেনী বলা হয়।)

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -৬৬)

কাফের মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে জিহাদ করা বেশি জরুরী

ইবনে হুবাইরা রহ. বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাফের-মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের ফেতনার পুরোপুরি অবসান ঘটানো জরুরী। কেননা,তাদের ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন-

فأينمَا لَقِيتمُوهم فاقتلوهم فانّ فى قتلِهم أجرًا لمن قتلَهم يومَ القيامةِ

সুতরাং তোমরা খারেজীদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো তাদেরকে। কেননা, তাদেরকে হত্যা করলে পুরস্কার রয়েছে হত্যাকারীর জন্য কেয়ামতের দিন।)

এর হেকমত হচ্ছে এই যে, খারেজীদের সাথে জিহাদ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের মূলপুঁজি তথা দীন ও দীনদারগণকে হেফাজত করা। আর কাফের-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাফা ও উপকারিতা অর্জন করা অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অমুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস করা। (আর একথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, মুনাফা অর্জন করার তুলনায় মূলপুঁজি হেফাজত করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য।)

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -৯৩)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

<u>کفار مشرکین کی بنسبت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے</u>

ابن ہبیرہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا حدیث (حدیث خویصرہ) سے ثابت ہوتا ہے کہ بنسبت کفار و مشرکین کے خوارج سے جنگ کرنا اور ان کے فتنہ کا استیصال کرنا ضروری ہے، (اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) اس کی حکمت یہ ہے کہ ان خارجیوں سے جنگ کرنا دین کے اصل سرمایہ (دین اور دیندار مؤمن) کی حفاظت کے لئے ہے، اور کفار

ومشرکین سے جنگ کرنا منافع کمانے (یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھانے اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے) کے لئے ہے اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسبت زیادہ ضروری اور مقدم ہوتی ہے)۔ اکفار الملحدین ص ۹۳

অনিচ্ছায়ও মুসলমান দীন থেকে বের (কাফের) হয়ে যায়

ইবনে হুবাইরা রহ . বলেন, উক্ত হাদীসগুলো থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো কোনো মুসলমান দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা এবং ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার এরাদা করা ছাড়াও নিজের কুফরী আকীদা ও আমলের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং কাফের হয়ে যায়। (অর্থাৎ কোনো মুসলমান কাফের হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে, সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে। বরং কুফরী মতবাদ, উক্তি ও আমল অবলম্বন করাই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হাদীসে খাওয়ারিজের মধ্যে يمقرون শব্দটি বিশেষভাবে এটাকেই সুস্পষ্ট করে প্রমাণ করে।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ৯৫)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

بلا قصد بھی مسلمان دین سے خارج (اور کافر) ہو جاتا ہے

ابن ہبیرہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا حدیث (حدیث خویصرہ) سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مسلمان دین سے خارج ہونے کا قصد اور اسلام کے بجائے کسی اور دین اختیار کرنے کا ارادہ کئے بغیر بھی (محض اپنے کفریہ عقائد واعمال کی بنا پر۔ دین سے خرج اور کافر ہو جاتے ہیں یعنی کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ قصداا اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے بلکہ کفریہ عقائد اور اقوال واعمال کا اختیار کر لینا ہی اسلام سے خارج اور کافر ہو جانے کے لئے کافی ہے۔ حدیث خوارج میں "یمرقون" کا لفظ خاص طور پر اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اکفار الملحدین ص ۹۵

শুধু বাহ্যিক অবস্থা অবলোকন করে কারো দীন ও ঈমানের সত্যায়ন করা উচিত নয়

এমনিভাবে এসব হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি বা দলের আদেল হওয়ার অর্থাৎ দীনদার ও ঈমানদার হওয়ার সত্যায়ন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে শুধু তাদের জাহেরী কথা ও কাজের উপর ক্ষান্ত না থাকা চাই। যদিও ইবাদত, দীনদারী, পরহেজগারী এবং দুনিয়া বিমুখতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাক না কেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আভ্যন্তরীণ আকীদা বিশ্বাস, আমল এবং ভেতরগত অবস্থা যাচাই-বাছাই না করবে,ততক্ষণ পর্যন্ত তার দীন ও ঈমানের সত্যায়ন না করা উচিত।

মূলত এই হাদীস দ্বারা রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, উম্মত যেন সতর্ক হতে পারে এবং ধোঁকার মধ্যে না পড়ে।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ৯৬)

অমুসলিমদের তুলনায় খারেজীদের মত বর্তমান যুগের নাস্তিক মুরতাদদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা বেশি প্রয়োজন।

হিন্দু-মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেশি। এটি ইবনে হুবাইরা রহ. এর বর্ণনা। আমার মতে ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান যুগের অমুসলিমদের তুলনায় নাস্তিক-মুরতাদ ও কোরআন- হাদীসের অপব্যাখ্যাকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। কেননা, অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাকে মানুষ প্রকৃত দীন মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ: অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা তার অপব্যাখ্যাকেই প্রকৃত দীন মনে করছে।

প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের বিরোধিতাকারী এর বিপরীত। কেননা, সবাই তাকে দীনের বিরোধী ও শত্রু মনে করে। তার কোনো কথাকেই দীন মনে করে না। সেজন্যই তার পক্ষ থেকে দীন ও ইসলামের এত বেশি ক্ষতি হয় না, যতটা ক্ষতি হয় দীনের অপব্যাখ্যাকারীদের মাধ্যমে।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ১০৬)

নামাজ রোজার পাবন্দী করা সত্ত্বেও মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. ঐ সব নামধারী মুসলমান যারা তাতারীদের সঙ্গ দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আর চেঙ্গিস খানের অনুসারী ও সহযোগী মুসলমানদের ভেতর ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে ইরতিদাদ (মুখ ফিরিয়ে নেওয়া) ততটাই ছিল, যতটা সে (চেঙ্গিস খান) ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। যখন পূর্বসূরী বুযুর্গানে দীন যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন অথচ তারা নামাজও পড়ত, রোজাও রাখত, আবার তারা সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত না। (তাহলে এদেরকে কেন মুরতাদ বলা হবে না ? এরা তো স্পষ্ট কুফরী ও শিরকী কাজে লিপ্ত। বোঝা গেল হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট ইরতিদাদের অন্তর্ভুক্ত, এমন যে কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকারকারীরা নামাজ রোযার পাবন্দী করা সত্ত্বেও কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।)

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ১২৫)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

روزہ، نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان مرتد ہو جاتا ہے

حافظ ابن تیمیہ ان نام نہاد مسلمانوں کے متعلق جو تاتاریوں کا ساتھ دے رہے تھے فرماتے ہیں : اور ان چنگیزیوں کے اعوان وانصار مسلمانوں میں احکام شرعیہ اسلامیہ سے اتنا ہی ارتداد موجود ہے جتنا اس (چنگیز خان نے) احکام شرعیہ اسلامیہ سے انحراف کیا ہے، اور جبکہ سلف صالحین (صحابہ وتابعین) نے زکوۃ سے انکار کرنے والوں کا نام مرتد رکھا حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور روزے بھی رکھتے تھے اور عام

مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کرتے تھے (توان کو کیوں مرتد کہا جائے؟ یہ صریح کفریہ شرکیہ اعمال وافعال کے مرتکب ہیں، معلوم ہوا حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک موجب ارتداد قول و فعل کا ارتکاب اور ضروریات دین سے انکار کرنے والے، روزہ، نماز کی پابندی کرنے کے باوجود کافر ومرتد ہو جاتے ہیں)۔ اکفار الملحدین ص ۱۲۵

কুফরী কথা ও কাজে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মুসলমান কাফের হয়ে যায়, যদিও অন্তরে ঈমান থাকে

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কিছু কিছু কাজ কুফরকে আবশ্যক করে। অথচ সেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সময় তাসদীকে কলবী (তথা অন্তরের সত্যায়ন) বিদ্যমান থাকা সম্ভব। কেননা, ঐ সকল কাজের সম্পর্ক হাত,পা, যবান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে নয়। যেমন, হাসি-তামাশা ও মজা করে মুখে কুফরী কথা বলে ফেলা,যদিও অন্তরে একেবারেই কুফরী আকীদা না থাকে, অথবা মূর্তি (ইত্যাদি গাইরুল্লাহ)-কে সেজদা করে ফেলা, কিংবা কোন নবীকে হত্যা করে ফেলা। অথবা নবী, কোরআন,কিংবা কা'বার সাথে বিদ্রুপ-উপহাস করা। (কেননা, এ সমস্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মানুষ সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়,যদিও এটা সম্ভব যে,তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান থাকবে।)

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -১৫৮)

দীনকে হেফাজত করা হক্কানী ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يحملُ هذا العلم من كُلّ خلف عدولُه، ينفونَ عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلين.

তরজমা : বহন করবে এই ইলমকে উম্মতের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ। দূর করে দিবে তারা ইলম থেকে উগ্রদের বিকৃতি, বাতিল পন্থীদের হস্তক্ষেপ এবং মূর্খদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে।

এগুলো তো রেসালাতের চেরাগদানি, যবানে নববী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্গত শব্দমালা। (এগুলো আমাদের সত্য অবলম্বন। সঠিক পথ এবং দীনদারীর জামানত। কেননা, আমরা ঐ দায়িত্বই পালন করছি, যার ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।)সুতরাং আমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -২১২)

কুফরী আকীদা, কথা এবং কাজের ব্যাপারে নীরবতা জায়েজ নেই

ইমাম গাজালী রহ. "فيصل التفرقة" কিতাবের ১৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন- এ জাতীয় কুফরী কথাবার্তা যদি দীনের বুনিয়াদী আকীদা ও মূল্যভিত্তির ব্যাপারে হয়। তাহলে যে ব্যক্তি কোনো অকাট্য দলীল ছাড়া এসব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে। তাকে কাফের আখ্যায়িত করা ফরজ।

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -২১৩)

সর্বশেষ সতর্কবাণী

মোটকথা, ভাল করে শুনে নিন, যেমনিভাবে কোনো মুসলমানকে কাফের বলা ইসলামপরিপন্থী, তেমনিভাবে কোন কাফেরকে মুসলমান বলা এবং তার কুফরীর ব্যাপারে "চশমপুশী" করাও ইসলাম পরিপন্থী। এটাই ইনসাফপূর্ণ পথ। (মুসলমানকে মুসলমান আর কাফেরকে কাফের বলা)

কিন্তু বর্তমানে মানুষ ব্যাপকভাবে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা এ দুটির মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে।

(একদিকে সৎ ও সঠিকপন্থী মুসলমানকে কাফের বলা হচ্ছে। অপর দিকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কাফেরকে মুসলমান বলা হচ্ছে এবং তাদেরকেও নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।) নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিই সঠিক বলেছেন। যিনি বলেছেন– মূর্খরা হয়তো বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়। *নয়তো ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতায় পড়ে রয়।*

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -২৫০)

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. -এর ভাষায়-

آخری تنبیہ

بہر حال سن لیجئے ! جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا دین کے خلاف ہے اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا اور اس کے کفر سے چشم پوشی کرنا بھی دین کے خلاف ہے۔ یہی اعتدال کی راہ ہے (مسلمان کو مسلمان کہئے اور کافر کو کافر) ۔اس زمانہ میں عام طور پر لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں (ایک طرف اچھے بھلے مسلمان کو کافر بنانے میں مصروف ہیں، دوسری طرف کھلے ہوئے کافروں کو مسلمان کہنے اور ان کو سینہ سے لگانے میں منہمک ہیں) بیشک سچ کہا ہے جس نے کہا ہے "جاہل یا حد افراط پر جا چڑھتا ہے یا حد تفریط میں گر پڑتا ہے"۔اکفار الملحدین ص ۲۵٠

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ- এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত

দারুল ইসলাম কখন দারুল হরবে পরিণত হয়

.... ইমাম আবু হানিফা রহ. -এর নিকট তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়।

احداها إجراء أحكام الكفارعلى سبيل الاشتهار وان لايحكم فيها بحكم الاسلام.

অর্থাৎ প্রথম শর্ত হলো, দারুল ইসলামে কাফেরদের বিধিবিধান প্রকাশ্যে চালু হয়ে যাওয়া। সেখানে ইসলামী বিধিবিধান বাকী না থাকা। (ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করা।)

والثاني:ان تكون متصلة بدارالحرب ولايتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام

অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত হলো, ঐ দারুল ইসলামটি দারুল হরবের সাথে মিলিত হয়ে যাওয়া। উভয়টির মাঝখানে দারুল ইসলামের কোনো শহর বা রাষ্ট্র না থাকা।

والثالث:ان لايبقى فيها مؤمن ولا ذمى آمنا بالأمان الاول الذي كان ثابتاقبل استيلاء الكفار للمسلم باسلامه والذمى بعقد الذمة.

অর্থাৎ তৃতীয় শর্ত হলো, ইসলামের কারণে মুসলমানগণ পূর্বে যে নিরাপত্তা পেয়েছিলেন, উক্ত দারুল ইসলামে সে নিরাপত্তা বাকী না থাকা। এমনিভাবে কোনো জিম্মী কাফের পূর্বে যে নিরাপত্তা পেয়েছিল, সে নিরাপত্তায় বাকী না থাকা।

.... সাহেবাইনের মত হলো, যখন কোনো স্থানে কুফরী বিধিবিধান প্রকাশ্যে চালু হয়ে যায়, সেই স্থানটি এই একটি মাত্র শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়। অন্য কোনো শর্ত পাওয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই হুকুমটিই কিয়াস ও যুক্তি সম্মত।

(ফাতাওয়ায়ে আজীজী, পৃষ্ঠা - ৫৮৩)

وفي الكافي: إن المراد بدار الاسلام بلاد يجري فيها حكم امام لمسلمين ويكون تحت قهره وبدار الحرب يجري فيها أمرعظيمها وتكون تحت قهره.

অর্থাৎ দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ শহর যেখানে মুসলমানদের ইমামের আদেশ-নিষেধ চালু থাকে এবং যেই শহরটি তার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। দারুল হরব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ শহর যেখানে সেখানকার কাফের সরদারের আদেশ-নিষেধ চালু থাকে এবং যেই শহরটি তার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে।

(ফতোয়ায়ে আজীজী, পৃষ্ঠা - ৪৫৪)

এই মতটি দুর্বল

জানা থাকা উচিত, "দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হতে পারে না" এই মতটি দুর্বল।

বিশুদ্ধ মত হলো, দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, কখন দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়?

একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, শায়ায়েরে ইসলামের কোনো একটিকেও যদি জোর-জবরদস্তিমূলক-ভাবে নিষেধ করা হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজান, খতনা ইত্যাদি......... তাহলে ঐ দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আরেকদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হওয়ার মানদণ্ড এটা নয় যে, সেখানে ইসলামের নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। বরং মানদণ্ড হলো, সেখানে কুফরের নিদর্শনসমূহ 'ডরহীন' ও প্রকাশ্যভাবে চালু হয়ে যাবে, যদিও সেখানে ইসলামের সমস্ত নিদর্শন আপন অবস্থায় বাকী থাকে। তবুও দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়ে যাবে।

ঐ শহরে মুসলমানদের ইমামের পক্ষ থেকে আদেশ - নিষেধ বাকী নেই। বরং নাসারাদের আইন প্রণেতাদের আইন অকুণ্ঠভাবে প্রচলিত। কুফরী বিধিবিধান প্রচলিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মামলা-মুকাদ্দামা, রাষ্ট্র-পরিচালনা, প্রজা- ব্যাবস্থাপনা এবং ট্যাক্স ও ব্যবসায়িক পণ্যে উশর আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসকগণ নিজ মত অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করা। চোর-ডাকাতের শাস্তি দান, প্রজাদের পারস্পরিক লেনদেন, অপরাধের শাস্তি-দানের ক্ষেত্রে কাফেরদের মনগড়া আইন চালু করা। যদিও কিছু ইসলামী বিধিবিধান, যেমন, জুময়া, দুই ঈদ এবং আজান ইত্যাদি বিষয়ে কাফেররা কোনো হস্তক্ষেপ না করে। কারণ, এই সমস্ত বিষয়াদির হুকুম তাদের কাছে মূল্যহীন বলে বিবেচিত।

সাহাবায়ে কেরাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মতামত থেকে এমনটিই বুঝে আসে। কেননা, আবু বকর রা. -এর যুগে এই হুকুম জারি করা হয়েছিল যে, বনু ইয়ারবু দারুল হরব। অথচ সেখানে জুময়া, উভয় ঈদ এবং আজান প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র তারা যাকাতের হুকুমকে অস্বীকার করেছিল। এমনিভাবে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ যুগে এ হুকুম জারি করেছিলেন যে, ফিদাক ও খায়বর দারুল হরব। অথচ সেখানে মুসলিম ব্যবসায়ীগণ বরং সেখানকার কিছু মুসলিম বাসিন্দা ওয়াদিল কুরায় অবস্থান করছিলেন। তাছাড়া ফিদাক ও খায়বর মদিনার খুব কাছেই অবস্থিত।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে:

باب استيلاء الكفار....انما تصيردار الاسلام دار الحرب عند ابي حنيفة بشرائط ثلاث: أحدها: اجراء احكام الكفار على سبيل الاشتهار وان لايحكم فيها بحكم الاسلام.والثاني:ان تكون متصلة بدارالحرب ولايتخلل بينهما بلدة من بلاد الاسلام .والثالث:ان لايبقى فيها مؤمن ولا ذمى آمنا بالأمان الاؤل والذمى بعقد الذمة.

তরজমা: কাফেরদের কর্তৃত্ব সংক্রান্ত অধ্যায় ....

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়।

১. কাফেরদের রচিত বিধিবিধান প্রকাশ্য ভাবে সেখানে চালু করে দেওয়া এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করা।

২. ঐ দারুল ইসলামটি দারুল হরবের সাথে সংযুক্ত হওয়া। উভয়ের মধ্যখানে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো শহর না থাকা।

৩. মুসলমান এবং জিম্মীদের পূর্ব নিরাপত্তা বাকী না থাকা।

তৃতীয় আরেকদল ওলামায়ে কেরাম এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে বলেন, দারুল হরব বলা হয়, যেখানে কোনো মুসলমান এবং কোনো জিম্মী পূর্ব নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারে না। চাই সেখানে কোনো ইসলামী শিয়ার পরিত্যাগ করা হোক বা না হোক। কিংবা কুফরী শিয়ার সেখানে প্রকাশ্য-ভাবে প্রচলন করা হোক বা না হোক।

তৃতীয় এই মতটিকে মুহাক্কীক ওলামায়ে কেরাম প্রধান্য দিয়েছেন।

(ফতোয়ায়ে আজীজী, পৃষ্ঠা - ৫৮৫)

হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ মুফতী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত

জিহাদ কখন ফরজ হয়?

প্রশ্ন : বর্তমানে কি মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ নয়?

প্রথম কিবলা যখন ধ্বংস হতে চলেছে। মসজিদগুলোতে যখন ধ্বংসযজ্ঞের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিয়ত পবিত্র ভূমিগুলোর অসম্মান ঘটে চলেছে। (তবুও কি জিহাদ ফরজ নয়?)

উত্তর : যখন ফিলিস্তিনের মুসলমানগণ অক্ষম হয়ে যাবে। স্তর বাই স্তর অর্থাৎ الأقربَ فالأقربَ -এর নিয়ম অনুযায়ী সামর্থ অনুপাতে মুসলমানদের উপর প্রতিহত করা তথা দিফাঈ জিহাদ আবশ্যক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: মুসলমানদের উপর জিহাদ কখন ফরজ হয়?

উত্তর: যখন কাফের শত্রুরা আক্রমণ করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়।

প্রশ্ন: যেই আলেম সত্যকে গোপন করে, তার হাশর কেমন হবে?

উত্তর: শরয়ী প্রয়োজনের মুহূর্তে যে আলেম সত্যকে গোপন করবে, সে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

প্রশ্ন: অসৎ ও মন্দ শাসন ব্যবস্থাকে সহায়তা করা সঠিক হবে কি হবে না ?

উত্তর: অত্যাচারী ও মন্দ শাসন ব্যবস্থাকে সহায়তা করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন : জিহাদ কি শুধু সাধারণ মানুষের উপরই ফরজ হয় নাকি আলেম ওলামাদের উপরও ফরজ হয়?

উত্তর: জিহাদ যখন ফরজ হয়ে যায়, তখন সবার উপরই ফরজ হয়ে যায়। আলেম এবং সাধারণ মানুষের পার্থক্য লক্ষণীয় নয়।

প্রশ্ন: আমি যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় বের হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সাহায্য করবে কি?

উত্তর: অবশ্যই করবে। তবে শর্ত হলো, ঈমান ও ইখলাসের সাথে জিহাদ করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যেই হতে হবে। .... বাইতুল মুকাদ্দাসকে আজাদ করার জিহাদ

মুজাহিদীনের জন্য বৈধ। .... যায়েদ তাদের সহযোগিতার জন্য যাওয়া সঠিক হবে।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -৯ পৃষ্ঠা -৩৭২-৩৭৩)

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کب فرض ہوتا ہے؟

سوال: اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہے یا نہیں؟ جب کہ قبلہ اول تاراج ہو رہا ہے اور مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟

جواب: مسلمان پر—جب فلسطین کے مسلمان عاجز ہو جائیں-درجہ بدرجہ یعنی الاقرب فالاقرب کے قاعدہ سے دفاع حسب استطاعت لازم ہوگا۔

سوال: جہاد مسلمان پر کب فرض ہوتا ہے؟

جواب: جب کہ کفار ہجوم کر کے قتل وغارت شروع کر دیں۔

سوال: حق کو چھپانے والے عالم کا کیا حشر ہوگا؟

جواب: جو عالم کہ ضرورت شرعیہ کے وقت حق بات کو چھپائے وہ قیامت کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔

سوال: بدکار حکومت کی معاونت کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: ظالم و بدکار حکومت کی معاونت کرنا ناجائز ہے۔

سوال: جہاد جاہلوں ہی پر فرض ہے یا عالموں پر بھی؟

جواب: جہاد جب فرض ہوتا ہے تو سب پر ہوتا ہے، عالم اور جاہل کی تمیز نہیں ہوتی۔

سوال: اگر میں جہاد فی سبیل اللہ کروں تو خدا میری مدد کریگا یا نہیں؟

جواب: ضرور کریگا، بشرطیکہ جہاد محض ایمان واخلاص سے اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے ہو۔۔۔ مجاہدین بیت المقدس کا جہاد آزادی ان کیلئے درست ہے۔۔۔ زید کا انکے امداد کیلئے جانا درست ہے۔ کفایت المفتی: ص ۳۷۲-۳۷۳ ج ۹

যে কোনো কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথমেই জিহাদ শুরু করা বৈধ

পৃথিবীর সমস্ত কাফের-মুশরিক সৃষ্টিগত-ভাবেই ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু এবং শত্রুপক্ষ সৈনিক। একারণেই যে কোনো কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথমেই জিহাদ শুরু করা বৈধ।

কুফর ও ইসলামের এই সৃষ্টিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পবিত্র কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত-

وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد

এর ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে নিম্ন বর্ণিত আয়াতে-

قتل اصحاب الاخدود.النار ذات الوقود.اذ هم عليها قعود.

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২০১)

যদি কোরআনের শিক্ষা ও কোরআনের দাওয়াতের উপর প্রতিবন্ধকতা হয়, তাহলে ?

প্রশ্ন: কোনো শিক্ষক যদি প্রশাসনের হুকুমের কারণে আতঙ্কিত হয়ে কোরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়াকে অস্বীকার করে। প্রশাসনের কাছেও একথা স্বীকার করে যে, সে ভবিষ্যতে কোরআন ও ধর্মের শিক্ষা দিবে না। তাহলে কি এমন ব্যক্তি ইমামতির যোগ্য থাকবে?

উত্তর: যে শিক্ষক এই হুকুমকে সমর্থন করবে এবং এর বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টিকে প্রকাশ না করবে, সে মুসলমানদের ইমামতি এবং নেতৃত্বের যোগ্য থাকবে না।

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়-

تعلیم قرآن اور دعوت قرآن پر پابندی ہو تو؟

سوال: کوئی معلم حکومت سے خائف ہو کر یا مرعوب ہو کر تعلیم قرآن مجید دینے سے انکار کرے اور حکومت سے اقرار کرے کہ وہ آئندہ تعلیم قرآن و مذہب نہیں دیگا تو وہ شخص قابل امامت ہے یا نہیں؟

جواب: جو مدرس اس حکم کو تسلیم کرے اور اسکے خلاف اظہار ناراضگی نہ کرے وہ مسلمانوں کی امامت اور قیادت کا اہل نہیں۔

প্রতিবন্ধকতার কারণে কোরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়াকে পরিত্যাগ করা

কোরআন মাজীদ এবং দীনদারীর উপর কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সহ্য করা যায় না। অসমর্থিত প্রশাসনের এই অধিকার নেই যে, মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বাধা প্রদান করবে।

জুময়ার নামাজ তো সেখানে বৈধ, তাই বলে এই হুকুমের বাহানা করে কোরআন মাজীদ এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে বন্ধ করে দেওয়া কিছুতেই বৈধ নয়।

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়-

پابندی کی وجہ سے تعلیم قرآن ترک کرنا

تعلیم قرآن مجید و دینیات پر کوئی بندش برداشت نہیں کی جاسکتی، غیر مسلم حکومت کو یہ مجاز نہیں کہ مسلمانوں کو مذہبی تعلیم سے روک سکے، نماز جمعہ وہاں جائز ہے، لیکن اس حکم کی تعمیل میں قرآن مجید اور دینیات کی تعلیم کو بند کر دینا جائز نہیں۔

ফরজ-সমূহ আদায়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

ফরজ-সমূহ আদায় করার জন্য অনুমতি চাওয়া নিয়ম পরিপন্থী বিষয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হবে যে, নামাজের জন্যও অনুমতি চাওয়ার আদেশ করা হবে।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা -৩৩০)

ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত

আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার করে যে ব্যক্তি, কিংবা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে যে ব্যক্তি, তাকে যে মুসলমান মনে করবে, সেও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা - ৪০৯)

কোরআনের বিধিবিধানকে আধুনিক যুগের উন্নতির বিপরীত এবং উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী মনে করা সুস্পষ্ট গোমরাহী। এমন ব্যক্তি ইসলামের বিপরীতে অবস্থানরত।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -৯, পৃষ্ঠা - ৪০৯)

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়-

قرآنی احکام کو موجودہ دور ترقی کے خلاف اور مانع ترقی سمجھنا صریح گمراہی ہے، ایسا شخص اسلام کے خلاف ہے۔ کفایت المفتی: ص ۴۰۹ ج ۹

অধিকাংশ যদি হকের বিপরীতে থাকে, তাহলে ....

.... যদি পৃথিবীর সৃষ্টি জীবের মধ্যে মুশরিক বেশি হয়, তাহলে তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে মিলে যাওয়া বৈধ নয়। মুসলমানদের অধিকাংশ যদি হকের বিপরীতে অবস্থান করে, তাহলে স্বল্প সংখ্যক যারা হকের উপর রয়েছে, তাদের জন্য হকের উপর অটল থাকা ফরজ হবে।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -৯, পৃষ্ঠা -৩৯২)

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়-

اکثریت بھی حق کے خلاف ہو تو۔۔۔

اگر دنیا کی مخلوق میں مشرک زیادہ ہوں تو مسلمان موحدوں کو انکے ساتھ مل جانا جائز نہ ہوگا، مسلمانوں کی اکثریت بھی اگر حق کے خلاف ہو تو اقلیت جو حق پر ہو اسے حق پر قائم رہنا فرض ہوگا۔ کفایت المفتی: ص ۳۹۲ ج ۹

ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়

কোরআনের বিপরীত বিধানদাতাকে যে ব্যক্তি উন্নতির বাহক বলবে এবং তার কর্মকাণ্ডকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করবে, ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা -৪০৯)

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়-

وہ مسلمان نہیں

جو شخص قرآنی احکام کے خلاف کرنے والوں کو ترقی پذیر بتائے اور انکے افعال کو مبنی بر انصاف سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ کفایت المفتی: ص ۴۰۹ ج ۹

দিফায়ী জিহাদের জন্য হিজরত করার হুকুম

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

(لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)

-এর মধ্যে একথার দিকে ইশারা রয়েছে যে, হিজরতের ফরজিয়তের কারণ ওঠে যাওয়ার কারণে, হিজরতের ফরজিয়তও ওঠে গেছে। সেই কারণটি ছিল এই, নামাজের ফরজিয়ত এবং অন্যান্য দীনী ফরজিয়ত আদায় করার ক্ষেত্রে কঠিন প্রতিবন্ধকতা।

সুতরাং মক্কা যখন বিজয় হলো। এই বিজয়ের কারণে ফরজ-সমূহ আদায় করা এবং দীন প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের জন্য সহজ হয়ে গেল। তাছাড়া কাফেরদেরও এই শক্তি আর থাকল না যে, মুসলমানদেরকে ফরজ-সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করবে। (তাই হিজরতের ফরজিয়ত ওঠে গেছে)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজিয়তের দিকেও ইশারা করা হয়েছে। এই হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ ফরজ-সমূহ থেকে জিহাদও একটি ফরজ। সুতরাং যদি জিহাদ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে হিজরত করা আবশ্যক হয়ে যাবে। যখন মুসলমানদের কাছে এই

সংবাদ পৌঁছবে, ইসলামী রাজত্বের উপর কাফেররা আক্রমণ করে ইসলামী রাজত্বকে পরাজিত করে ফেলেছে। কিংবা তারা পবিত্র ঐ ভূমিকে কাবু করে ফেলেছে, যেই ভূমি থেকে কাফেরদেরকে, বিশেষ করে ইহুদী নাসারাদেরকে বের করে দেওয়ার আদেশ স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই করেছেন। (তখন জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করা আবশ্যক হয়ে যাবে।)

এমতাবস্থায় আরো বেশি আবশ্যক হয়ে যায়, যখন ইসলামী বাদশাহ জিহাদের জন্য আমাদেরকেও আহবান করে বসেন, এবং আমাদের কাছেও এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী রাজত্বের জন্য কাফেরদের মোকাবেলা করা এবং ওদেরকে প্রতিহত করার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই ভূমিকাটি থেকে এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জিহাদ করা এবং কাফেরদেরকে প্রতিহত করা স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের উপর আবশ্যক হতে পারে।

সুতরাং হিন্দের মুসলমানগণ হিন্দুস্থানে থাকা অবস্থায় যদিও জিহাদ করার শক্তি রাখে না। তবে এই ফরজিয়তকে আদায় করার জন্য অন্য পন্থাও তো অবলম্বন করতে পারে। আর সেই পন্থাটি হলো, নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা। সুতরাং বর্তমানে জিহাদ করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে প্রতিহত করার জন্য হিজরত আবশ্যক হবে। বর্তমানে হিজরত একারণে ফরজ হয়নি যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ নামাজ, রোজা, ইত্যাদি ঠিকঠাক মত আদায় করতে পারছে না। এই কথাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট।

কেউ কেউ এই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কেননা, তাদের তো জিহাদ করার সামর্থ নেই। তাই হিজরতও ফরজ হবে না। কেননা, ফরজিয়তের কারণ সমূহ এমতাবস্থায় পাওয়া যায় না।

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর হলো, নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তান থেকে জিহাদ করা কঠিন কাজ। কিন্তু যদি সে হিন্দুস্তান থেকে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আর থাকে না।

সুতরাং হিন্দুস্থান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়াটা ফরজিয়তের কারণ-সমূহের সহায়তার জন্য ভূমিকাস্বরূপ হবে এবং ফরজ আদায়ের ক্ষেত্রে

সহজ ও সহযোগী হবে। সুতরাং কীভাবে বলা যায় যে, হিজরত ফরজ হবে না?

তবে হ্যাঁ, হিজরত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জিহাদ করা এবং শত্রুবাহিনীকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়তা কিংবা প্রবল ধারণা থাকতে হবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিশ্চয়তা কিংবা প্রবল ধারণা না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরতকে ফরজে আইন সাব্যস্ত করা যাবে না। সুতরাং আমাদের এই সময়ে আমাদের মতামত এটিই যে, হিজরতকে ফরজে আইন বলা যায় না। কেননা, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো একভাবেও এই নিশ্চয়তায় পৌঁছতে পারিনি যে, নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে হিন্দুস্থান থেকে অন্যত্র চলে গেলে জিহাদ করা এবং প্রতিহত করার শক্তি আমাদের অর্জন হবে।

(উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে , যদি আমাদের নিশ্চয়তা অর্জন হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের উদেশ্যে হিজরত করাকে ফরজে আইন সাব্যস্ত করা হবে। আর একথাও কারো কাছে গোপন নেই যে, বর্তমানে মাতৃভূমি ত্যাগ করার পরে জিহাদ করা এবং শত্রুদেরকে প্রতিহত করার শক্তি ইনশা-আল্লাহ্ আমাদের অবশ্যই অর্জন হয়ে যাবে।)

এর সাথে সাথে এটার মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই যে, হিজরত করা ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে বিপদ-আপদ সহ্য করার শক্তি এবং সুদৃঢ় থাকার সামর্থ রাখে। এমন ব্যক্তিদের জন্য আমরা বারবার হিজরত উত্তম হওয়ার ফতোয়া পেশ করেছি।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১৮, দারুল ইশায়াত প্রকাশনী)

কাশ্মীর যুদ্ধে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করা মুসলমান, শহীদ বলে সাব্যস্ত হবে

... সেনাবাহিনী কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে অত্যাচারিত হয়ে মারা যাওয়া মুসলমান, নিঃসন্দেহে শহীদ বলে সাব্যস্ত।

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -২, পৃষ্ঠা - ১৯০)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর তাফসীর থেকে সংকলিত

ছুফীদের ফরজ

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এমন কিছু বাস্তব সম্মত অভিজ্ঞতা আমাদের অর্জন হয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। ছাত্র জীবনেও ছিল না, শিক্ষক জীবনে ও ছিল না। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই উপলব্ধি হয়েছে যে, ইলমে দীন শেখা এবং শেখানো নিঃসন্দেহে উত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হলো, ঐ আমলসমূহ দ্বারা কোনো অবস্থাতেই যেন কাফেরদের কোনো ধরনের সহায়তা না হয়। নতুবা আল্লাহ তায়ালা এই নেক আমলগুলোকেও অকার্যকর এবং অফলদায়ক করে দিবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ: কোনো ছুফী ব্যক্তি যদি নিজ মুরীদদেরকে শুধু “আল্লাহ্ আল্লাহ্” জিকিরের মধ্যে লাগিয়ে রাখে এবং কোরআনে কারীমের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত না করে থাকে, যার ফলে কফেরদের ফায়দা পৌঁছে, তাহলে ঐ নেক আমলগুলো ফলদায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে।

আহকামুল কোরআনে জিহাদ ও আমরে বিল-মা’রুফের মাসয়ালাগুলোকে বিস্তারিতভাবে সুস্পষ্ট করে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের জন্য এই আলোচনাগুলো যথেষ্ট উপকারী হবে। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী আন্দোলনের ধারা বজায় রেখেছেন। এই কিতাবটি প্রশিদ্ধতা লাভ করার পর আমাদের হানাফীদের জন্য কোরআনে কারীমের জিহাদী–আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৫০)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

صوفیاء کا فریضہ

ہم نے ہند کے مسلمانوں کیطرف سے پہلے عمومی جنگ ۱۹۱٤-۱۹۱۸ میں حصہ لے کر بعض باتیں اپنے تجربے سے دیکھیں جنکا ہمیں اپنے پڑھنے پڑھانے کے زندگی میں

کبھی گمان بھی نہ تھا، اس تجربے سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کیلئے دینی علوم اور ارشاد واحسان بہترین اعمال میں سے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اعمال سے کسی حالت یا کسی شکل میں کافروں کی مدد نہ ہوتی ہو، نہیں تو اللہ تعالی ان نیک اعمال کو بھی بیکار اور بے اثر کر دیتا ہے، مثلاً اگر کوئی صوفی اپنے مریدوں کو اللہ اللہ کرنے میں لگائے رکھتا ہے تو وہ انہیں قرآن حکیم کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کیلئے تیار نہیں کر سکتا اور اس طرح کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان نیک اعمال کے فائدہ مند ہونے میں شبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اور امر بالمعروف کے مسئلے میں فقیہ رازی نے 'احکام القرآن' میں نہایت اچھی طرح کھول کر بات کی ہے۔ ہمارے لئے وہ کافی اور شافی ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے طریق پر انقلابی روح قائم رکھی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ حنفیہ کے لئے قرآن حکیم کی انقلابی تحریک (جہاد) سے پیچھے رہنے کا کوئی عذر باقی رہ گیا ہے۔ (مجموعہ تفاسیر امام سندھی ص ١٥٠)

ইসলাম ও যুদ্ধ

ইসলামী ইতিহাসের কোনো কালেই যতদিন পর্যন্ত কোনো না কোনো রূপে ইসলামী হুকুমত বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞ কোনো ফকীহ কিংবা কোনো অভিজ্ঞ কোনো মুফাসসীর এই ধরনের কোনো ধারণা পোষণ করেনি যে, জিহাদ ও কিতাল ইসলামী শিক্ষার কোনো অংশ নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন থেকে মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর ইউরোপীয় শক্তি প্রভাব বিস্তার করল, তখন এই ধরনের নতুন কথা উদ্ভব হতে লাগল যে, ইসলামে কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো কিতাল নেই। আর জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লেখালেখি করা,বক্তৃতা দেওয়া এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করা। এছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৭)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

اسلام اور جنگ

تاریخ اسلام کے کسی بھی زمانے میں جب اسلامی حکومت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے، اسلامی قانون کے کسی ماہر یا قرآن حکیم کے کسی تفسیر کرنے والے نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا، کہ جہاد اور قتال اسلامی تعلیمات کا جز نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ جب سے مصر وغیرہ پر یورپی طاقت کا غلبہ ہوا یہ نیا فلسفہ گھڑ لیا گیا ہے، کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے قتال نہیں ہے۔ جہاد سے مراد قلمی اور زبانی تبلیغ ہی ہے اور بس۔ مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۱۱۷

জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার এক অপকৌশল ও প্রতারণা (আমীর ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়)

সম্প্রতি যে সমস্ত মুসলমান জিহাদ থেকে বিমুখ থাকাই পছন্দ করে, তারা যখন ইসলামী শরীয়ত থেকে জিহাদকে পৃথক করতে সক্ষম হয়নি। তখন তারা ইসলামী সংগ্রামের ধারাকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে নতুন এক অপকৌশলের আশ্রয় নিল। জোর গলায় তারা প্রচার করতে লাগল যে, আমীর ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। অথচ আমীর থাকার এই শর্ত বাস্তবায়নের কোনো চেষ্টাই তাদের নেই। তারা নিশ্চুপ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। আবার তারাই জোর গলায় প্রচার করে আমীর ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। হ্যাঁ, জিহাদ ও কিতালের জন্য তো এক ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে, যা দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে (লেখকের সময়ে) আমরা তৈরি করতে পারিনি। তাই বলে কি তারা এতটুকু চিন্তাও করবে না যে, যখন এমন অবস্থা বিদ্যমান থাকবে যে, জিহাদের এই সমস্ত শর্ত পূর্ণ হচ্ছে না, তখন তাদের করণীয় কী ? (তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি শর্তগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করবে ?)

তারা যদি শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কষ্টটুকু সহ্য করত, তাহলে একথা জানা হত যে, জিহাদ (সর্বদা) ফরজে কিফায়া। (যদি ফরজে আইন হওয়ার শর্ত না পাওয়া যায়) ফরজে কিফায়ার অর্থ

হলো, যদি জিহাদ করার জন্য অনেক লোক বিদ্যমান থাকে, তাহলে কিছু লোক যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ-যোগ্য হতে পারে। আর যদি কেউ এই জিহাদ না করে, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানই গুনাহগার হবে। তারা যদি এভাবে ভাবত তাহলে অবশ্যই তারা এমন চেষ্টা করত যে, যাতে জিহাদ করা সম্ভব হয়।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৮)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

رجعت پسندوں کا ایک فریب (قتال امیر کے بغیر ہو نہیں سکتا)

اس دور میں مسلمانوں میں جو رجعت پسند جنگ کو اسلام میں سے نکال نہ سکے، انہوں نے اسلام کی انقلابی روح کو فنا کرنے کے لئے ایک اور چال اختیار کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ قتال امیر کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور اس کی وہ شرطیں بیان کر کے خاموش ہو گئے، جن کے پورا ہوئے بغیر قتال نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ جہاد اور قتال کے لئے ایک نظام کی ضرورت ہے جو بدقسمتی سے ہم اس وقت قائم نہیں کر سکے تھے، لیکن انہوں نے اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ جب ایسی حالت پیدا ہو جائے، کہ قتال کی یہ شرطیں پوری نہ ہو سکیں تو کیا کیا جائے؟ اگر ان کی آرام طلبی اس سوال کا جواب ڈھونڈھنے کی تکلیف اٹھاتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس کا جہاں یہ مطلب ہے کہ بہت سے جہاد کرنے والے موجود ہوں تو بعض لوگ جو کسی وجہ سے اس میں حصہ نہ لے سکیں، انکا عذر مان لیا جا سکتا ہے وہاں اسکا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں حصہ نہ لے تو سب کے سب مسلمان مجرم ہیں، اگر وہ اس طرح سوچتے تو وہ ضرور اس بات کی کوشش کرتے کہ ایسا نظام پیدا کیا جائے جس میں جہاد ہو سکے۔ (مجموعہ تفاسیر امام سندھی ص ۱۱۸)

অপর একটি অপকৌশল ও প্রতারণা (জিহাদ ইমাম মাহদীর আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত)

অপর একটি দল জিহাদের দায়িত্ব থেকে বাঁচার জন্য জিহাদকে ইমাম মাহদীর আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার অপকৌশল ও প্রতারণায় লিপ্ত রয়েছে। অথচ হাদীসের যেই সমস্ত বর্ণনায় ইমাম মাহদীর আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোকে যদি সহীহ হিসেবেও ধরে নেওয়া হয়, তবুও তো একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোরআনে কারীমের পুরো শিক্ষায় জাতীর উত্থান কোনো মাহদী বা কোনো পয়গম্বরের আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং কোরআনে কারীমের শিক্ষা তো নিজেই দায়িত্বশীল নিজেকে বিজয়ী করার জন্য। (কোনো মাহদী বা পয়গম্বরের উপর এই দায়িত্ব ন্যাস্ত নয়।)

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৮)

অনুসরণীয় জামাত (মুজাহিদগণের জামাত)

বস্তুত মানবতার বৈপ্লবিক জামাত যখন মানব রচিত বিধিবিধানকে মূলোৎ-পাটন করে সঠিক ও প্রকৃত আদর্শ কায়েম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন এই জামাতটিই সমস্ত সক্রিয় জামাতের জন্য অনুসরণীয় হয়ে যায়।

যখন এই জামাতটি জিহাদের আদেশ করে থাকে এবং এর মাধ্যমেই বিজয় অর্জন করে থাকে। তখন তো সঠিক পথ এটাই থাকে যে, জিহাদকেই অবলম্বন করা হবে। তার মানে হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করবে কিংবা এমন কোনো কাজ করবে যা জিহাদে অংশগ্রহণ সাব্যস্ত হয়, জিহাদের মুয়াফেক হয় এবং কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর সহায়ক হয়, তাহলে ফেরেস্তাদের দোয়া এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত তার উপর বর্ষিত হয়। আর যে ব্যক্তি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিরোধিতা করে কিংবা বিভিন্ন অজুহাত পেশ করে জিহাদ থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে, তাহলে তার উপর ফেরেস্তাদের অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয় এবং মুনাফিক হিসেবে সে গণ্য হয়।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৯)

মুনাফিকদের ভুল চিন্তা-চেতনা

মুসলমানদের যেই কাফেলাটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের দিকে আহ্বান করে থাকে। তাদের কাফেলায় অংশ-গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার দুর্বল ও নির্যাতিত বান্দাদের সেবা করার মাধ্যমে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ অর্জন করা, অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং যেসমস্ত মুনাফিক এই জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা এই সৌভাগ্য অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। তারা যখন দেখে যে, জিহাদ তাদের মাথার উপর এসে গেছে, তখন তারা এই কাফেলা থেকে কেটে পড়ে। এই অজ্ঞরা এতটুকু কথা বুঝে না যে, মানব জীবনকে উন্নয়ন ও সফল করার লক্ষ্যে এই জিহাদী আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। এর মাধ্যমেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসবে, এটিই কোরআনের হেকমত। অথচ এই অজ্ঞরা এই সাধারণ কথাগুলোও বুঝার চেষ্টা করে না। ওদেরকে অন্য কেউ বুঝালেও ওরা বুঝার চেষ্টা করে না। নিজেরা বিশ্ব-পরিস্থিতি লক্ষ করে বুঝবে তো দূরের কথা।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসিরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৪৬)

অনেক ওলামায়ে কেরামের ভুল চিন্তা চেতনা

বর্তমানে অনেক ওলামায়ে কেরামই এই ভুল-চিন্তা চেতনা লালন করে যে, আমাদের কাজ শুধু ফতোয়া দেওয়া এবং হুকুম আহকাম বর্ণনা করা। জিহাদী কাফেলায় শরীক হবে তো অন্য লোকেরা। নিঃসন্দেহে এটি একটি নফসের ধোঁকা বৈ আর কিছুই নয়।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. -এর যুগে এক ব্যক্তি কোরআনে কারীমের অনেক বড় হাফেজ ছিলেন। যখন তিনি জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল-আপনি জিহাদের ময়দানে না গিয়ে বরং এখানে কোরআনে কারীমের শিক্ষা দিতে থাকুন। তিনি উত্তরে বললেন, জিহাদে অংশগ্রহণ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, যারা কোরআনে কারীম বুঝে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অনুপযুক্ত ব্যক্তি আমিই। কেননা, এমন সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার অভিপ্রায় শুধুমাত্র কাপুরুষরাই করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, একজন সত্যিকারের আলেম এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে না যে, জিহাদ ফরজ জানা সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না, কিংবা জিহাদের জন্য পস্তুতি গ্রহণ করবে না বরং শুধু ওয়াজ করেই বেড়াবে।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ১৪৬)

বিপ্লব ও জিহাদ (এই ফরজ দায়িত্ব থেকে আলেম ও গায়রে আলেম কেউ যিম্মামুক্ত নয়)

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰي قُلُوْبٍ أَقْفَا لُهَا

(তারা কি চিন্তা-ফিকির করে না কোরআনে,নাকি তাদের অন্তর-সমূহে তালা লেগে রয়েছে?)

কোরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি জিহাদ কিংবা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিমুখ থাকার চেষ্টা করে। তার অন্তর থেকে ধীরে ধীরে কোআনে কারীমের সঠিক বুঝ বিলুপ্ত হতে থাকে। (আল্লাহ তায়ালা তা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন) এই আলেমগণ কি জানে না, হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে কারীমের সব চেয়ে বড় আলেম ছিলেন? যদি তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যেতেন, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের কত মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধিত হত? তবুও তিনি সদাসর্বদা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন। কখনো তা থেকে পিছিয়ে থাকতেন না। শুধু এতটুকুই নয় বরং সূরায়ে তাওবায় বলা হয়েছে- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ.

(যদি তারা জিহাদ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি একাই জিহাদে অংশগ্রহণ করো এবং জিহাদ করতে থাক। আর আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করো,তিনিই যথেষ্ট)

কী হলো আমাদের কোরআনের আলেমগণের! তাঁরা কি এগুলো বুঝেন না? তারা কেন জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার টাল-বাহানা খুঁজে বেড়াচ্ছেন? এর দ্বারা বুঝা যায়, যারা এগুলো জানা সত্ত্বেও তার উপর আমল করে না, তাদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার "গজব" পতিত হবে। যেই

ফরজ আদায় করা থেকে স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব মুক্ত নন, সেই ফরজ থেকে আর কে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে?

আলেম, গায়রে আলেম,নির্বিশেষে সকলের উপর ফরজ-দায়িত্ব হলো, কোরআন-সুন্নাহকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, সর্ব প্রকার ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে বিপ্লব অর্জন করার পরিপূর্ণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। এতে যদি নিজের জীবন ও সম্পদ বিসর্জন দেওয়ার কষ্ট সহ্য করতে হয়,তাহলে তাও করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ان الذين ار تدوا علي ادبارهم من بعدما تبين لهم الهدي الشيطان سوّل لهم واملي لهم.

অর্থ : প্রকৃত পক্ষে যারা পেছন ফিরিয়ে চলে যায়, তাদের সামনে হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও। শয়তান তাদেরকে ফুসলানি দিয়েছে এবং তাদেরকে অসম্ভব আশা দিয়েছে।

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

انقلاب اور جہاد (اس فرض سے کوئی شخص بری نہیں، نہ عالم نہ عامی)

افلایتدبرون القرآن ام علی قلوب أقفالها (کیا یہ قرآن میں دھیان نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟) جو لوگ قرآن حکیم کے صریح احکام کے باوجود جنگ یا اس کی تیاری سے پیچھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں سے رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی سمجھ نکل جاتی ہے (خدا اس سے بچائے!) ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے تو تحریک اسلام کو کتنا خطرناک نقصان پہنچتا؟ پھر بھی آپ ہمیشہ جنگ میں شرکت فرماتے اور کبھی اس سے جی نہ چرایا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کے الفاظ میں آپ نے یہ بھی فرمادیا کہ فإن تولوا فقل حسبي الله (اگر یہ جنگ میں نہ جائیں تو اکیلے جنگ پر جاؤ اور لڑو۔

خدا تعالی پر بھروسہ کرو۔ وہ کافی ہے) تو کیا ہماری عالمان قرآن اسے نہیں سمجھتے ؟ یہ کیوں اس سے جی چراتے ہیں ؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے ، ان پر خدا تعالی کا غضب ہے۔ جس فرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری نہیں ہیں اس سے اور کون بری ہو سکتا ہے ؟ پس ہر ایک عالم و عامی کا فرض ہے کہ وہ قرآن حکیم کو غالب کرنے کے لئے لادینیت کی ہر شکل کے خلاف انقلاب لانے کی پوری پوری کوشش کرے۔ اور اگر اس میں اسے مال و جان کا نقصان برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرے ۔ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِيَ لَهُمْ (جو لوگ سیدھی راہ دیکھ لینے کے بعد پیٹھ دکھا گئے ان کے دلوں میں شیطان نے کوئی بات بنائی ہے اور ان سے دیر کے وعدے کئے ہیں۔) (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۱۴۷)

নামাজ রোজা এবং জিহাদ

জিহাদের মাসআলা-মাসায়েল সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও যারাই অপব্যাখ্যা করে বেড়ায় এবং এই ফরজ দায়িত্ব থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের টাল-বাহানা অনুসন্ধান করতে থাকে। তাদেরকে মূলত শয়তানই ধোঁকার মধ্যে ফেলে রাখে। যার ফলে তাদের মুখ থেকে এই ধরনের কথা বের হয়ে আসে, আমাদের সাধ্য নেই যে, আমরা বর্তমানে জিহাদ করবো। কিংবা বলে বেড়ায়, আমাদের তো কোনো আমীর নেই, (কার ডাকে আমরা জিহাদ করবো?) মুসলমানরা তো বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় আছে, তারা দৈন্যতায় ভুগছে ইত্যাদি ইত্যাদি। (মূলত শয়তান তাদেরকে ভাল করেই পেয়ে বসেছে)

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৪৮)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

نماز، روزہ اور قتال

جو لوگ مسئلہ قتال (جنگ) کی تشریح ہو جانے کے بعد تاویلیں کرتے پھریں اور اس فرض سے بچنے کے لئے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈیں مثلا کہیں کہ ہماری سرحد پر جنگ نہیں ہے یا ملک میں مسلمانوں کا کوئی رہبر نہیں ہے، مسلمان بے حد کمزور ہیں اور پراگندہ ہیں وغیرہ۔ انہیں حقیقت میں شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۱۴۸)

যদি কেউ জিহাদ না করে কিংবা অন্ততপক্ষে তার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ না করে,তাহলে ......

ইসলামী শরীয়তে এক ধরনের আমল করল, অন্য আমল ছেড়ে দিলো, তাহলে পূর্বের সব আমলই মূল্যহীন হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ: নামাজ আদায় করে কিন্তু জিহাদ ছেড়ে দেয় কিংবা অন্তত পক্ষে তার জন্য প্রস্তুতিও নেয় না কিংবা মজলুম ব্যক্তিদের সঙ্গে ইনসাফ করে না, কিংবা ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য চেষ্টাও করে না। তাহলে সব আমল মূল্যহীন হয়ে পড়বে। পৃথিবীর নিয়মও এটি যে, যদি এক কাজ করার পর অন্য আরো শক্তিশালী কাজ না করা হয়, তাহলে প্রথম কাজের ফলাফলও মূল্যহীন হয়ে যায়। সুতরাং যেখানেই মানুষ থেমে যায় সেখানেই সব কাজ বরবাদ হয়ে যায়। কেননা, জীবন তো হলো (বহমান নদীর মত) অগ্রসর হওয়ার নাম। থেমে যাওয়ার নাম জীবন নয় বরং মৃত্যু।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৪৮)

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের অর্থ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولاتبطلوا اعمالكم.

অর্থ: "হে ঐ সকল লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো। হুকুম পালন করো আল্লাহর এবং অনুসরণ করো রাসূলের। আর (হ্যাঁ,)বরবাদ করে দিওনা তোমাদের আমলসমূহ।"

মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো, কোরআনে কারীমের অনুসরণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়া। (সুতরাং হে মুসলমান!) এই কোরআনে কারীমের বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য যেমনিভাবে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করেছেন, এমনিভাবে তোমরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো। আর যারা সামনে অগ্রসর না হয়ে জিহাদ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছে, তাদের অনুসরণ করে তোমরা নিজেদের আমলসমূহ বরবাদ করে দিওনা।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ১৫২)

পবিত্র কোরআন সামগ্রিক জিহাদের প্রবক্তা

সূরায়ে ফাতাহ অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতাও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র কোরআন শুধু জিহাদের প্রবক্তা নয় বরং সামগ্রিক জিহাদের প্রবক্তা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদে পূর্ণ অংশীদার হবে। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তি, খোঁড়া ব্যক্তি, লেংড়া ব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত নিজ নিজ সাধ্যের ভিতরে থেকে অংশ নিতে বাধ্য।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ১৫২)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

قرآن اجماعی جنگ کا قائل ہے

اس سورۃ (سورۃ الفتح) کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم نہ صرف جنگ کا قائل ہے بلکہ جنگ اجماعی کا قائل ہے، یعنی اس کے نزدیک ہر شخص جان و مال سے اس میں پورا حصہ لے گا، یہاں تک کہ بیمار والو نے، لنگڑے اور اندھے بھی اپنا اپنا حصہ ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۱۶۳)

তুমি একাই জিহাদ করতে পারো

সে কেমন মুসলমান! যে ওযর আপত্তির বাহানায় নিজেকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে চায়? আমার উস্তাজে মুহতারাম শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. বলেন, তুমি একাই জিহাদ করতে পারো এবং পৃথিবী ব্যাপী বিজয় অর্জন করতে পারো। আফসোস! আমার উস্তাজে মুহতারামের এই কথাটি সাব্যস্ত করার জন্য যেই প্রমাণ-পত্রের প্রয়োজন, তা আমার সংরক্ষণে নেই। তা না হলে আমাদের দেওবন্দী জামাতের কেউ এই জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকতে পারতো না। হ্যাঁ, যারা বাস্তবেই মুনাফিক, তাদের ব্যাপার তো ভিন্ন কথা। সুতরাং এখন প্রয়োজন হলো এই জামাত থেকে নেফাককে দূর করে দেওয়া। যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য প্রস্তুত নয়, সে কেন আমার উস্তাজে মুহতারামের স্থানে বসে আছে? তাকে এই স্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ২০১)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

تم اکیلے جہاد کر سکتے ہو

وہ کیسے مسلمان ہیں جو عذروں کی بناء پر جہاد سے الگ رہنا چاہتے ہیں؟ میرے استاد (شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی) فرما چکے ہیں کہ تم اکیلے جہاد کر سکتے ہو اور دنیا پر فتح پا سکتے ہو۔ افسوس ہے کہ ہمارے استاد کے ارشاد کے لئے جس سند کی ضرورت تھی وہ وقت پر ہاتھ نہ آسکی۔ ورنہ ہماری دیوبندی جماعت میں سے سوائے اس شخص کے جو سچ مچ منافق ہوتا کوئی پیچھے نہ رہتا۔ اب ضرورت ہے کہ اس جماعت میں سے نفاق کو دور کیا جائے۔ جو جہاد کے لئے تیار نہیں ہے وہ کیوں میرے استاد کی جگہ پر بیٹھتا ہے؟ اسے اس جگہ سے ہٹادیا جائے۔ (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۲۰۱)

আমাদের আলিমদের পদস্খলন

জিহাদী-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে, আমাদের ওলামায়ে কেরামের চিন্তা-চেতনা বিগড়ে গেছে। (তবে এর ব্যতিক্রমও কিছু রয়েছেন।) যার ফলে তারা জিহাদের আয়াতগুলোর মর্ম বুঝা থেকে অনেক দূরেই রয়ে যায়। তাই তারা কোরআনে কারীমের আয়াতের শাব্দিক অনুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করেই স্বস্তির ঢেকুর তোলে। একথা একটুও চিন্তা করে না যে, আমি কি জিহাদের এই দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, যেই দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে কোরআনে কারীমের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য? এ ব্যাপারে তারা কোন ধরনের চিন্তাই করে না। যতদিন পর্যন্ত তারা এভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে না ততদিন পর্যন্ত তাদের কিছুই বুঝে আসবে না। তাদের এই অবচেতনার কারণে মুসলিম জাতির চিন্তা-চেতনাও আজ মুর্দা হয়ে যাচ্ছে। যেন অন্য কোনো জাতি এসে তাদেরকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাবে। কোরআনে কারীম পড়ুয়াদের জন্য এই ধরনের চিন্তা-চেতনা লালন করা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ২৯৭)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

ہمارے علماء کی غلطی

۔۔۔فوجی زندگی کا عملی تجربہ نہ ہونے کے باعث ہمارے علماء کے دماغ خراب ہو چکے ہیں۔ (الا ماشاء اللہ) اس لئے وہ ان آیات کا مطلب سمجھنے میں بہت دور ہیں۔ وہ قرآن حکیم کی آیتوں کے لفظی ترجمے ہی میں اٹکے رہتے ہیں اور قصے بیان کر کے ہی گھر پورا کر دینا چاہتے ہیں، مگر اپنے نفس پر یہ فرض کر کے کہ کیا میں اس ڈیوٹی کے ادا کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہوں جو قرآن حکیم کی حکومت پیدا کرنے کے سلسلے میں مجھ پر عائد ہوتی ہے؟ غور ہی نہیں کرتے۔ جب تک وہ اس طرح غور نہیں کریں گے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ انہوں نے اس بے فکری سے قوم کی ذہنیت مردہ بنادی ہے! جیسے کوئی

دوسری قوم آکران کو سلطنت بنا کر دے دے گی۔ قرآن حکیم پڑھنے والے آدمی کے اس قسم کا خیال ڈوب مرنے کے قابل ہے! (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص۲۹۷)

মহিলাগণ এবং জিহাদী খেদমত

আমাদের সুযোগ্য ছাত্রগণ এই জন্যই তাদেরকে জবাব দিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা মহিলাদের গোলামী করা থেকে বের হতে পারছে না। সে জন্য এ ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা যদি মহিলাদেরকে ময়দানে অংশগ্রহণের সুযোগ না দেই, তাহলে এসমস্ত "ঈমানহীন" দুর্বল ব্যক্তিরা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। এদিকে লক্ষ করেই জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করার জন্য মহিলা–পুরুষের কোনো শর্ত আমরা আরোপ করিনি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক মহিলা ও কন্যা-সন্তান জিহাদের ময়দানে অংশ নিবে। কেউ যদি এর বিরোধিতা করে, তাহলে আমরা তাকে বন্দুকের গুলি দিয়ে উড়িয়ে দিবো। যেদিন এর উপর ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকবে।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ২৯৯)

"মুখজ্জিল" এবং "মুরজিফদেরকে" পৃথক করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের একশত পঁচাত্তুর পৃষ্ঠায় আছে–"মুখজ্জিল (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে উল্টো–সিধে বুঝিয়ে জিহাদ থেকে বিরত রাখে।) এবং "মুরজিফ" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের শক্তি সামর্থ বর্ণনা করে লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে।)-দেরকে মুজাহিদদের কাফেলা থেকে বের করে দেওয়া হবে।" সুতরাং এই সমস্ত লোকদেরকে আমরা মুজাহিদদের কাফেলা থেকে বের করে দিবো। বরং তাদেরকে নিজস্ব কওম ও মিল্লাত থেকেই বের করে দেবো। তারা আমাদের মসজিদ ও মিম্বর দখল করে আছে। বরং মাদ্রাসাগুলোতেও তাদের একক কর্তৃত্ব চলছে। আমাদের মুখ থেকে যত "গালি-গালাজ" বের হয়, তারাই সর্ব প্রথম এর নিচে পতিত হয়। অথচ তারাই নাকি আমাদের কাফেলার আলেম-ওলামা! হায় আফসোস!

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা -৩০০)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

مخذلین اور مرجفین کے استیصال کی ضرورت

حجۃ اللہ البالغہ جلد دوم ص ۱۷۵ میں ہے " مخذل (یعنی جو لوگوں کو جنگ سے باز رکھے) اور مرجف (یعنی وہ جو دشمن کے لشکر کی قوت اور طاقت بیان کر کے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے ص ۲۰۱) کو مجاہدین کی صف سے نکال دیا جائے۔" پس ہم ان کو ختم کر دیں گے بلکہ ان کو قوم ہی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے ہماری مسجدیں، منبر سنبھالی ہوئی ہیں اور مدارس پر بھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ ہماری زبان سے جتنا سب و شتم نکلتا ہے اس میں ہدف یہی لوگ ہیں اور وہ بھی ہماری جماعت کے علماء!! فیاحسرتا! (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۳۰۰)

মুসলমানদের জন্য সতর্কবাণী

ইহুদী জাতির আলোচনা পেশ করে, কোরআনে কারীম মুসলমানদেরকে এই সতর্কবাণী শুনাচ্ছে যে, মুসলমানগণ জিহাদ বিষয়ে অগ্রসর হয়ে, পেছনে সরে পড়ার কল্পনাও যেন না করে। নতুবা কোরআনে কারীম বুঝা থেকে তারাও অক্ষম হয়ে পড়বে।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ৩০১)

এই ধরনের আলেম মুনাফিক

একজন ব্যক্তি কোরআনে কারীম তো মানে কিন্তু কোরআনের হুকুম বাস্তবায়ন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আগ্রহী হয় না। তাহলে এমন ব্যক্তির সংস্রবে যে সমাজ তৈরি হবে। তা মুনাফিকদের সমাজ বলেই বিবেচিত হতে পারে। কোনো আলেম যদি এই ধরনের আন্দোলন করে যে, এর দ্বারা মানুষের একটি বিশেষ অংশ মুনাফিকে পরিণত হয়। তাহলে তাদের সকলের খারাবি এই একজনের ঘাড়েই পতিত হবে। এই ধরনের

আলেম মুনাফিক। চাই সে তাওরাতের আলেম হোক কিংবা কোরআনের আলেম হোক। একজন নম্রভদ্র অজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের আলেমের চেয়ে শতগুনে উত্তম। কারণ, সে মূর্খ হতে পারে কিন্তু মুনাফিক হতে পারে না।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা -৩৪৫)

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-

اس قسم کے عالم منافق ہے

ایک آدمی کتاب الہی کو تو مانتا ہے مگر اس کے حکم سے جان دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، ایسے شخص کی صحبت سے جو سوسائٹی پیدا ہوگی وہ منافقوں کی سوسائٹی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک عالم اس قسم کی تحریک جاری کرے جس سے بنی آدم کا ایک اچھا خاصہ حصہ منافق بن جائے، تو ان سب کا وبال اس ایک کی گردن پر ہوگا۔ اس قسم کے عالم بالتورات یا عالم بالقرآن منافق ہے، اس سے ایک سلیم الطبع ان پڑھ آدمی بدرجہا بہتر ہے، وہ جاہل تو ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں بن سکتا۔ (مجموعۂ تفاسیر امام سندھی ص ۳۴۵)

অন্তরে মহর এটে দেওয়ার মর্ম

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَطُبِعَ عَلي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَيَفْقَهُوْنَ

অর্থ: সুতরাং মহর এটে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তর-সমূহে, তাই তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

আসলে এখনও পর্যন্ত তাদের অন্তরে আমল করার আগ্রহ জাগ্রত হয়নি। অন্তরে মহর এটে দেওয়ার মর্ম এটিই।

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা -৩৪৮)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর বক্তব্য সংকলন

ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম কাফের

কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার তৃতীয় একটি কারণ হল; কোন মুসলমান কাফেরদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য, তাদের পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিংবা লড়াইয়ে কাফেরদেরকে সাহায্য করে। যখন মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ বাধে, তখন কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করে। এটি কুফর ও শত্রুতার সর্বনিকৃষ্ট স্তর। যার ফলে ঈমানের উপর মৃত্যু লাভ করা এবং ইসলামের পথে চলা অসম্ভব হয়ে যাওয়ার এমন ভয়াবহ অবস্থা যে, যারপরে কুফরের আর কোন স্তর কল্পনা করাও দুষ্কর। দুনিয়ার সর্ব প্রকার গোনাহ, সব ধরনের নাফরমানি,সব রকমের নাপাকি ও যত রকমের মন্দ কাজ একজন মুসলমান করতে পারে কিংবা চিন্তা করতে পারে, এই সবগুলোর চেয়ে কাফেরের পক্ষ অবলম্বন করা নিকৃষ্টতর।

যে মুসলমান কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, সে সুনিশ্চিতভাবে কাফের। বরং সর্ব নিকৃষ্টতম কাফের। সে শুধু মুসলিম হত্যাতেই শরীক নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের অনুসরণ ও সাহায্যকারী। আর এটি সকলের ঐক্যমতে সুস্পষ্ট কুফর। এমন অবস্থায় যখন শরীয়ত কোনো বিধর্মীদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখার বৈধতা দেননি। তাহলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সাহায্য করার পরেও কীভাবে তার ঈমান ও ইসলাম বাকী থাকতে পারে!

(মায়ারিফে মাদানী, ইফাদাতে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ, অধ্যায়-কতলে মুসলিম। সংকলন ও বিন্যস্ত করণ- মুফতী আব্দুশ শাকুর তিরমিজী)

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত

লড়াই করা নবীওয়ালা কাজ

.... জিহাদের বিধান সদা-সর্বদা চলমান। তার মধ্যে অনেক বড় দয়া ও করুণা রয়েছে। অথচ মূর্খরা বলে যে, লড়াই করা নবীওয়ালা কাজ নয়।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা বাকারা, আয়াত- ২৫১)

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়-

لڑائی نبیوں کا کام ہے

---حکم جہاد ہمیشہ سے چلا آرہا ہے اور اس میں بڑی رحمت اور احسان ہے، نادان کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں۔ تفسیر عثمانی تحت قولہ: "وقتل داود جالوت" (البقرة: ٢٥١)

জিহাদের প্রতি ভীত হওয়া মূর্খতা বৈ কিছুই নয়

যে কোনো ধরনের শক্তিশালী, সংরক্ষিত এবং নিরাপদ স্থানেই থাকুন .... মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই। সুতরাং জিহাদে না গিয়েও মৃত্যু থেকে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। তাই জিহাদের প্রতি ভীত হওয়া,মৃত্যুকে ভয় করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা থেকে গা বাঁচিয়ে থাকা, মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। এটি ইসলাম সম্পর্কে তার দুর্বলতারই প্রমাণ বহন করে।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা নিসা, আয়াত- ৮৪)

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد سے گھبرانا بالکل نادانی ہے

کیسے ہی مضبوط اور محفوظ اور مامون مکان میں رہو۔۔۔ موت اپنے وقت پر ضرور آئیگی، سو اگر جہاد میں نہ جاؤ گے تو بھی موت سے ہر گز نہیں بچ سکتے تو اب جہاد سے گھبرانا اور موت سے ڈرنا اور کافروں کے مقاتلہ سے خوف کرنا بالکل نادانی اور اسلام میں کچے ہونے کی بات ہے۔ تفسیر عثمانی تحت قولہ: "این ما تکونوا یدرککم الموت... مشیدۃ" (النساء:۷۸)

আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তি জিহাদের কষ্ট থেকেও কঠিনতর

আল্লাহ্ তায়ালার পাকড়াও এবং তাঁর শাস্তি কাফেরদের সাথে লড়াই করার চেয়েও বেশি কঠিন। সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তিরা কাফেরদের সাথে লড়াই করা, তাদেরকে হত্যা করা, তাদের হাতে শহীদ হওয়াকে ভয় করে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার রাগ ও শাস্তিকে কীভাবে সহ্য করবে!

(তাফসীরে উসমানী, সূরা নিসা, আয়াত- ৮৪)

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়-

اللہ کا عذاب جہاد کی مشقت سے بہت سخت ہے

اللہ تعالی کی لڑائی اور اس کا عذاب کافروں کیساتھ لڑنے سے بہت سخت ہے سو جو لوگ کافر ن کیساتھ لڑنے اور انکو مارنے اور ان کے ہاتھ سے مارے جانے سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے غصہ اور اسکے عذاب کا کیونکر تحمل کر سکتے ہیں۔ تفسیر عثمانی تحت قولہ:

"فقاتل في سبيل الله... والله أشد بأسا و اشد تنكيلا" (النساء:۸۴)

দিফায়ী জিহাদ সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরজ হয়ে যায়

যেই ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেররা আক্রমণ করবে, সেখানকার মুসলমানদের উপর কাফেরদেরকে প্রতিহত করা ফরজ হয়ে যাবে। তারা যদি প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় কিংবা তারা যদি অলসতা করে প্রতিহত না করে, তাহলে তাদের সাথে লাগোয়া অধিবাসীদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। তারাও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে যারা তাদের সাথে লাগোয়া অবস্থান করছে, তাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। এমনিভাবে প্রয়োজন অনুপাতে স্তরে স্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা তাওবা, আয়াত- ১২৩)

কোরআন বুঝার তৌফীক মুনাফিকদের হয় না

হায়! মুনাফিকদের যদি কোরআন বুঝার তৌফীক হতো, তাহলে তারা সহজেই বুঝে নিত যে, জিহাদের মধ্যে কী পরিমাণ দুনিয়াবী ও উখরবী উপকারিতা রয়েছে।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ২৪)

জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য

জিহাদ ইত্যাদির বিধিবিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কোন্ বান্দাগণ লড়াই করতে থাকে এবং এই কঠিনতর পরীক্ষার মধ্যে কোন্ বান্দাগণ সুদৃঢ় থাকে। আর কোন্ বান্দাগণ এমন নয়। তা যাচাই হয়ে যাবে। প্রত্যেকের ঈমান, আমল ও আনুগত্যের স্তর অনুপাতে। যার ফলে প্রত্যেকের ভেতরগত অবস্থা কার্যত প্রকাশ হয়ে যাবে।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩১)

মুসলমান বন্ধুগণ! অবহেলা করো না, সাহস হারাইও না

মুসলমানদের উচিত কাফেরদের মোকাবেলায় অলসতা না করা এবং সাহস না হারানো। তারা যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা অবলোকন করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির দিকে না দৌড়ায়। তা না হয় শত্রুরা বাঘ হয়ে থাবা মারা

শুরু করবে। যার ফলে ইসলামী কাফেলা পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে পড়বে।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা-মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩৫)

কাফেরদের আধিক্যতা ও অস্ত্র-সস্ত্রের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত না হওয়া

মুসলমানদের জন্য উচিত হলো, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ও সহায়তার উপর ভরসা করে জিহাদ করা। কাফেরদের আধিক্যতা ও অস্ত্র-সস্ত্রের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত না হওয়া। বদর যুদ্ধের প্রতি লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা মুসলিম-বাহিনীকে কীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা আনফাল, আয়াত- ৪০)

জিহাদ হলো ঈমান যাচাই করার কষ্টিপাথর

জিহাদ বৈধ বলে সাব্যস্ত করার এটিও একটি হেকমত যে, মুখে ঈমান ও ইবাদতের দাবী করার মত ব্যক্তি তো অনেক রয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তা যাচাই-বাছাই করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল-মন্দ প্রকাশ পাবে না। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য হলো, কোন্ কোন্ বান্দাগণ তাঁর পথে জান-মাল কোরবান করতে প্রস্তুত, তা অবলোকন করা ......। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হবে, শুধুমাত্র মুখে আয়-ব্যয়ের হিসাব করার দ্বারা সফলতা অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা তো সমস্ত কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সুতরাং যদি জিহাদের ক্ষেত্রে কূটচাল ও ফন্দিবাজি করা হয় কিংবা অলসতা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে সে অনুযায়ীই প্রতিদান দেওয়া হবে।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা আনফাল, আয়াত- ১৬)

হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদসমূহ নির্মাণ করার চেয়ে জিহাদ করা হলো উত্তম আমল

ঈমান তো সব ধরনের সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম, তা বলার তো অপেক্ষাই রাখে না। আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ও হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করার চেয়ে উত্তম।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা তাওবা, আয়াত- ১৯)

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد سقایۃ الحجاج اور عمارۃ المساجد سے افضل ہے

ایمان تو تمام اعمال سے افضل ہے ہی، جہاد فی سبیل اللہ بھی حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بال اور تولیت سے افضل ہے۔ تفسیر عثمانی تحت قولہ: "أجعلتم سقاية الحاج... الظالمين." (التوبہ:١٩)

জিহাদের সর্বশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

জিহাদের সর্বশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, কুফরের কোনো ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার বিধানই সচল থাকবে। সব ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলাম ধর্ম বিজয়ী হয়ে যাবে। ....

যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কিতালের ফরজিয়তের বৈধতা বাকী থাকবে। চাই তা ইকদামী জিহাদ হোক বা দিফায়ী জিহাদ হোক। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো এই আয়াতটি।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা আনফল, আয়াত- ৩৯)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ.-এর রচনা থেকে সংকলিত

জিহাদ শব্দের অর্থ

.... সমাজে প্রচলিত অর্থে সাধারণ পরিভাষায় "জিহাদ" শব্দটি যখন বলা হয়, তখন তা সাধারণত ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সসস্ত্র যুদ্ধ করাই বুঝায়। যার প্রতিশব্দ কোরআনুল কারীমে "কিতাল" বা "মুকাতালাহ" ব্যবহার করা হয়েছে।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ২৩)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. -এর ভাষায়-

لفظ جہاد کا معنی:

---عرف عام میں جب لفظ "جہاد" بولا جاتا ہے تو عموماً اس کے معنی دشمنان دین کے مقابلہ میں جنگ ہی سمجھے جاتے ہیں، جس کیلئے قرآن کریم نے لفظ قتال یا مقاتلہ استعمال فرمایا ہے۔(جواہر الفقہ ص ۲۳ ج ۲)

ইসলামী শরীয়তে জিহাদের অবস্থান

.... সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া। তার মানে হল, যদি মুসলমানদের কোনো এক জামাত এই ফরজ দায়িত্ব আদায় করেন, তাহলে অন্যান্য মুসলমানগণ এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। আর যদি কোনো কালে কিংবা কোনো দেশে কোনো জামাতই জিহাদের এই ফরজ দায়িত্ব আদায় না করে থাকে, তাহলে সকল মুসলমানই জিহাদ তরক করার গুনায় গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।

.... আল্লাহ্ না করুন যদি কোনো সময় কাফেররা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে মুসলিম প্রতিহতকারী দল যদি কাফেরদেরকে প্রতিহত করতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম ও যথেষ্ট না হোন, তাহলে তৎক্ষণাত এই ফরজ দায়িত্ব তাদের পার্শবর্তী সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। তারাও যদি কাফেরদেরকে প্রতিহত করতে

অক্ষম হয়ে পড়ে। তাহলে তাদের পার্শবর্তী সকল মুসলমান, এমনকি পুরো বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর তৎক্ষণাত জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় .....।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৮৯)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کی شرعی حیثیت:

---(عام حالت میں جہاد) فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے، ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضۂ جہاد ادا کرنے والے نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہ گار ہو جائیں گے۔

اسی طرح خدانخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والے جماعت انکی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے---(جواہر الفقہ ص۸۹ ج۶ از معارف القرآن ص۵۱۸ ج۴)

ইসলামের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্

পাঁচ ধরনের ইবাদত হলো আরকানে ইসলাম তথা ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। সেগুলো হলো, নামাজ রোজা, যাকাত, হজ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্।

(মায়ারেফুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ৩৫)

ফরজে কেফায়া কখনো কখনো ফরজে আইন হয়ে যায়

ফরজে কেফায়া সামষ্টিকভাবে সবার উপর ফরজ। যদি তা আদায় করার মত কোনো জামাত না থাকে। কিংবা অলসতাবশত তা আদায় না করে। অথবা তাদের সংখ্যা ও উপকরণের স্বল্পতার কারণে তা আদায় করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হয়। তাহলে তাদের নিকটবর্তী মুসলমানের উপর তা ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং সেই ফরজ আদায় করা সকলের উপর আবশ্যক। যদি এক্ষেত্রে জান-মালের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা পূর্ণ করা সকলের দায়িত্ব। নিকটবর্তী মুসলমানগণও যদি অলসতা করে কিংবা তারাও যদি তা পালন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হয়। তাহলে তাদের নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর এই ফরজ আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং তা আদায় করার ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ জান-মালের প্রয়োজন হবে, তা তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। এভাবে প্রতিটি মুসলমানের উপরই এই দায়িত্ব পালন করা ফরজে আইন হয়ে যায়। শুধুমাত্র শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, নিঃস্ব ও বিকলাঙ্গ এই ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, , খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৩৯, রিসালায়ে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ৮৩)

জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়ে যায়

কাফেররা যখন মুসলমানদের কোনো শহরে আক্রমণ করে বসে। তা প্রতিরোধের জন্য মুসলিম বিচারক বা আমীর যখন সাধারণ আদেশ জারী করে যে, জিহাদ করতে সক্ষম এমন সকলেই জিহাদে শরীক হতে হবে। তখন জিহাদে বের হয়ে যাওয়া সকলের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। তাদের প্রতিরোধের জন্য মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে এই ধরনের আদেশ জারী করেছিলেন। সেজন্যেই যেসমস্ত ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধে শরীক হননি, তাদের উপর শাস্তি আরোপ করা হয়েছিলো।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৪০)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کب فرض عین ہو جاتا ہے:

جب کفار مسلمانوں کے کسی شہر پر حملہ کردیں اور اسکی مدافعت کیلئے ملک کا مسلمان حاکم اور امیر حکم عام جاری کرے کہ سب مسلمان جو قابل جہاد ہیں شریک ہوں تو سب پر جہاد کیلئے نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے، مدافعت کی ضرورت میں عورتوں پر بھی مقدور بھر مدافعت فرض ہو جاتی ہے۔ غزوۂ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی حکم جاری فرمایا تھا۔ اسی لئے جو لوگ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے ان پر سزائیں جاری کی گئیں۔ (جواہر الفقہ ص ۴۰ ج ۶)

প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব

..... প্রতিটি মুসলমানই জিহাদের ক্ষেত্রে যত বেশি অংশগ্রহণ করতে পারে কিংবা যত বেশি সম্পদ দিয়ে সহায়তা করতে পারে, তার থেকে পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৯১)

জিহাদ তখন সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম হয়ে যায়

ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। তখন নিশ্চিতভাবে জিহাদ সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম হয়ে যায়। তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি থেকে।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, মায়ারেফুল কোরআন থেকে সংকলিত, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ৩৩৫)

জিহাদে অংশগ্রহণ করা শতগুণে উত্তম

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

لاتفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلواته في بيته سعين عامًا ....

এর আলোচনায় মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ বলেন-

ফায়দা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, জিহাদের প্রয়োজনের সময় নির্জনে বসে ইবাদত করার চেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা শতগুণে উত্তম।

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬- পৃষ্ঠা - ৩৯)

মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ

কোরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং পুরো ইসলামী ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত সত্য হলো এই, যখনই মুসলমানগণ জিহাদ ছেড়ে দেয়, তখনই তাদের উপর ভিন্ন সমপ্রদায় বিজয় লাভ করে। তাদের অন্তর কাফেরদের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং মুসলমানদের পরস্পরে ফাটল সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে বীরত্ব ও সাহসীকতার যেই আগ্রহ ও উদ্দীপনা কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যয় হওয়া উচিত ছিল, তা নিজেদের পরস্পরেই ব্যয় হতে লাগল। আর এটাই মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ।

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৮৫)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. -এর ভাষায়-

مسلمانوں کی تباہی کا سبب:

قرآن مجید اور سنت کی نصوص، نیز پوری تاریخ اسلام کا تجربہ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان جہاد چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری قومیں ان پر غالب آجاتی ہے، ان کے دل ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی (یعنی مسلمانوں کی) آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ وہ جذبہ شجاعت و حمیت جو کفار کے مقابلہ میں صرف ہونا چاہئے تھا وہ آپس میں ہونے لگتا ہے اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ (جواہر الفقہ ص ۸۵ ج ۶)

জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি

.... জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি শুধু জিহাদ তরককারীদের উপর বর্তায় না। বরং সমস্ত মুসলমানদের উপরই এর ক্ষতি পড়ে থাকে। কাফেরদের বিজয়ের কারণে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ অসংখ্য সাধারণ মুসলমান শহীদ হোন ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার হোন। তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে পড়ে।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ,খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৯০)

জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতিসমূহ

সূরা মুহাম্মাদের ৩২ নং আয়াত তথা

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم

আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো এই- তোমরা যদি শরীয়তের বিধিবিধান ছেড়ে দাও, যার মধ্যে জিহাদও অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এর পরিণতি এই হবে যে, তোমরা জাহিলী যুগের রীতিনীতিতে ফিরে যাবে। যার ফলে পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে ....।

(জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৯৮)

জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার উপর সতর্কবাণী এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি ও ক্ষতি

হাদীস :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبوداود

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা র. থেকে বর্ণিত : রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল অথচ

জিহাদে অংশগ্রহণ করল না। অন্তরে তামান্নাও পোষণ করল না। সে যেন নেফাকের উপরই মৃত্যু বরণ করল।

(মুসলিম)

হযরত আবু উমামা রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করল না, কিংবা কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দিল না। অথবা কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের খোঁজ-খবর নিল না। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কিয়ামতের পূর্বে কোনো না কোনো বিপদে আক্রান্ত করবেন।

(আবু দাউদ)

তরকে জিহাদ বিপদ ও শাস্তি ডেকে আনে

উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়- প্রত্যেক মুসলমানের উপরই আবশ্যক হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করা। সুতরাং যদি রণাঙ্গনে গিয়ে সরাসরি লড়াই করার শক্তি-সামর্থ না থাকে, তাহলে মুজাহিদদের আসবাব-পত্র ব্যবস্থা করার কাজে অংশগ্রহণ করবে। তাও যদি করতে না পারে, তাহলে কমপক্ষে মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের খেদমত করবে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। দুনিয়াবী কোনো স্বার্থের জন্য নয়। যে সমস্ত ব্যক্তিরা জিহাদের কোনো কাজেই অংশগ্রহণ করে না, তারা মূলত আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তি ও বিপদ-আপদকেই ডেকে আনে। ......

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৬৬)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী’ রহ. -এর ভাষায়-

ترک جہاد مصائب کو دعوت دیتا ہے:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جہاد میں کسی نہ کسی طرح حصہ ضرور لے، اگر محاذ پر جا کر لڑنے کی قوت وقدرت نہیں تو مجاہدین کو سامان فراہم کرنے میں حصہ لے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مجاہدین کے اہل وعیال کی خدمت خالص اللہ کیلئے دنیوی اغراض سے پاک ہو کر کرے، اور جو لوگ جہاد کے کسی کام میں حصہ نہ لیں وہ خدا کے عذاب اور مصائب کو دعوت دیتے ہیں... جواہر الفقہ ص ٦٦ ج ٦

জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য মুত্তাকী-পরহেজগার হওয়া কোনো শর্ত নয়

মাসআলা : জিহাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো শর্ত নেই যে, যিনি জিহাদের ঘোষণা দিবেন, তিনি মুত্তাকী-পরহেজগার কিংবা আলেম হবেন। বরং যে কোনো ধরনের মুসলমানই হোন না কেন, যদি বিচারক হয়ে থাকেন এবং তিনি এই ধরনের ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলেই তিনি জিহাদের জন্য ঘোষণা দিতে পারবেন। তিনি যখন জিহাদের ঘোষণা দিয়ে দিবেন, তখন সমস্ত মুসলমানদের জন্যই তার আদেশ মানা ফরজ হয়ে যাবে।

(ফাতহুল কাদীর, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ২৮০)

ফায়দা : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলেম-মুত্তাকী ব্যক্তি জিহাদের আমীর হওয়া অনেক বড় নেয়ামত এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য অনেক বড় মাধ্যম ... তবে তা জিহাদের জন্য কোনো শর্ত নয়। যে কোনো ধরনের মুসলমান আমীরের ডাকেই জিহাদ করা আবশ্যক। আমীরের আদেশ মানাও আবশ্যক, শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এমন সব ক্ষেত্রেই।

(فيه رد على من اشترط لفرضية الجهاد وللخروج له وجودَ إمام اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته وتزكيةَ النفس وإصلاحها لمن اراد الخروج له.)

তরজমা : জিহাদ ফরজ হওয়া এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য, এমন কোনো ইমাম বিদ্যমান থাকা, যার সততা ও ইমামতির উপর উম্মত একমত পোষণ করেছেন এবং যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চান তারা আত্মসংশোধিত ব্যক্তি হওয়া, এই ধরনের শর্ত যারা করে থাকেন, উল্লিখিত আলোচনায় তাদের শর্তের খণ্ডন করা হয়েছে।

পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদের জন্য বের হওয়া

.... তবে যদি জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তাহলে পুত্র পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই নিজের এই ফরজ দায়িত্ব আদায় করবে।

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৪০-৪১)

হিন্দুস্তানের জিহাদের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজীলত

হাদীস :

عن ابي هريرة قال : وعدنا رسول الله صلى عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسى ومالى، فان قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فانا ابوهريرة المحرر، رواه النسائي.

عن ثوبان رفعه : عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار، عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى إبن مريم، رواه النسائي.

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা র. বলেন, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং আমি যদি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমি আমার জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে দিবো। তারপর যদি আমি নিহত হয়ে যাই, তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর যদি আমি ফিরে আসতে পারি, তাহলে আমি আবু হুরায়রা জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি হবো।

ছাওবান র. থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত : আমার উম্মতের দুইটি দলকে আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। একটি দল হলো, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। অপরটি হলো, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সঙ্গে থাকবে।

হিন্দুস্তানের জিহাদ দ্বারা কোন জিহাদ উদ্দেশ্য?

.... হাদীসের শব্দের প্রতি চিন্তা-ফিকির করলে এটাই বুঝে আসে যে, হাদীসের শব্দগুলো ব্যাপক। সুতরাং তাকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিতভাবে কোনো একটি জিহাদের সঙ্গে বিশেষিত করার কোনো অর্থ নেই। তাই কাফেরদের বিরুদ্ধে এই হিন্দুস্তানে যত ধরনের যুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হয়েছে, হচ্ছে কিংবা হবে, এই সব যুদ্ধ এবং বর্তমানের পাকিস্তানের যুদ্ধও এই মহা ফজীলত ও সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন।

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৬৫)

হিন্দুস্তান দারুল হরব

বর্তমান সময়ে হিন্দুস্তান আমাদের উলামায়ে কেরাম ও আকাবিরদের নিকট দারুল হরব হিসেবেই বিবেচ্য।

(ইমদাদুল মুফতিইয়ি-ন, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৭৪৫, ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, খণ্ড- ২০, পৃষ্ঠা - ৩৬০)

জিহাদের জন্য প্রস্তুতি এবং তার আসবাব পত্র সংরক্ষণ করে রাখাও ফরজ

ছবর ও তাকওয়া এবং আল্লাহ্ তায়ালার উপর পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল তো মুসলমানদের অবিচ্ছিন্ন ও প্রধান শক্তি। এগুলোর সঙ্গে এটাও জরুরী যে, যুগোপযোগী অস্ত্র-সস্ত্র এবং জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন –

وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا الله وعدوكم.

তরজমা : তোমরা প্রস্তুত করে রাখ তাদের জন্য, যথাসাধ্য শক্তি ও ঘোড়ার ছাউনি। (যাতে করে) এর দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারো আল্লাহ্ তায়ালার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে।

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা জিহাদী ট্রেনিং এর গুরুত্বারোপ করতেন। সে যুগে যত ধরনের জিহাদী অস্ত্র-সস্ত্র ছিল, সব সংরক্ষণ করে রাখার উপদেশ দিতেন ......।

যুদ্ধের অস্ত্র-সস্ত্র তৈরির কাজ শেখার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের ভিন্ন দেশ সফর করা

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার অমর গ্রন্থ “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া” তে হুনাইনের যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, হযরত উরওয়া ইবনে মাসঊদ এবং গাইলান ইবনে সালাম, এই দুই সাহাবী শুধু এই কারণে হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে শরীক হতে পারেননি যে, তারা যুদ্ধের কিছু অস্ত্র-সস্ত্র বানানোর প্রশিক্ষণে দামেশকের এক প্রসিদ্ধ কারিগরি শহর “জারাশ” গিয়ে ছিলেন।

...... সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, তাতে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করা যে, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তো আত্মীক শক্তি, আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ এবং আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যের দ্বার সদা-সর্বদা উম্মুক্ত ছিল। যার ফলে বাহ্যিক অস্ত্র-সস্ত্রের তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র-সস্ত্রের এত বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাহলে আমাদের মত দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের জন্য অস্ত্র-সস্ত্রের দিকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন?

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ,খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৩১-৩৩)

صحابہ کرامؓ نے سامان جنگ کی ضنعت سیکھنے کیلئے دوسرے ملکوں کا سفر کیا:

امام ابن کثیر نے البدایۃ والنہایۃ میں غزوۂ حنین کے تحت نقل کیا ہے کہ... حضرت عروہ بن مسعود اور غیلان بن اسلم اس جہاد میں آنحضرت کیساتھ اس لئے شرکت نہیں کر سکے کہ وہ بعض جنگی اسلحہ اور ساز وسامان (دبابہ اور ضبّور کی وہ جنگی گاڑیاں جس آج کل کے ٹینکوں جیساکام لیا جاتا ہے) کی ضعت سیکھنے کیلئے دمشق کے ایک مشہور صنعتی شہر جرش میں گئے ہوئے تھے۔

.... ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر پورا غور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ردحانی اور ربانی طاقت اور نصرت حاصل تھی جس کے ہوتے ہوئے مادی سامان کی چنداں ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا تو ہم جیسے گنہگار ضعیف الایمان لوگوں کو اسکی ضرورت کس قدر زیادہ ہے.... ۔جواہر الفقہ ص ۳۱۔۳۳ ج ۶

জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ঈমানের দাবি

কোরআনুল কারীমের হুকুম অনুযায়ী ঈমানের একটি দাবী এটাও যে, শত্রু বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র ও শক্তি সঞ্চয় করা।

(সূরা আনফাল, আয়াত- ৬০, জাওয়াহেরুল ফিক্হ,খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ১১৯)

হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম নির্মাণ করার চেয়েও জিহাদ করা উত্তম

"জিহাদ করা হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম নির্মাণ করার চেয়েও উত্তম।" এই আয়াতের শেষে والله لايهدى القوم الظالمين উল্লেখ করে এ কথার দিকে ইশারা করেছেন যে, এটা কোনো সূক্ষ্ম ও জটিল-কঠিন কোনো কথা নয় বরং একেবারেই সুস্পষ্ট কথা যে, সমস্ত আমলের বুনিয়াদ হলো ঈমান এবং ঈমানই হলো সমস্ত আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটাও স্পষ্ট কথা যে, জিহাদ করা মসজিদ নির্মাণ করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর চেয়েও উত্তম। তবে আল্লাহ্ তায়ালা জালেমদেরকে এ বিষয়ে সঠিক বুঝ দেন না। এ জন্য তারা জিহাদের মত এত স্পষ্ট বিষয়েও বক্রতার পথে চলতে থাকে।

(মায়ারেফুল কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াত- ১৯)

সর্বাবস্থায় অন্যান্যদের উপর মুজাহেদীনদের ফজীলত

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله

(النساء : ٩٥)

এই আয়াতের মধ্যে জিহাদের কয়েকটি আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে।

১. যারা শরীয়ত সম্মত কোনো ওজর ছাড়া জিহাদে শরীক হয় না। তারা ঐ সকল ব্যক্তিদের সমান নয়, যারা নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা মুজাহেদীনদেরকে অন্যান্যদের উপরে অনেক বেশি ফজীলত ও মর্তবা দান করেছেন।

২. মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি কিছু লোক তা আদায় করে নেয়, তাহলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো যারা জিহাদ করছেন, তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলায় যথেষ্ট হতে হবে। যদি তাঁরা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর মুজাহিদীনদেরকে সহায়তা করা ফরজে আইন হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা وكلا وعد الله الحسنى উল্লেখ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকেও আশ্বস্ত করেছেন, যারা জিহাদ ভিন্ন অন্যান্য দীনী প্রয়োজনীয় বিষয়ে মগ্ন রয়েছেন। তবে এই হুকুমটি সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ অবস্থার অর্থ হলো, যখন কিছু লোকের দ্বারাই শত্রুদেরকে প্রতিহত করা যথেষ্ট হয়ে যায়।

যদি যথেষ্ট না হয় বরং আরো বেশি লোকের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি তারাও যথেষ্ট না হয়। তাহলে তাদের নিকটবর্তী যারা আছে, তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। এমনকি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানদের উপর এটি ফরজ হয়ে যায় যে, তারাও জিহাদের অংশগ্রহণ করবে।

(মায়ারেফুল কোরআন, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৫২৩)

সকল মুসলমান ফরজ তরক করার গুনায় গুনাহগার হবে .....

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন .... كتب عليكم القتال

.... জিহাদ সাধারণ অবস্থায় ফরজে কেফায়া। মুসলমানদের একটি দল যদি এই ফরজকে আদায় করে দেয়, তাহলে অন্যান্য মুসলমানগণ দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো কালে কিংবা কোনো দেশে কোনো একটি দলও এই জিহাদের দায়িত্ব পালন করার মত না থাকে। তাহলে সব মুসলমানই এই ফরজ তরক করার গুনায় গুনাহগার হবে। হাদীসে রাসূলের ইরশাদ- الجهاد ماض إلى يوم القيامة তথা জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই ধরনের দল বিদ্যমান থাকা আবশ্যক যে, তারা জিহাদের এই ফরজ দায়িত্ব আদায় করবে।

(মায়ারিফুল কোরআন, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা - ৫১৭)

সর্ব প্রথম কাদের সঙ্গে জিহাদ করা উচিত

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ياايها الذين آمنوا قاتلو الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة. (التوبة : ١٢٣)

অর্থ : হে ঐ সকল লোকেরা যারা ঈমান এনেছো কিতাল কর তোমরা ঐ কাফেরদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী। তারা যেন দেখতে পায় তোমাদের মধ্যে কঠোরতা।

সমগ্র পৃথিবীতে কাফেররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সুতরাং তাদের সাথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোন্ ক্রমধারা অনুসরণ করা হবে? এই আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেরদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তোমরা সর্ব প্রথম তাদের সাথেই জিহাদ করো।

নিকটবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য দু'টি হতে পারে। ১. স্থানের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী। ২. আত্মীয়তা কিংবা সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটবর্তী। এই দুই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অন্যদের উপর প্রাধান্য পাবে। কেননা, জিহাদ তো আবশ্যক করা হয়েছে প্রকৃক্ষপক্ষে প্রতিপক্ষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যেই।

আর কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে নিকটবর্তীরাই প্রাধান্য পাবে। .... এ কারণেই তা কার্যত বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। .... তিনি অন্যান্য কাফেরদের উপর স্থানের প্রতি লক্ষ করে মদীনার নিকটবর্তী কাফের তথা বনু কুরাইজা, বনু নজীর ও খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের পরে আরবের অন্য সব কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন ....।

মুসলমানদেরকে কাফেররা যেন দুর্বল মনে করতে না পারে

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : وليجدوا فيكم غلظة আয়াতে উল্লিখিত غلظة শব্দের অর্থ হলো : কঠোরতা, শক্তিমত্তা।

উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের সাথে এমন অবস্থায় মুখোমুখি হও, যেন তারা কোনো দিক দিয়েই তোমাদেরকে দুর্বল ভাবতে না পারে।

(মায়ারিফুল কোরআন, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ৪৯৪)

জিহাদের উদ্দেশ্য

মোটকথা হলো : জিহাদ চাই প্রতিরক্ষামূলক হোক বা আক্রমণাত্মক হোক, এর উদ্দেশ্য হলো : ইসলাম ধর্মের সুন্দর আখলাক প্রচার-প্রসার করা, ইসলামের হেফাজত করা এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা। .... পুরো পৃথিবীতে বাস্তব-সম্মত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বলদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করা ইত্যাদি যা জিহাদের উদ্দেশ্য। মূলত তা উভয় প্রকার জিহাদের ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য।

(সিরাতে খাতেমুল আম্বিয়া)

আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক উভয় প্রকার জিহাদই কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ করা হয়েছে

.... ইসলাম ধর্মের বর্ণনাগুলো এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলগুলো একত্রিত করার পরে এতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ধর্মে যেমনিভাবে দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ভবিষ্যতে দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের পথ থেকে প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদকেও ফরজ করা হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত।

(সিরাতে খাতেমুল আম্বিয়া)

ঐ ধর্ম পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে জিহাদ নেই

সচেতন ব্যক্তিগণের জন্য আবশ্যক হলো গভীরভাবে এ কথা চিন্তা-ভাবনা করা যে, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে ইসলাম ধর্মে জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। তখন অবশ্যই তাদের এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হবে যে, ঐ ধর্ম যেমনিভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে মানুষের কণ্ঠনালী চেপে ধরে নিজেদের দলভুক্ত করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে ঐ ধর্মও পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে রাজনীতি ও রাজত্ব নেই। এমনিভাবে ঐ রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয়। যে রাজনীতিতে তরবারি নেই। যেমনিভাবে ঐ ডাক্তার পূর্ণাঙ্গ বিশেষজ্ঞ নয়, যিনি শুধু বেন্ডিজ করতে পারেন কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গকে বিশেষ প্রয়োজনে অপারেশন করতে পারেন না।

(সিরাতে খাতেমুল আম্বিয়া)

জিহাদ অপারেশন তুল্য

ইসলাম ধর্ম এসে জাহেলী যুগের সমস্ত প্রথা ও রেওয়াজ মিটিয়ে দিয়েছে। তা মিটানোর জন্যই জিহাদের হুকুম জারী করেছেন। বাহ্যিকভাবে তা রক্তপাত ও খুন-খারাবি মনে হলেও, বাস্তবে তা হলো পঁচা-গলা, নষ্ট অঙ্গগুলোকে শরীর থেকে পৃথক করে দেওয়া। যাতে করে শরীরের অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঠিকঠাক মত সুস্থ-সবল থাকে। জিহাদের মাধ্যমেই ন্যায় ও ইনসাফ এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

(মায়ারেফুল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ২২)

জিহাদের সময়-কাল

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله .

এই আয়াতের তাফসীরের সারকথা হলো, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐ সময় পর্যন্ত জিহাদ ও কিতাল জারী রাখা ফরজ, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের উপর ওদের অত্যাচার বন্ধ না হয় এবং যতদিন পর্যন্ত সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় অর্জন এবং প্রভাব-বিস্তার না হয়।

আর এই অবস্থাটি শুধু কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে। তাই জিহাদের বিধানও কিয়ামত পর্যন্ত সচল থাকবে।

(মায়ারিফুল কোরআন, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ২৩৩)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা জিহাদ ও কিতালের একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হলো, জিহাদ ও কিতাল ততক্ষণ পর্যন্ত সচল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা অপদস্ত হয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে 'জিজইয়া' তথা টেক্স আদায়ে বাধ্য না হয়।

(জাওয়াহেরুল ফিকহ্, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৯১, মায়ারেফুল কোরআন, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা -৩৬০)

দোয়া

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকেই জিহাদের জজবা এবং এখলাস তথা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই জিহাদ করার তৌফীক দান করুন। শরয়ী উসূলের উপর থেকে জিহাদ করা এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় শাহাদাত বরণ করার মত মহান মর্যাদায় আমাদের সবাইকেই ভূষিত করুন। আমীন!

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ১১২)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ.-এর রচনা থেকে সংকলিত

বাহাদুরি রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই হিম্মত ও বাহাদুরি অর্জন হয়। অনুসরণের মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে। একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-আপদে কীভাবে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অটল-অবিচল থেকেছেন। অথচ সব চেয়ে বেশি ভয় ও আতঙ্ক রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেই ছিল। তবুও তিনি তাতে অটল-অবিচল থেকেছেন। সুতরাং ঈমানদারদের জন্য আবশ্যক হলো, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথের উপরই চলা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা।

(মায়ারিফুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ২১)

জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব এবং কর্তৃত্ব দান করবেন

...... এ সকল লোক যাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অতি সত্বর তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের রাজত্ব এবং কর্তৃত্ব দান করা হবে। রাজত্ব প্রাপ্তির পর তাঁরা দীন প্রতিষ্ঠা করবে .....

تمكين في الأرض তথা 'ভূপৃষ্ঠের কর্তৃত্ব' এটি আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা। যা আরশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, এই ওয়াদা পূর্ণ হবে না। আল্লাহ প্রদত্ত অঙ্গীকারের বিরোধিতা করা কিংবা এ ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই। একে প্রতিহত বা পরাস্ত করার মতও কেউ নেই এবং এর খেয়ানতেরও কোনো সম্ভাবনা নেই।

(ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা হজ, আয়াত- ৩৯-৪১)

হে মুসলিম উম্মাহ! দুর্বলমনা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না

হে মুসলিম উম্মাহ! (কাফেরদের মোকাবেলায়) তোমরা দুর্বলমনা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না। যুদ্ধের কঠোরতায় ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধির প্রতি ঝুঁকে যেও না। পরিণামে তাহলে তোমাদেরই দুর্বলতা প্রকাশ পাবে এবং তাদের বিজয়কেই মেনে নেওয়া হবে। এমতাবস্থায় তোমরা না কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে পারবে আর না তাদের দম্ভ ও দাপট চূর্ণ করতে পারবে। কুফরীর দম্ভ ও দাপট চূর্ণ করতে না পারলে, কীভাবে বিশ্বব্যাপী ঈমান ও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটবে! কীভাবে আল্লাহর কালিমার বুলন্দি হবে এবং দীন ইসলামের বিজয় হবে!

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! কিছুতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে। ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে আল্লাহর বিধিবিধানের উপর স্থির থাক। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কিছুতেই তোমাদের কাজে কোনো ধরনের ক্ষতি হতে দেবেন না।

(মায়ারিফুল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩৫)

জিহাদ থেকে দূরে থাকা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও নিমগ্ন থাকার আলামত

যে কোনো ধরনের মোকাবেলা ও জিহাদের মুখোমুখি হলেই সন্ধির আলোচনা সামনে নিয়ে আসা এবং জিহাদী প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকা, প্রার্থিব জীবনের প্রতি আসক্ত ও নিমগ্ন থাকার পরিচায়ক। তাই আমাদের কর্তব্য হলো সব সময়ের জন্য অন্তরের গভীরে এ কথা গেঁথে নেওয়া যে, প্রার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা আর তামাশা মাত্র।

(ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩৬)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد سے دور رہنا حب دنیا کی علامت ہے

ہر مقابلہ اور جہاد کی صورت پیش آنے پر صلح کی پیش کشی کرنا اور عملا جہاد کی کوششوں سے گریز کرنا (دور رہنا) دنیوی حیات کے مرغوب ہونے کے آثار میں سے معلوم

ہوتا ہے، تو اس کیلئے یہ بات ہر وقت قلب کی گہرائیوں میں رچی رہنی چاہئے کہ بس دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔

معارف القرآن (کاندھلوی) تحت قولہ: انما الحیاۃ الدنیا.... (محمد: ۳۶)

জিহাদ হেদায়েতের মাধ্যম

(নবী রাসূলদেরকে পাঠানো এবং কিতাব অবতীর্ণের পাশাপাশি) অন্য আরেকটি নেয়ামতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, তিনি লোহাও অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা। অর্থাৎ নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব যেমন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, তেমনি জিহাদও হেদায়েতের অপর একটি মাধ্যম। তার মানে হলো, যারা স্বভাবগত বক্রতা থেকে ফিরে না আসবে, আল্লাহর বিধানগুলো মেনে না নিবে এবং ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠিত না রাখবে, তাদের বিরুদ্ধে হবে জিহাদ ও যুদ্ধ। কারণ হলো, উক্ত বিষয়গুলোর সাথে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা, তার নিরাপত্তা ও শান্তি এবং কল্যাণ ও মুক্তি অঙ্গা-অঙ্গীভাবে জড়িত।

সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই তরবারি উত্তলন করতে হবে।

(ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা হাদীদ, আয়াত- ২৫)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد ہدایت کا ذریعہ ہے

(رسولوں کو بھیجنے اور کتاب نازل فرمانے کی نعمت کیساتھ) ایک اور انعام کا ذکر فرمایا دیا گیا کہ لوہے کو اتارا جس میں سختی ہے اور لوگوں کے واسطے منافع ہیں یعنی عالم کی ہدایت جسطرح رسولوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہے اسی کیساتھ ہدایت کا دوسرا ذریعہ جہاد ہے کہ جو لوگ اپنی طبعی کجروی سے باز نہ آئیں نہ اللہ تعالی کے احکام کو مانیں اور نہ انصاف کی ترازو کو سیدھا رکھیں جس سے نظام عالم اور اس کا امن وراحت اور

رشد و فلاح وابستہ ہے تو پھران سے جہاد و قتال ہوگا اور اسوقت ان باغیوں کے مقابلہ کیلئے تلوار اٹھانا پڑیگی۔ معارف القرآن تحت قولہ: لقد ارسلنا... منافع للناس (سوة الحدید :۲۵)

ঈমানের একটি শর্ত হলো, ইসলামের শত্রুদেরকে অপছন্দ করা

আল্লাহ্ তায়ালা, তাঁর রাসূল এবং মুমিন বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা যেমনিভাবে ঈমানের জন্য শর্ত, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রুদেরকে অপছন্দ করা, তাদের সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করা এবং তাদের থেকে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করাও ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় একটি শর্ত। এই ফার্সী প্রবাদটি تولاہے تبرّا نیست ممکن (অর্থাৎ কারো সাথে বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়, তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা ব্যতীত।) এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. -এর 'মাকতূবাত' দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, ঈমানের জন্য শুধু (মৌখিক বা অন্তরের) বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তায়ালার শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। এ কথাই ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, কুফর এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, ঈমানের অপরিহার্য অনুসঙ্গ।

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১৭০)

জিহাদ হলো হেকমত ও কল্যাণ সম্মত

আল্লাহর নাফরমানী এবং তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধি তথা নবী-রাসূলদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্রোহের ধারা যেদিন থেকে সূচীত হয়েছে, ঠিক সেদিন থেকেই আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তি ও বরবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার ধারাও অব্যাহত রয়েছে। এটাই হেকমত ও কল্যাণের দাবী। সুতরাং আল্লাহ্ ও নবী-রাসূলদের অস্বীকারকারী ও মিথ্যা- প্রতিপন্নকারীদেরকে ফেরেস্তার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যেমনিভাবে হেকমত ও কল্যাণ সম্মত। ঠিক তেমনিভাবে ওদেরকে নবী-রাসূল ও তার সহযোগীদের মাধ্যমে তথা জিহাদের মাধ্যমে শাস্তি

দেওয়াও হেকমত ও কল্যাণ সম্মত। যেমন- আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم অর্থাৎ হত্যা করো তাদেরকে, আল্লাহ্ তোমাদের হাতেই শাস্তি দিবেন ওদেরকে।

(সীরাতে মুস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৪)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد عین حکمت ہے

جب سے خداوند عالم کی نافرمانی اور احکم الحاکمین اور اسکے وزراء ونائبین یعنی انبیاء ومرسلین سے بغاوت اور سرکشی کا سلسلہ جاری ہے اسی وقت سے انکی تعذیب وبربادی اور قسم قسم کے عذابوں سے انکے ہلاکت اور سوائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جو عین حکمت اور عین مصلحت ہے۔ پس جسطرح ملائکۃ اللہ (فرشتوں) کے ہاتھوں سے حضرت انبیاء ومرسلین کے منکرین کو عذاب دینا عین حکمت اور عین صواب ہے اسی طرح جو انبیاء ومرسلین اور انکے متبعین ہاتھوں سے (یعنی جہاد کے ذریعے سے) انکو عذاب دینا عین حکمت اور عین صواب ہے۔

کما قال تعالیٰ: قاتلوھم یعذبھم اللہ بأیدیکم. سیرت المصطفی ص ۴ ج ۲

জিহাদ এক বিশেষ অনুগ্রহ

ফেরেশতাদের পরিবর্তে, মানুষের হাতে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান এক বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা, ফেরেশতাদের মাধ্যমে ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিগুলো হক গ্রহণ করার তেমন কোনো সুযোগ পায়নি। অন্য দিকে নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দ যাদের সাথে লড়েছেন, তারা ভাবার, শোনার এবং সত্য ও সঠিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে।

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৬)

শুধু এ ক্ষেত্রেই কেন প্রশ্ন তোলা হয়?

বিশ্বের পরাশক্তিগুলো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে কাউকে হত্যা বা বন্দী করলে কিংবা দখলকৃত ধন-সম্পত্তি নিজ অনুগতদের মাঝে বণ্টন করে দিলে, এসবকে কৃতিত্ব ও রাজত্বের দাবী মনে করা হয়। তাহলে আহকামুল হাকিমীনের সাথে বিদ্রোহ (কুফর)-কারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে, তখন কেন প্রশ্ন তোলা হয়?

(সীরাতে মোস্তফা (সংক্ষেপিত) খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৭)

জিহাদ কেন প্রয়োজন?

আদেশ-উপদেশ অবশ্যই কার্যকর। তবে সুস্থ বোধ সম্পন্নদের জন্য। অসুস্থ বিবেকের মানুষগুলোকে তুমি যতই নিষ্ঠা ও দরদ নিয়ে, উত্তম থেকে উত্তম উপদেশ দাও, কাজে আসবে না। মানুষের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। কারো জন্য আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর কারো জন্য অবতীর্ণ করেছেন লোহা।

আজ চাইলেও সকল ওয়ায়েজ মিলে নিজেদের সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে কোনো অপসংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটাতে পারবে না। অথচ একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মুহূর্তেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তথা গোটা দেশ থেকেই এই মন্দ কাজের বিলুপ্তি ঘটাতে সক্ষম।

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৮)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کیوں ضروری ہے؟

پند و نصیحت بے شک موثر ہے لیکن سلیم طبیعتوں کیلئے آپ کتنی ہی اخلاص اور ہمدردی سے بہتر سے بہتر نصیحت فرمائیں لیکن ہپ دھرم طبیعتیں کبھی اثر پذیر نہیں ہو سکتی، انسان کی طباع یکساں نہیں کسی کیلئے خدا نے کتاب اتاری اور کسی کیلئے لوہا اتارا۔

آج اگر ہزار واعظ ملکر یہ چاہیں کہ اپنی تقریر دلپذیر سے کسی قبیح رسم کو مٹادیں تو نہیں مٹا سکتے، مگرایک شاہی فرمان وقت واحد میں ملک کے اک سرے سے دوسرے تک اس برائی کو مٹا سکتا ہے۔(سیرۃ المصطفی ص ۸ ج ۲)

যদি জিহাদের বিধান না থাকত, তাহলে .....

জিহাদ শুধু ইসলামের সাথেই বিশেষিত, বিষয়টি এমন নয়। পূর্ববর্তী নবীদেরকেও জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছিল। জিহাদের বিধান না থাকলে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া কঠিন হয়ে পড়তো। উপাসনালয়গুলো ধ্বংস স্তূপে পরিণত হত। তাই পূর্ব থেকেই আল্লাহর এই চিরাচরিত নিয়ম চলে আসছে যে, তিনি নিজ মুখলিছ বান্দাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ অব্যাহত রেখেছেন। যেন ফেৎনাবাজ ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারীদের ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করা যায়।

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১১)

জিহাদ কী ?

আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাগণ আল্লাহ্‌-দ্রোহীদের সাথে শুধু আল্লাহ্‌-দ্রোহী হওয়ার কারণে লড়াই করা এবং তাঁর পথে জীবন বাজি রেখে চূড়ান্ত পর্যায়ে জীবন উৎসর্গ করার নাম জিহাদ।

(সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা - ১৩)

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ করা হয়, তার নাম জিহাদ।

(সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা- ১৭)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کیا ہے؟

خدا تعالی کے وفاداروں کا خدا تعالی کے باغیوں سے محض خدا کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا اور اس کی راہ میں انتہائی جانبازی اور سرفرشی کا نام جہاد ہے۔ سیرۃ ص ۱۳

اسلامی حکومت قائم کرنے کیلئے جو جنگ کی جائے اس کا نام جہاد ہے۔ سیرۃ ص ۱۷

হিজরত এবং জিহাদের প্রস্তুতি

হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম কখনো স্বদেশীয় কাফেরদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেননি। তাদের সাথে মিলে যৌথ রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং নিজ সঙ্গীদেরকে নিয়ে হিজরত করেছেন। নিজ সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে পরিত্যাগ করে আলাদা ঠিকানা গড়েছেন। সেখানে জিহাদের প্রস্তুতি নিয়েছেন। সব শেষে কাফেরদের উপর আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন।

সব নবী প্রথমে নিজ গোত্রের কাফেরদের সঙ্গে লড়েছেন। পরে অন্য কাফেরদের মোকাবেলা করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, قاتلوالذين يلو نكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সঙ্গে লড়াই কর, আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে।

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১৭)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

ھجرت اور جہاد کی تیاری

حضرات انبیاء نے اپنے ہم وطن کافروں سے نہ کبھی اتحاد کیا اور نہ انکے ساتھ ملکر کوئی مشترک حکومت بنائی، بلکہ اپنے اصحاب کو لیکر ہجرت فرمائی اور اپنی قوم کے کافروں سے ہٹ کر اپنا الگ ٹھکانہ بنایا اور جہاد کی اور سب سے اپنی کافر قوم پر حملہ اور ہوئے اور اسکو فتح کیا۔

কুফরী শক্তির পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখ

.... وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله অর্থাৎ হে মুসলিম উম্মাহ! তোমরা কাফেরদের সাথে জিহাদ ও কিতাল অব্যাহত রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত না দীন পরিপূর্ণ বিজয় হয়ে যায়।

এ আয়াতে 'ফেৎনা' দ্বারা কুফরী শক্তি ও তার দাপট এবং ' ويكون الدين كله لله ' দ্বারা দীনের জয় ও বিজয় উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে (বিজয়ের

মাপকাঠি এই) বর্ণিত আছে যে, (ليظهره على الدين كله) দীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি যেন এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, কুফরি শক্তির কাছে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাটুকুও বাকী না থাকে। কুফরীর ফেৎনা ও "খতরা" থেকে যেন দীন ইসলাম সত্যিকারার্থেই নিরাপদ থাকে।

(সীরাতে মোস্তফা- খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ২৪)

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জিহাদের বিধান দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কাফেরদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন দুনিয়ায় আল্লাহর দীন বিজয়ী বেশে থাকে। মুসলিম উম্মাহ ইজ্জতের সাথে জীবন-যাপন এবং নিরাপদ ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত-এতায়াত করতে পারে। সর্বোপরি কাফেরদের পক্ষ থেকে দীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা না থাকে।

কাফেরদের অস্তিত্বকে ইসলাম হুমকি মনে করে না। বরং তাদের দম্ভ ও দাপটকে হুমকি মনে করে। যা ইসলাম ও আহলে ইসলামের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ২৬)

শরয়ী জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন সত্য ও প্রকৃত ইনসাফ বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ যেন বিশ্ব-শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।

(সীরাতে মোস্তফা- খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ২৭)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়-

جہاد کی غرض وغایت

جہاد کے حکم سے خداوند قدوس کا یہ ارادہ نہیں کہ یکلخت کافروں کو مدت کے گھاٹ اتار دیا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں حاکم بن کر رہے اور مسلمان عزت کے

ساتھ زندگی بسر کریں اور امن وعافیت کیساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیں، کافروں سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ ان کے دین میں خلل انداز ہو سکیں۔

اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں بلکہ انکی ایسی شوکت وحشمت کا دشمن ہے کہ جو اسلام اور اہل اسلام کیلئے خطرہ کا باعث ہو۔ سیرۃ ص۲۶ ج۲

جہاد اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ حق اور حقیقی عدل وانصاف دنیا کا حاکم بن کر رہے اور خود غرض افراد یا پارٹیوں دنیا کے امن کو خراب نہ کر سکیں۔ سیرۃ ص۲۷

বীরত্ব ও বাহাদুরি রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণের মধ্যেই নিহিত আছে

বীরত্ব ও বাহাদুরি তো রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই লাভ হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নবীর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।

চিন্তা করে দেখ, সবার চেয়ে বিপর্যস্ত ও বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দুর্যোগ মুহূর্তগুলোতে কেমন অটল-অবিচল থেকেছেন! ঈমানদারদের তো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলা উচিত।

(ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ২১)

শাইখুত-তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর তাফসীর থেকে সংকলিত

জিহাদের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাক

প্রশ্ন উঠেছিলো জিহাদের বিধান কত দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে? এর উত্তর হল, নিরাপদ অবস্থা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর ফল বয়ে আনবে। তাই জিহাদের বিধান সব সময়ের জন্য। বাহানা-অন্বেষী কেউ জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য বাহানা খুঁজলে, তাকে বলব, জিহাদের বিধান সবার জন্য এবং সব সময়ের জন্য অপরিহার্য।

নিরাপত্তার বিস্তৃতি (ও স্থায়িত্ব) জরুরী একটি বিষয়। আর জিহাদের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি না থাকলে অনিরাপত্তা ও বিশৃঙ্খলারই প্রসার ঘটবে।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা বাকারা, আয়াত- ২১৬)

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর ভাষায়–

جہاد کے لئے ہمیشہ تیار رہو

سوال پیدا ہوا تھا کہ جہاد کا حکم کب تک رہیگا، اسکا جواب یہ ہے کہ امن تمہارے لئے مضر نتائج پیدا کریگا، اس لئے جہاد کا حکم دوامی ہے حیلہ ساز آدمی اگر جہاد سے بچنے کیلئے حیلہ سوچنا چاہیں تو ان کیلئے جواب ہے کہ قتال سب کیلئے اور ہمیشہ کے لئے لازم ہے اگر چہ امن پھیلانا ضروری ہے لیکن اگر قتال کیلئے ہمیشہ تیار نہیں رہو گے تو بد نظمی پھیلے گی۔

حاشیۂ علامہ لاہوری تحت قولہ:

"کتب علیکم القتال" (البقرۃ: 216)

মুসলমানদের উচিত জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে না জড়ানো

জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে না জড়িয়ে মুসলমানদের কাজ করে যাওয়া উচিত। জীবন-মরণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন বিষয়। তিনি যখন ইচ্ছা বাঁচিয়ে রাখেন, আবার যখন ইচ্ছা মৃত্যু দেন।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা বাকারা, আয়াত- ২৪৩)

আমি সব ধরনের সাহায্য করব

(এটা আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা যে,) আমার পথে যে কাজ করবে, আমি তাকে দীন এবং দুনিয়ায় সব ধরনের সাহায্য করব।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৯৪)

সফলতার উপায়

আল্লাহর বিধানগুলো মেনে নিয়ে তাঁর পথে খরচ করো। সফলতার এটাই উপায়। আল্লাহ্র রাস্তায় (অর্থাৎ জিহাদের পথে) অর্থ ব্যয়কারীদের জন্য রয়েছে বিপুল প্রতিদান।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা হাদীদ, আয়াত- ১০)

জিহাদ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল

আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। অর্থাৎ তাঁর পথে অবিচল থেকে লড়াই করাকেই তিনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী (সামান্য পরিবর্তিত),সূরা সফ, আয়াত- ৪)

জিহাদের মাধ্যমে মুক্তি সুনিশ্চিত

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর তৃতীয় যে বিষয়টি عذاب الأليم তথা জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে, তা হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় দ্বারা মুক্তি সুনিশ্চিত।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা সফ, আয়াত- ১০)

এটা জিহাদ পরিত্যাগের কারণ হতে পারে না

কোন মুসলমান মসজিদে বসে যিকির-ফিকির করা এবং তা আবাদ রাখাকে জিহাদ পরিত্যাগের বাহানা বানাতে পারে না।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ১৯)

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. -এর ভাষায়-

یہ ترک جہاد کا عذر نہیں ہو سکتا

مسلمان مسجد میں بیٹھکر ذکر و فکر کرنے اور ان کے آباد رکھنے کو ترک جہاد کا عذر نہیں بنا سکتے۔

حاشیۂ علامہ لاہوری تحت قولہ تعالی: أجعلتم سقاية الحاج ... الظالمين (التوبة: ١٩)

জিহাদের ঘোষণা হওয়ার পর

যারা (মুখে) ইসলামের দাবী করে আর জিহাদের ঘোষণা হওয়ার পরও ঘর থেকে বের হতে ভয় পায়, তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪২)

মুনাফিক প্রকৃতির লোক

হ্যাঁ, মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা তাল-বাহানা করে জিহাদ থেকে বাঁচতে চায়।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪৫)

ওরা জিহাদের এই মোবারক সফরের যোগ্যই নয়

কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় তাদের জিহাদের সফর থেকে বারণ করেনি। বরং জিহাদের উদ্দেশ্যে তারা কখনো প্রস্তুতিই নেয়নি, এমন কি ইচ্ছাও পোষণ করেনি। এমন বেঈমানদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালাও এই মোবারক সফরে নিতে চান না।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪৬)

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর ভাষায়–

یہ لوگ جہاد کے اس مبارک سفر کے قابل ہی نہیں

کوئی ناگہانی چیز انکو سفر جہاد سے مانع نہیں، بلکہ ان لوگوں نے جہاد کا خیال کر کے کبھی تیاری کا ارادہ ہی نہیں کیا اور ایسے بے ایمانوں کو خدا تعالی بھی اس مبارک سفر پر لے جانا نہیں چاہتا۔

حاشیۂ علامہ لاہوری تحت قولہ: ولو أرادوا الخروج لأعدوا ... (التوبة ۴۶)

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত

نفیرعام

(নফীরে-আম) দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

ফুকাহায়ে কেরাম এভাবে نفیر عام এর সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, কাফেররা যখন কোন মুসলিম ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশ করে, তখন (ঐ অঞ্চলের) প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৮৭)

জিহাদের ফরজ দায়িত্ব পালনের জন্য আমীর নির্ধারণ

জিহাদ চলাকালে মুজাহিদীনদের শৃঙ্খলা ও বিন্যাস সঠিক রাখার জন্য দক্ষ, যুদ্ধনীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ এবং কর্ম পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ, সর্বোপরি সুন্নতের অনুসারী একজন আমীর নির্ধারণ করা নববী সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য যুদ্ধের পূর্বেই আমীর নির্ধারিত করে নেওয়া ভাল সিদ্ধান্ত। যেন মুজাহিদিনদের মাঝে ঐক্য অটুট থাকে।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৮৬)

(জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য কোনো একজন ইমাম থাকা শর্ত উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়)

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ভাষায়-

فرضیت جہاد کیلئے امیر کی تقرری:

... جہاد کے دوران مجاہدین کی ترتیب و نظم و نسق درست کرنے کیلئے ایک ماہر، جنگ کے اصول اور طریقۂ کار سے باخبر، نیک اور متبع سنت امیر کی تقرری سنت نبوی ہے۔

اس لئے جنگ سے پہلے امیر مقرر کرنا اچھا اقدام ہے تاکہ مجاہدین کے نظم ونسق کو برقرار رکھا جاسکے۔ فتاوی حقانیہ ص۲۸٦ ج۵

(فیہ ردّ علی من اشترط وجود امام لفرضیۃ الجهاد)

আফগান জিহাদের বিধান

نفیرعام হওয়ার কারণে আফগানিস্থানের জিহাদ ফরজে আইন।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৮৮)

কাশ্মীর জিহাদের বিধান

কাশ্মীরের জিহাদ ফরজে আইন .... তাদের পার্শ্ববর্তী ইসলামী রাষ্ট্র কাফেরদের মোকাবেলা করতে না পারলে, পর্যায়ক্রমে তার নিকটবর্তী ইসলামী রাষ্ট্র, এভাবে পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৮৯)

বার্মা জিহাদের বিধান

মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে, সেখানকার জালেম-কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তাদের জন্য ফরজে আইন হয়ে যায় ... বার্মার মুসলমানদের দুর্বলতা এবং জিহাদের ক্ষেত্রে অক্ষমতার দরুন প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রের উপর তাদের সহযোগিতার জন্য জিহাদ করা ফরজ। এভাবে ক্রমাগত নিকটবর্তী এমনকি পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর এই ফরজ বর্তাবে।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯০)

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.-এর ভাষায়-

جہاد افغانستان کا حکم:

افغانستان کا جہاد نفیر عام ہونے کی وجہ سے فرض عین ہے۔ فتاوی حقانیہ ص۲۸۸ ج۵

جہاد کشمیر کا حکم:

کشمیر کا جہاد فرض عین ہے... اگر انکے قریب کے مملک اسلامیہ کفار کا مقابلہ نہ کر سکے تو الاقرب فالاقرب پر، حتی کہ شرقا و غربا تمام ممالک اسلامیہ پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ فتاوی حقانیہ ص۲۸۹ ج۵

جہاد برما کا حکم:

جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد میں اضافہ ہو جائے تو ان پر وہاں کافروں اور ظالموں کے خلاف جہاد فرض عین ہو جاتا ہے... برما کے مسلمانوں کی کمزوری اور جہاد پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے انکے پڑوسی اسلامی ممالک پر انکی امداد کیلئے جہاد باقاعدہ فرض ہے، لہذا الاقرب فالاقرب شرقًا وغربًا تمام اسلامی حکومتوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ فتاوی حقانیہ ص۲۹۰ ج۵

বোসনিয়া জিহাদের বিধান

কাফেররা যখন কোন মুসলিম ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশ করে এবং সেখানকার মুসলমানরা তাদের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অধিকতর নিকটবর্তীতার ভিত্তিতে জিহাদ ফরজ হতে থাকে। এমনকি পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর এ ফরজ আবর্তিত

হয়। সুতরাং বসনিয়ার মজলুম মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য সব পন্থায় সহযোগিতা করা এবং কাফেরদের অনিষ্টকে প্রতিহত করা সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯১)

জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি

জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯০)

জিহাদের জন্য স্ত্রী-সন্তানের অনুমতি

জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য কোন মাহরামের (স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন ইত্যাদি) অনুমতি নেওয়া জরুরী নয়। অবশ্য তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যদি জিহাদে রওনাকারী ব্যক্তির উপর থাকে এবং সে ব্যতীত ভিন্ন কোন ব্যবস্থাও না থাকে, উপরন্তু তারা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে, এই আশঙ্কাও থাকে। তাহলে তাদের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাওয়ার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, অনুমতি পেয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯৮)

আলেম ব্যক্তি জিহাদের জন্য বের হওয়া

.... ফরজে আইন না হলে ফকীহ আলেমের জন্য জিহাদে যাওয়া (যদি সে ব্যতীত অন্য কোন ফকীহ আলেম শহরে না থাকে) দীন ধ্বংসের নামান্তর। এমন আলেমদের জন্য (ফরজে আইন না হলে) জিহাদে যাওয়া মুনাসিব নয়। দুররে মুখতারে রয়েছে

وفرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن

(এর দ্বারা বুঝা যায় ফরজে আইন হয়ে গেলে সবার জন্য বেরিয়ে পড়া ফরজ। আলেম ব্যক্তি হোন কিংবা সাধারণ ব্যক্তি হোক)

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯৮)

মুজাহিদ-বিরোধীদের হত্যা করা

কেউ মুজাহিদীনে ইসলামের বিপরীতে কম্যুনিষ্ট বা অন্য কোন ইসলাম- বিরোধী দলকে কোন ধরনের সহযোগিতা করলে এবং মুজাহিদীনে কেরামের সমর-শক্তি ও গুপ্ত বিষয়গুলো দুশমনদের নিকট ফাঁস করে দিলে, এদেরকে হত্যা করা জায়েয। এদের বিধান যিন্দীকদের বিধানের মতো।

(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/৩০৮)

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ভাষায়-

مخالفین مجاہدین کو قتل کرنا

جو لوگ مجاہدین اسلام کے خلاف کمیونسٹوں یا دیگر مخالفین اسلام کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاونت کرتے ہوں اور مجاہدین اسلام کے خفیہ راز اور عسکری مراکز کی نشاندہی دشمنوں کو کرتے ہیں تو ایسے لوگوں قتل کرنا جائز ہے، انکا حکم زنادقہ کا حکم ہے۔ فتاوی حقانیہ ص۳۰۸ ج۵

* ইচ্ছাকৃতভাবে কম্যুনিষ্টদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা করা না-জায়েয। তবে তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী-সন্তানদের কেউ মারা গেলে, তাতে অসুবিধা নেই।

এমনিভাবে এদের কেউ যদি নেতৃত্বশীল এবং যুদ্ধবাজ হয়, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা যেতে পারে, যেন ফেৎনা-ফাসাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(হেদায়া ২/২৫২ (কিতাবুস সিয়ার) ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া ৫/৩০৭)

জিহাদ থেকে দূরে থাকার অনুমতি তলব করা মুনাফিকী স্বভাব

যারা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, পরকালের জীবনকে মেনে নেয় না, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিজয়ের অঙ্গীকারের ব্যাপারে সর্বদা সন্দেহগ্রস্ত থাকে, তাদেরই অভ্যাস জিহাদ থেকে দূরে থাকার অনুমতি নেওয়া।

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪৫)

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ভাষায়-

جہاد سے علیحدہ رہنے کی اجازت لینا منافقین کا شیوہ ہے

جہاد سے علیحدہ رہنے کی اجازت لینا ان لوگوں کا شیوہ ہے جنکو اللہ تعالی پر اور اس کے وعدوں پر یقین نہیں ہے اور نہ آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں اور اسلام کے بارے میں اور اسلام اور مسلمانوں کے غالب آنے کے (الہی) وعدوں کے بارے میں ہمیشہ شک وشبہ میں گرفتار رہتے ہیں۔

تفسیر حقانی تحت قولہ تعالی: إنما يستأذنك الذين لايؤمنون ... (التوبة: ٤٥)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ফতোয়া ও রচনা থেকে সংকলিত

"জিহাদ" শব্দের আসল অর্থ

"জিহাদ" শব্দের আসল অর্থ হল, কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ,অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা। অন্যান্য অর্থ তথা চেষ্টা করা,ব্যয় করা ইত্যাদি হল জিহাদ শব্দের রূপকার্থ। প্রচলিত কথা

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

অর্থাৎ 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করেছি' হাদীস বলে সাব্যস্ত নয়।

(আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা - ২৯)

বর্তমানে জিহাদ ফরজ

বর্তমানে জিহাদ ফরজ। কাশ্মীর,তাজিকিস্তান, বসনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানগণ কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত। যারাই শরয়ী জিহাদ পরিচালনা করছেন,তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক করে জিহাদে অংশগ্রহণ করো এবং একটু ভাবো, স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৭ বার সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা কমপক্ষে একবারও তো জিহাদে বের হতে পারি।

(আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৬ পৃষ্ঠা - ১৩৮)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ভাষায়-

اس وقت جہاد فرض ہے

اس وقت جہاد فرض ہے اور کشمیر وتاجکستان، بوسنیا وغیرہ کئی جگہوں میں اہل حق کفر سے بر سر پیکار ہیں جو لوگ اس شرعی جہاد کی قیادت کر رہے ہیں ان سے رابطہ کر کے جہاد میں حصہ لیں اور ایک مرتبہ پھر یہ سوچ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم تو ستائیس مرتبہ بنفس نفیس جہاد میں نکلے ہم کم از کم ایک مرتبہ تو نکلیں۔احسن الفتاوی ص۱۳۸ ج ۲

দারুল হরব

ঐ ভূখণ্ডকে দারুল হরব বলা হয়,যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি অংশে ইসলামের বিধিবিধান এবং ইসলামী রীতিনীতি পালন করতে সক্ষম নয়।

(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ২৭)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ভাষায়-

دار الحرب:

دار لحرب وہ علاقہ ہے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں احکام اسلام اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی قدرت نہو۔احسن الفتاوی ص ۲۷ ج ۲

কুফরী হুকুমতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা

....এই অবস্থায় কুফরী হুকুমতের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরজ। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উলামায়ে কেরাম,মুত্তাকী ও ইসলামী শরীয়তের দক্ষ ব্যক্তিবর্গের নেগরানে থেকে শরীয়ত মোতাবেক কাজ করে যাওয়া আবশ্যক।

অন্য ভূখণ্ডের মুসলমানগণের উপর "আকরব ফাল আকরবের" নিয়ম অনুযায়ী সাহায্য করা ফরজ। আর যদি জিহাদ করা অসম্ভব হয়, তাহলে হিজরত করা ফরজ।

(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ২৭)

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের সামনে সব ধরনের হেকমত ও কল্যাণকে কোরবান করা আবশ্যক

শরীয়তের কোন মাসয়ালা এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমের সামনে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ সব ধরনের কল্যাণকে কোরবান করে দিতেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

দৃষ্টান্ত এক : হযরত যায়েদ রা. (যিনি রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র) যখন তাঁর স্ত্রী হযরত যায়নাবকে তালাক দিলেন, তখন রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, যায়নাবকে বিয়ে করে নিবেন। কিন্তু একটি ব্যাপার এতে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তা হল, তিনি যদি এমন করেন, লোকেরা তাঁর প্রতি বদগুমান ও কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং বলবে, তিনি কেমন নবী, যিনি পুত্রবধূকে বিবাহ করেছেন। তাছাড়া নওমুসলিমগণও ইসলাম ত্যাগ করার সম্ভাবনা আছে এবং অন্যরা ইসলাম কবুল করার পথে বাধা সৃষ্টি হবে, এমতাবস্থায় তাবলীগে ইসলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা অবতীর্ণ হল যে, আমার এই বিধান হেফাজত করার লক্ষ্যে যাবতীয় কল্যাণ কোরবানী দিয়ে উক্ত বিবাহ করতে হবে,চাই তাতে কেউ ইসলাম কবুল করুক বা না করুক এবং আল্লাহ না করুন সকল মুসলমান মুরতাদ হয়ে যাক, কিচ্ছু আসে যায় না। আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় হুকুম করলেন,এই বিবাহ করা আবশ্যক, না করার কল্যাণ বিবেচনা করার উপর কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন।

এখানে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এমন বিবাহ ইসলামে ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয় বরং জায়েজ। তবুও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফরজের মত হুকুম করা হল,মূলত এর মাধ্যমে এই হাকীকত প্রকাশ করা এবং এই ঘোষণা দেওয়া উদ্দেশ্য যে,কল্যাণ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহ তয়ালার কোন হুকুমকে ভঙ্গ করা যাবে না।

নেতৃত্বদানকারী, মাদরাসার মুহতামিম এবং তাবলীগের আমীরগণের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে,তারা নিজেদের দল ও জামায়াত

সংঘবদ্ধ রাখতে, সামান্য সামান্য কল্যাণ রক্ষার্থে আল্লাহর বহু বিধানকে ভেঙ্গে দিচ্ছে।

আহলে বসিরত ও আহলে মা'রেফাত তথা সূক্ষ্ম দূরদর্শীসম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলেন, দীনের ছোট থেকে ছোট মাসয়ালার সামনে বড় থেকে বড় কল্যাণকেও মসলার মত পিষে ফেল,মসলা যত বেশি পিষা হয়, তরকারি তত বেশি স্বাদ হয়।

দৃষ্টান্ত দুই: একবার রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশ নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন,এমন সময় এক অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম এলেন এবং কোন একটি মাসয়ালা জানতে চাইলেন। এতে উপস্থিত লোকেরা বিরক্তবোধ করল। রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন- সে তো আমার কাছেই থাকবে,অন্য কোন সময় জিজ্ঞাসা করতে পারবে, কোরাইশ নেতাদেরকে এই মুহূর্তে পাওয়া গনিমত তুল্য,সম্ভাবনা আছে তারা ঈমান আনলে ইসলামের অনেক বড় তারাক্কী (উন্নতি) হবে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেযাম ও নিয়ম হল, যাদের অন্তরে বাস্তবেই হকের তলব থাকবে, তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা এবং যাদের অন্তরে তলব থাকবে না, তাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। এ কারণে আল্লাহর কাছে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত সিদ্ধান্তটি পছন্দ হয়নি,সূরায়ে আবাসায় এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী নাযিল হয়েছে

عبس وتولى ○ أن جاءه الأعمى

তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন,তার কাছে এক অন্ধ আসার কারণে...।

সতর্কবাণী নাযিল হওয়ার কারণ কী? আল্লাহ তায়ালার কানুনের খেলাফ কোন কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়াই এর কারণ।

এই ঘটনা থেকেও দীনী কাজ আঞ্জাম দেনেওয়ালাদের সবক ও ইবরত হাসিল করার আছে যে, যেখানে নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কানুনের খেলাফ করার কারণে, এত বড় সতর্কবাণী। তাহলে অন্যরা সাধারণ থেকে সাধারণ কোন কল্যাণে আল্লাহর কানুনের খেলাফ করলে, সে কি আখেরাতে শাস্তি হতে মুক্তি পাবে? কিংবা দুনিয়ায় কোন কাজে সাহায্য প্রাপ্ত হবে? কিছুতেই নয়।

(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড- ৯ পৃষ্ঠা- ১৪৯-১৫১)

দৃষ্টান্ত তিন: আল্লাহ তায়ালার বাণী-

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম দিলেন, মক্কার নেতাদের খাতিরে আপনি গরীব মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিবেন না,কাফেররা যদি অসহায় ঈমানদারদের সাথে বসে কথা শুনতে পারে, তাহলে শুনুক। অন্যথায় ওরা কাফের অবস্থায় বহাল থাকুক।

দৃষ্টান্ত চার: বাইয়াতে রেযাওয়ানের ঘটনা-

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত উসমান রাযিআল্লহু আনহুর শাহাদাতের কথা শুনলেন, তখন খুব ব্যথিত হলেন এবং বললেন ‘যতক্ষণ পর্যন্ত উসমানের রক্তের বদলা না নিতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে এক পা পিছনে হটবো না.... একটি গাছের নিচে বসে সকলের থেকে এই কথার উপর বাইয়াত নিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে বিন্দু পরিমাণ রক্ত বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের মোকাবেলায় জিহাদ ও কিতাল করে শহীদ হয়ে যাব, তবুও পলায়ন করব না ..... আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জান! আমি অবশ্যই অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবো শরীর থেকে আমার গর্দান পৃথক হওয়া পর্যন্ত। ....কাফেররা যখন বাইয়াতের খবর পেল এবং সাহাবায়ে কেরামের সুদৃঢ়তা পর্যবেক্ষণ করল, তখন ভীত বিহ্বল হয়ে সন্ধি করতে উদগ্রীব হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন এবং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পদক্ষেপে নিজ খুশী প্রকাশ করেন (....)

(সিরাতুল মুস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৩৫১-৩৫২.(কিছুটা বৃদ্ধিযুক্ত)

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন পদক্ষেপ বাহ্যত কল্যাণবিরোধী, কেননা, একজন উসমানের (যিনি শহিদও হয়ে গেছেন) খাতিরে চৌদ্দশত সাহাবী যাদের মধ্যে আবু বকর, ওমরের মত আকাবীরে সাহাবী এবং স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে যাওয়া কল্যাণকর হয় কীভাবে! অথচ তাঁদের উপরই দীন বাকী থাকার ভিত্তি। তাছাড়া বিজয়ের আশা-ই বা কীভাবে করা যায়, যেখানে সাহাবাগণ মদীনা থেকে অনেক দূরে এবং তরবারি ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনেননি,অপর দিকে তাঁদের মোকাবেলায় পুরো আরব নিজ এলাকায় বিভিন্ন অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র নিয়ে সজ্জিত। কিন্তু রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকল কল্যাণ বিসর্জন দিয়ে শুধু আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনার্থে প্রস্তুত হলেন, তখন তিনি মুসলমানদের সাহায্য করলেন এবং বিজয় দিলেন আর কাফেরদের পরাজয় দিয়ে অপদস্ত করলেন।

দৃষ্টান্ত পাঁচ: মুতা যুদ্ধের ঘটনা

একজন সাহাবী হযরত হারেস ইবনে উমায়ের রা. এর খুনের বদলায় রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজারের একটি বরকতময় ক্ষুদ্র জামায়াত পাঠালেন,যাদের মোকাবেলায় ছিল দুই লক্ষাধিক রোমক যুদ্ধবাজ। রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হযরত অবগত হলেন- তাঁদের মধ্য থেকে জলীলুল কদর মহান তিনজন সাহাবী শহীদ হবেন,প্রথমজন হলেন, হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেস,দ্বিতীয়জন নবীজীর চাচাত ভাই জা'ফর ইবনে আবি তালিব, তৃতীয়জন হলেন আব্দুল্লা ইবনে রাওয়াহা রা.। তবুও ওদের বদলা নেওয়ার জন্যে পাঠালেন,অবশেষে আল্লাহ তায়ালার মদদে বিজয় ও বহু গনিমত নিয়ে ফিরে এলেন।

(সিরাতুল মুস্তফা খণ্ড- ২ পৃষ্ঠা - ৪৫৫)

এখানে উল্লেখের বিষয় হল- রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন পদক্ষেপ হিকমত ও মাসলাহাত তথা কল্যাণ-বিরোধী, কিন্তু রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকল কল্যাণ বিসর্জন দিয়ে শুধু আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পালনার্থে প্রস্তুত হলেন, তখন তিনি মুসলমানদের সাহায্য করলেন।

দৃষ্টান্ত ছয়: হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. কর্তৃক লশকরে উসামা প্রেরণ করার ঘটনা

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরেই আরবে ইরতেদাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং বহুমুখী ফিতনা আত্মপ্রকাশ করল। সময়টা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তখন অনেক সাহাবী এমনকি হযরত উমর রা.ও সিদ্দীকে আকবরকে কিছু দিনের জন্যে লশকর না পঠাতে পরামর্শ দিলেন, হযরত আবু বকর রা. তা শ্রবণ করে খুব সুন্দর জবাব দিলেন-

والله لا أحُل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير يخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرئت بأرجل أمّهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. (البداية والنهاية ص٣٠٨ج٣)

আল্লাহর কসম! রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গিঁট দিয়ে গেছেন, আমি কখনো তা খুলতে পারবো না। যদিও পাখিগুলো আমাদেরকে ছুঁ মেরে নিয়ে যায় এবং হিংস্র জানোয়ারগুলো মদীনাকে ঘিরে ফেলে। যদিও কুকুরগুলো উম্মুল মুমিনিনের পায়ের কাছে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে। অবশ্যই আমি উসামা-বাহিনী প্রেরণ করবো।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড- ৩ পৃষ্ঠা - ৩০৮)

وفى رواية قال بعض الأنصار لعمر:قل له(أى لأبى بكر) فليؤمر علينا غير أسامة فذكر له ذلك فأخذ أبوبكر بلحيته وقال: ثكلت أمك يا ابن الخطاب! أؤمّرغير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم .(البداية والنهاية ص٣٠٩ج٣)........

অন্য বর্ণনায় আছে, আনসারী কিছু সাহাবী হযরত উমর রা.কে বললেন, আপনি আবু বকর রা.কে বলে দেখুন, তিনি যেন উসামার পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর নিযুক্ত করেন, হযরত উমর রা. এমন পরামর্শ পেশ করলে, আবু বকর রা. উমর রা. এর দাড়ি ধরে বললেন, তোমার মায়ের নাশ হোক, হে ইবনে খাত্তাব! আমি কি রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীরকে পরিবর্তন করে অন্য কাউকে আমীর বানাব!

(আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা - ৩০৮)

(উক্ত ঘটনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে,হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. সমুদয় কল্যাণকে আল্লাহর হুকুমের সামনে কোরবান করে দিলেন। তিনি হেফাজতে দীনকে "মারকাযে দীনের" উপর প্রাধান্য দিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা দীন হেফাজতের পাশাপাশি মারকাযকেও হেফাজত করলেন।)

মাদরাসাওয়ালাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গী

আহলে মাদারিসগণও অনেক নাজায়েজ ও হারাম কাজ করে বসেন কোন কল্যাণের দিকে লক্ষ করে। যদি তাঁদের স্মরণ করে দেওয়া হয় যে,এটা নাজায়েজ কাজ,তখন অনায়েসে জবাব দেন-'এতে মাদরাসার কল্যাণ আছে'।

মাদরাসা হয়েছে দীন হেফাজতের জন্যে। তাই দীনী কোন ছোট মাসয়ালার খাতিরে হাজারো মাদরাসা বরং দুনিয়ার সমস্ত মাদরাসা কোরবান হয়ে যাবে এটাই স্বভাবিক। কিন্তু এখন অবস্থা হয়েছে এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ মাদরাসার কল্যাণার্থে দীন ধ্বংস করা হচ্ছে। এর থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার জন্যে কাজ করা হচ্ছে না বরং খায়েশে নফসের জন্যে হচ্ছে।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ভাষায়-

اہل مدارس کا غلط نظریہ:

اہل مدارس بھی بہت سے ناجائز اور حرام کام مصلحت کی خاطر کر لیتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ یہ کام تو ناجائز ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں مدرسہ کی مصلحت ہے۔ مدارس تو اس لئے ہیں کہ دین کی حفاظت ہو، دین کے ایک مسئلہ کی خاطر ہزاروں مدارس بلکہ دنیا بھر کے مدارس قربان ہو جائیں، لیکن یہاں مدرسہ کی حفاظت اور مصلحت کی خاطر دین کو قربان کیا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کیلئے کام نہیں کر رہے ہیں اپنی نفس پرستی کیلئے کام کر رہے ہیں۔

যারা আল্লাহ তায়ালার রাযী-খুশির উদ্দেশ্যে দীনী কাজ করেন, তাঁদের আমল ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে?

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ঘটনা

হযরত গাঙ্গুহী যখন দারুল উলুম দেউবন্দের মুরব্বী ও মুহতামিম ছিলেন, তখন একজন ধনাঢ্য প্রভাবশালী দারুল উলুমের রুকনের (মজলিসে শুরার) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে হযরতের কাছে বার বার আবেদন করছিলেন,কিন্তু হযরত তাকে রুকন না বানানোতে দৃঢ় ছিলেন। মাদরাসার মজলিশে শুরা হবেন নেক্কার সালেহীনবর্গ।

হযরত থানভী রহ. বলেন: আমি হযরত গাঙ্গুহীর খেদমতে লিখলাম,আমার মতামত হল তাকে রুকন বানানো যেতে পারে। এতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ ফায়সালা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে। আর আমরাই হলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর তাকে রুকন না বানালে দারুল উলুমের অনেক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, সে খুব "খতরনাক" লোক, অতএব তাকে রুকন বানানো মাদরাসারিই 'মাসলাহাত'।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. জবাবে বললেন, আমি কস্মিনকালেও তাকে মাদরাসর রুকন বানাব না, যেদিন আল্লাহর মোকাদ্দামা কায়েম হবে। সেদিন তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই নালায়েককে কেন মাদরাসার রুকন বানিয়েছ? সেদিন আমার কোন জবাব থাকবে না। আর যদি তাকে রুকন না বানাই তাহলে প্রথমত এই ইয়াকীনতো আছে যে, আল্লাহ তায়ালার কানুন ও মরযী মোতাবেক কাজ করায় তিনি মদদ করবেন। দারুল উলুমের নুকসান হবে না বরং দিন দিন তারাক্কী হবে। যার সঙ্গে আল্লাহ আছেন, তাকে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। বরং দুনিয়ার সকলে মিলেও কিছু করতে পারবে না। মাদরাসার যদি ক্ষতি হয়ও, বেশির চেয়ে বেশি দারুল উলুম বন্ধ হয়ে যাবে। তাকে মাদরাসার রুকন না বানানোর কারণে যদি দারুল উলুম বন্ধ হয়ে যায় এবং কেয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি এমন করলে কেন? তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! আমি আপনার কানুন মোতাবেক কাজ করেছি,গাইরে সালেহকে মাদরাসার রুকন বানাইনি,দারুল উলুম তো আমার না। এটি আপনার, তাকে চালানো কিংবা বন্ধ রাখা আপনার কবযায় ও কুদরতে। যখন আপনি

এটিকে অচল রাখতে ইচ্ছা করেছেন, সেখানে আমি কে যে তাকে সচল রাখব!

যারা আল্লাহ্‌র রাযী-খুশির উদ্দেশ্যে দীনী কাজ আঞ্জাম দেন এবং যাদের দিলে দীনের দরদ, এখলাস,আখেরাতের ফিকির ও হিসাবের ভয় আছে। তাঁরা ছোট থেকে ছোট মাসয়ালায়ও অনেক মাসলাহাত কোরবান করেন।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর দীনের উপর ইস্তেকামাত থাকার ফলাফল এই হল যে,ঐ লোক শোরগোল করে চলে গেল,দারুল উলুমের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারেনি বরং দিনে দিনে তারাক্কী হতে থাকল।

(আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৯ পৃষ্ঠা - ১৪৭)

আমরা শুধু হুকুমের গোলাম

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী রহ. বলতেন, ‘আমরা যাঁর রাযী-খুশির জন্যে মাদরাসা কায়েম করেছি। তিনি সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল, তিনি যখন যেভাবে চান আসবাব ও অসায়েল আঞ্জাম দিবেন। আমরা কেবল সহী তরীকায় আমল করার মুকাল্লাফ,যদি সহী তরীকায় মাদরাসা না চলে। তাহলে মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হবে,আমাদেরকে দীনের ঠিকাদারী বানানো হয়নি যে,সঠিক-বেঠিক, জায়েজ-নাজায়েজ পন্থায় যেভাবেই হোক মাদরাসা চালু রখতে হবে। নাজায়েজ ও বেঠিক পন্থায় মাদরাসা চালানোর চেয়ে আমার মতে না চালানোই উত্তম। বরং আখেরাতের ধরপাকড় থেকে বাঁচার লক্ষ্যে জরুরীও বটে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সারফারায খান সফদর লিখেছেন-

মুসলিম নারী বন্ধী হলে করণীয়

ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- যদি একজন মুসলিম নারীও পৃথিবীর পূর্বদিগন্তে কাফেরের হাতে বন্ধী হয়, তখন পশ্চিম দিগন্তের মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাকে মুক্ত করা।

ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়ায় আছে:

امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها.

অর্থ: পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তে বন্ধী নারীকে মুক্ত করা, পশ্চিম দিগন্তের মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

শাহাদাতের মর্যাদা

নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদার পর উঁচু মর্তবা হল শাহাদাতের মর্তবা। সৃষ্টিকুলের মাঝে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুমহান মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, অন্য আর কেউ এমন হননি। তাছাড়া তাঁর মাধ্যমেই নবুয়তের চির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, তা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। এতদসত্ত্বেও শাহাদাতের ঔজ্জল্য ও দীপ্তিময়তার কারণে, তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আমার মনে চায়, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরায় জীবিত হই, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন ফিরে পাই। অতঃপর শহীদ হয়ে যাই"।

(সহীহ বুখারী, খণ্ড- ১, হদীস নং- ৩৬)

যে মর্যাদা লাভ করতে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার আরজি জানিয়েছেন, সেটি সর্বোচ্চ মর্যাদা হওয়ার ক্ষেত্রে কারো সন্দেহ থাকতে পারে?

(রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৫)

ঐ ব্যক্তি নিফাকির শাখার উপর মৃত্যুবরণ করবে

শক্তি-সামর্থ এবং জিহাদের আবশ্যকতা সত্ত্বেও, যে মুসলমান জিহাদে না গিয়ে মৃত্যুবরণ করল। সে নিফাকির অন্তর্ভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা জিহাদের আগ্রহ না রেখে মৃত্যুবরণ করল, সে নিফাকির একটা শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।

(সহীহ মুসলিম, খণ্ড- ২, হাদীস নং- ৫০৪০, আবু দাউদ খণ্ড- ১, হাদীস নং-২৫০২.) (রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৬)

হিন্দুস্থানের জিহাদের ফজিলত

জিহাদ যখনই হোক এবং যেখানেই হোক, সেটি জিহাদের মর্যাদা রাখে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন জিহাদের মর্যাদা ও ফজিলত নস দ্বারা সাব্যস্ত। তন্মধ্যে হিন্দুস্থানের জিহাদ অন্যতম।

যেমন নাসায়ী শরীফের দুটি হাদীস লক্ষণীয়-

عن أبى هريرة رض قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند– فإن أدركتها أنفق فيها نفسى ومالى وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعتُ فأنا أبوهريرة المحرّر.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন- রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে গাজওয়ায়ে হিন্দের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং 'যদি আমি গাযওয়ায়ে হিন্দ পেয়ে যাই, তাহলে আমার জান-মাল সে জিহাদে ব্যয় করব,তখন আমার মৃত্যু হলে আমি হব সর্ব শ্রেষ্ঠ শহীদ,আর যদি ফিরে আসি তাহলে আমি আবু হুরায়রা জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি হবো।

দ্বিতীয় হাদীস:

عن ثوبان رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتى حرّرهما اللهُ من النّار عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم.

হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মাঝে দু'টি দল থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। প্রথম দলটি হল, যারা গাযওয়ায়ে হিন্দে শরীক হবে। দ্বিতীয় দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়ামের সঙ্গে থাকবে।

বিভিন্ন সময় অনেক মুজাহিদীনে কেরাম হিন্দুস্থানে জিহাদ করেছেন। তাঁরা উক্ত হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদপ্রাপ্ত দল। বর্তমানেও যারা হিন্দুস্তানবিরোধী আন্দোলনে নিজের জান-মাল কোরবান করবেন, তারাও হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কেননা, বর্তমানেও হিন্দুস্থানীয় বাহিনী ও সরকার কর্তৃক শৃগালের হাতে বহু মুসলিম (বিশেষ করে কাশ্মীরের মুসলমানগণ) চরম নির্যাতিত-নিষ্পেসিত। জীবন্ত মুসলমানদের আগুনে জালিয়ে ভষ্ম করছে। যাদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। মুসলমানদের জন্যে বড়ই সুবর্ণ সুযোগ যে,তারা গাজওয়ায়ে হিন্দে শরীক হয়ে নবীজীর সুসংবাদপ্রাপ্ত কাফেলায় শামিল হবে।

তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে-

عن أبی هريرة رض قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:وذكر الهند يغزو الله ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم عليهما السلام بالشام (كتاب الفتن) رسالة شوق جهاد(مع إختصار)ص٢٧-٢٨

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত- রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের আলোচনা করা কালে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তারা যখন যুদ্ধ থেকে ফিরবে। তখন শামে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে।

(কিতাবুল ফিতান)

(রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৭-২৮)

জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়?

দুশমন যখন (মুসলমানদের) এলাকা কিংবা শহরে ঢুকে পড়ে, তখন ওদের প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এই অবস্থায় স্ত্রীর উপর তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই লড়াই করা ফরজ। ফিকহি কিতাবে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে-

وفرض عين إن هجموا فتخرج المرأة والعبد بلا إذنٍ

অর্থ: (মুসলিম এলাকায়) শত্রু এসে পড়লে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়,তখন স্ত্রী ও গোলাম অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে যাবে'।

(রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৯)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর রচনা থেকে সংকলিত

'জিহাদ' শব্দের অর্থ

'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ যদিও চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লাহ তায়ালার দীনের জন্যে যাবতীয় মেহনতকে শামিল করে। কিন্তু পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়, এমন আমলকে যেখানে দুশমন বা কাফেরের সাথে মোকাবেলা রয়েছে। মোকাবেলা হতে পারে কাফেরের আক্রমণকে প্রতিহত করা কিংবা মুসলমানগণ কোন কাফেরের উপর প্রথমে হামলা করা। বর্ণিত উভয় সূরত জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয় সূরতই শরীয়ত-সমর্থিত।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ১৯৯)

'জিহাদ' একটি ইবাদত

জিহাদ একটি ইবাদত, জিহাদে গিয়ে শহীদ হওয়া কিংবা জিহাদে শরীক হওয়ার আজর ও ছাওয়াব কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০০)

জিহাদের উদ্দেশ্য কী ?

জিহাদের উদ্দেশ্য হল, 'কুফরী আস্ফালনকে ধ্বংস করে ইসলামী অনুপম আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা। এই কথার সারমর্ম এমন দাঁড়াল যে, তোমরা ইসলাম কবুল না কর, তাতে কিছু আসে যায় না। এব্যাপারে তোমাদের ফায়সালা আল্লাহ্ তায়ালাই করবেন যে, আখিরাতে তোমাদের শাস্তি কী হবে। কিন্তু তোমাদের কুফরী ও জুলমের বিধি-বিধান আল্লাহর যমিনে বাস্তবায়ন করা,আল্লাহর বান্দাদের গোলাম বনিয়ে জুলুম অত্যাচার করা কিংবা আল্লাহর হুকুম বিরোধী আইন তৈরী করা, যা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, এমনটা আমরা সহ্য করব না। সুতরাং ভাল মনে হলে ইসলাম কবুল কর, অন্যথায় জিযিয়া (কর) প্রদান করে আপন ধর্মে থাক।

জিযিয়া প্রদানের অর্থ হল, আমাদের নিয়ম-কানুন এবং আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া। কেননা, তোমাদের সংবিধান বান্দাকে বান্দার গোলামে পরিণত করে। আমরা এমন সংবিধান মানি না।

আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন হবে এবং তার দীনই প্রতিষ্ঠিত হবে। এটিই মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৩)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর ভাষায়-

جہاد کا مقصد کیا ہے؟

جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت کو توڑا جائے اور اسلام کی شوکت قائم کی جائے اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تو برداشت کر لیں گے کہ اگر تم اسلام نہیں لائے ٹھیک ہے اسلام قبول نہ کرو، تم جانو اور تمہارا اللہ جانے۔ آخرت میں تم سزا بھگتنا۔ لیکن تم اپنے کفر اور ظلم و ستم کے قوانین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بناؤ اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناؤ اور ان پر ایسے قوانین نافذ کرو جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں اور جن قوانین کے ذریعہ فساد پھیلتا ہے۔ تو اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، لہذا یا تو تم اسلام لیے آؤ اور اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر اپنے دین پر رہو لیکن جزیہ ادا کرو۔ اور جزیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے قانون کی بلادستی تسلیم کرو۔ اس لئے کہ جو قانون تم نے جاری کیا ہوا ہے وہ بندوں کو بندوں کا غلام بنانے والا قانون ہے، ہم ایسے قانون کو جاری نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو گا اور اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو گا۔ یہ ہے جہاد کا مقصود۔ (درس ترمذی ص ۲۰۳ ج ۵)

'জিহাদ'গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন

....আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর যেমনিভাবে নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত ফরজ করেছেন। তেমনিভাবে জিহাদও ফরজ করেছেন। জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত। অথচ তা আমাদের ওয়াজ নসিহতে, সভা- মজলিসে চরম অবহেলিত।

(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯০)

মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ

এক হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমানদের এ অবস্থা কেন হবে? রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ অবস্থা হওয়ার কারণ তোমাদের দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আর মৃত্যুর প্রতি বিকর্ষিত হয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া।

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটিতে তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন,

প্রথমত: দুনিয়ার মুহাব্বত তথা জান-মাল, সন্তান-সন্তুতি ও ঘর বাড়ির ভালবাসা।

দ্বিতীয়ত: দুনিয়ার মুহাব্বত মৃত্যুকে বিকর্ষিত করে তোলবে।

তৃতীয়ত: মুত্যুর ভয় ও বিকর্ষণ জিহাদে যেতে প্রতিবন্ধক হবে, যার ফলে মুসলমানদের এ অবস্থা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করুন। আমীন!!

(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯১)

জিহাদ না করার গুনাহে আমরা লিপ্ত

দীর্ঘকাল যাবত আমরা 'জিহাদ' ছেড়ে দিয়েছি এবং জিহাদ না করার গুনাহে লিপ্ত রয়েছি। যার ফলে আজ মুসলমানদের এ অবস্থা, যা আমাদের সামনে স্পষ্ট। তবে আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে কিছু সৌভাগ্যবান বান্দা এ মহান কাজ শুরু করেছেন এবং আঞ্জাম দিচ্ছেন। মুসলমানদের এখন সুবর্ণ সুযোগ যে, তারা দীনের এই মহান কাজে শরীক হয়ে ঈর্ষণীয় স্থানে সমাসীন হয়ে সৌভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯১)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর ভাষায়-

ہم ترک جہاد کے گناہ میں مبتلا ہیں

ایک عرصۂ دراز سے لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور اس ترک جہاد فی سبیل اللہ کے گناہ میں مبتلا ہیں، اس کے نتیجے میں یہ صورت حال پیدا ہوئی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کچھ اللہ کے بندے جہاد کا کام لے کر اٹھے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا، اب اس وقت اس کا موقع ہے کہ دین کے اس رکن اعظم یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ دار بننے کی ہر مسلمان سعادت حاصل کرے۔ (اصلاحی خطبات ج ۱۴ ص ۹۱)

'জিহাদ' ফরজ হওয়ার বিবরণ

ইসলামী শরীয়তের হুকুম হল, যদি কোন মুসলিম এলাকায় বিধর্মীরা আগ্রাসন চালায়, তাহলে ঐ এলাকার সকল বাসিন্দাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সেখানকার আমীর যদি তাদেরকে জিহাদের আহ্বান করেন, তাহলে সকলে জিহাদে বের হওয়া ফরজ। যদি তারা দুশমনের মোকাবেলা করতে সক্ষম না হন, তাহলে নিকট প্রতিবেশী এলাকার মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। তাঁরা মিলেও যদি সক্ষম না হন, তাহলে দূর প্রতিবেশীর উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে পুরো পৃথিবীর মুসলমানগণের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

সুতরাং শরীয়তের এই নীতির দিকে নজর করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান আগ্রাসনের সময় আফগানিস্তানের সকল বাসিন্দার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। তাঁরা যদি শত্রুর মোকাবেলায় সক্ষম না হোন, তাহলে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী আমাদের পাকিস্তানের মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।

(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯২)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর ভাষায়-

جہاد کی فرضیت کی تفصیل

شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم طاقت حملہ کردے تو اس ملک کے تمام باشندوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لہذا اگر وہاں امیر جہاد کے لئے بلائے تو سب پر جہاد کے لئے نکلنا فرض ہوگا اور اگر اس ملک کے لوگ دشمن کے حملہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں تو برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ بھی مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر ان کے برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح پورے عالم اسلامی کی طرف یہ فریضہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا شریعت کے مندرجہ بالا حکم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کردیا تو افغانستان کے مسلمانوں پر تو جہاد فرض ہو چکا تھا، لیکن اگر وہ مقابلے کے لئے کافی ہوں تو افغانستان سے متصل ہمارے ملک پاکستان والوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔۔(اصلاحی خطبات ج ۱۴ ص ۹۲)

'মতলক জিহাদ' অস্বীকারকারী কাফের

.... যে ব্যক্তি বা সমাজ 'মতলক জিহাদকে' অস্বীকার করবে। তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে কাফের ফাতোওয়া দেওয়া হবে। কেননা, জিহাদের হুকুম জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

তবে যারা দিফায়ী জিহাদকে স্বীকার করে কিন্তু ইকদামী জিহাদকে অস্বীকার করে। তারা মুয়াওয়িল, সুতরাং মুআওয়িলকে কাফের বলা যায় না। তাই তাদেরকে কাফের ফাতোওয়া দেওয়া হবে না, তবে এই আকীদা-বিশ্বাস মারাত্মক ভুল ও বাতিল। কেননা, এই মতপার্থক্য শুধু ইজতিহাদী নয় বরং হক বাতিলের ইখতেলাফ। তাই ইকদামী জিহাদ

অস্বীকারকারীকে বলা হবে, সে বাতিলের উপর আছে। হকের উপর নেই,তবে কাফের ফাতোওয়া দেওয়া হবে না'।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৭)

বর্তমানের জিহাদ ইকদামী নাকি দিফায়ী?

(বর্তমানে) বসনিয়া ও কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে যে জিহাদ চলছে, সেগুলো হাকীকী দিফায়ী জিহাদ। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর কাফেররা প্রথমে আগ্রাসন চালিয়ে তাদের অত্যাচার করেছে। অতঃপর মুসলমানগণ নিজেদের জান-মাল রক্ষার্থে ওদের মোকাবেলা করছেন। কাশ্মীরের উপর যবর দখল চালাচ্ছে ভারত.....

এ অবস্থায় মুসলমানগণ তাঁদের নিজেদের এলাকা কাফেরমুক্ত করতে অস্ত্রধরা 'দিফায়ী জিহাদ'।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৫)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর ভাষায়-

آج کل کا جہاد اقدامی ہے یا دفاعی؟

(آج کل کا) یہ سب جہاد جو بوسنیا یا کشمیر میں ہو رہے ہیں، یہ سب حقیقت میں دفاعی جہاد ہیں۔ بوسنیا کے مسلمانوں پر خود کفار نے حملہ کر کے ان پر ظلم کیا تھا، اسکے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ہندستان نے زبردستی اس پر قبضہ کیا ہوا ہے.... اب اگر وہاں کے لوگ اپنے علاقے کو کافروں کے تسلط سے آزد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دفاعی جہاد ہے۔ (درس ترمذی ص ۲۱۵ ج ۵)

দিফায়ী জিহাদ ফরজ

..... ইসলামী শরীয়তের অনুপম আদর্শ হল, যদি কোন মুসলিম এলাকায় বিধর্মীরা আগ্রাসন চালায়, তাহলে ঐ এলাকার সকল বাসিন্দার উপর ওদের প্রতিহত করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

..... এ অবস্থায় যখন আমেরিকা ইরাকের উপর সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করেছে। পুরো পৃথিবীর মুসলমানদের উপর ফরজ ইরাকের মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

(ফাতাওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড–৩,পৃষ্ঠা -৪৮৭)

জিহাদের পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী কী

ফুকাহায়ে কেরাম এই মাসয়ালায় কিছুটা এখতেলাফ করেছেন যে, প্রত্যেক জিহাদ ও হামলার পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী কি না?

ফুকাহায়ে কেরামের এক জামাতের নিকট হামলার পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী,আর জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, 'দাওয়াত দেওয়া জরুরী নয় তবে মুস্তাহাব'।

কিছু ফুকাহায়ে-কেরাম উক্ত কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-যদি পূর্বে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে থাকে, তাহলে এখন দাওয়াত দেওয়া জরুরী না,আর যদি পূর্বে তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে, তাহলে হামলার পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব, দাওয়াত দেওয়া ব্যতীত কিতাল জায়েজ নেই। জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, 'দুনিয়ার হার জায়গায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে, কেননা, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এমন লোক পাওয়া অসম্ভব, যার কাছে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন এবং তার আনিত দীন সম্পর্কে দাওয়াত পৌঁছেনি। সুতরাং জিহাদ যেখানেই হোক, পূর্বে দাওয়াত দেওয়া শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব। তাই দাওয়াতের পূর্বে জিহাদ করা জায়েজ, না-জায়েজ নয়।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৮)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর ভাষায়-

جہاد سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں؟

فقہاء کرام نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے کہ ہر جہاد اور حملے سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ فقہاء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ قتال سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے۔ لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ دعوت دینا ضروری نہیں البتہ دعوت دینا مستحب ہے، اور بعض فقہاء نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر لوگوں کو پہلے دعوت پہنچ چکی ہے تب تو انکو

دعوت دینا ضروری نہیں، لیکن اگران لوگوں کو پہلے دعوت نہیں پہنچے تو پھر قتال سے پہلے انکو دعوت دینا ضروری اور واجب ہے، ان کے بغیر قتال جائز نہیں۔

جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اب دنیا کی تمام خطوں میں اسلام کی دعوت عام پہنچ چکی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی آدمی اب ایسا نہیں رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین سے بحیثیت اجمالی واقف نہ ہو، لہذا اب کسی بھی جگہ جہاد سے پہلے دعوت دینا شرط نہیں، البتہ مستحب ہے، لہذا دعوت دئے بغیر بھی جہاد کیا جائے گا تو وہ جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ درس ترمذی ج۵ ص ۲۱۸

'ফরজ দাওয়াত' দুনিয়ার সকলের কাছে পৌঁছে গেছে

.....মুসলমানদের জিম্মায় যে দাওয়াত ফরজ ছিল। সেটি সকলের কাছে পৌঁছে গেছে। তা এভাবে, গায়রে মুসলিমদের কাছে এ খবর পৌঁছে গেছে যে, মুহাম্মদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং দীনে ইসলাম নিয়ে আগমন করেছেন। এতটুকু খবরও যদি সংক্ষিপ্তাকারে পৌঁছে থাকে, তাহলে দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে। এখন আর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে দাওয়াত দেওয়া ফরজ নয়, বর্তমানে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এমন লোক পাওয়া অসম্ভব, যার কাছে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি..... ।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৯)

জিহাদের হুকুম পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে

জিহাদের হুকুম পর্যায়ক্রমে কয়েক স্তরে নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মক্কী জীবনে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে তরবারি উঠাতেও নিষেধ করা হয়েছে। বরং সবর করার হুকুম করা হয়েছে এবং কেউ কষ্ট দিলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে বারণ করা হয়েছে। মক্কী জীবনে কোন প্রকার জিহাদের বৈধতা দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে ফরজ করা হয়নি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়: ﴿ أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا.﴾

'তাদেরকে কিতালের অনুমতি দেওয়া হল, যাদের সাথে কিতাল করা হয়। কেননা, তারা মজলুম। উক্ত আয়াতে জিহাদ ও কিতালের এজাযত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই শর্তের সঙ্গে যে,অন্যরা প্রথমে তোমাদের উপর জুলুম বা যুদ্ধ করলে, ওদের জবাবে কিতাল করবে'।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫ পৃষ্ঠা - ২০৪)

ইবতেদায়ী জিহাদও জায়েজ

তারপর তৃতীয় স্তরে দিফায়ী জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়- وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم

অর্থাৎ তোমরা ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে কিতাল কর। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন কর না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(আল বাকারা, আয়াত- ১১০)

অতঃপর চতুর্থ স্তরে ইকদামী জিহাদের হুকুম করা হয়েছে, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়- كتب عليكم القتال وهوكره لكم অর্থ: তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়!

এই আয়াতটি নাযিল করে ইবতেদায়ী জিহাদের হুকুম করা হয়েছে, তখন আর দিফায়ী জিহাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

এখন কেউ যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগে নাযিলকৃত আয়াত দিয়ে এই ফায়সালা দেয় যে, ইসলামে জিহাদ জায়েজ নেই বরং কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে সবর করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাহলে তার ভ্রান্তি ও ধোঁকাবাজি সুস্পষ্ট। তদ্রুপ সেও ভুলের মধ্যে আছে, যে কেবল দিফায়ী জিহাদের আয়াত পেয়ে বলতে চায়। ইসলামে দিফায়ী জিহাদের অনুমতি দিয়েছে। ইবতেদায়ী জিহাদের অনুমতি দেয়নি। তার ধোঁকাবাজিও সুস্পষ্ট। মোট কথা, ইসলাম পর্যায়ক্রমে ইবতেদায়ী জিহাদের হুকুম করেছে। এবং নববী জীবনেও এর বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৪)

একটি ভুল ধারণা

.....অনেকে মনে করে, দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দাওয়াত দেওয়া জরুরী ও ফরজ, এবং বলা হয়, যদি তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া না হয়, তাহলে বিচার দিনে ওরা মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে বলবে আমাদের কাছে তোমরা দাওয়াত নিয়ে আসনি। অথচ হক কথা হল, প্রত্যেকের কাছে ভিন্ন ভিন্নভাবে দাওয়াত পৌঁছানো ফরজ নয়, সুতরাং এই কথা বলা যে, তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছালে আখেরাতে পাকড়াও করা হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। হতে পারে কেউ "জোসের" সাথে এমনটা বলে দিয়েছেন। মূলত এটা সঠিক নয়।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৯)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীয়া এর ভাষায়-

ایک اور بے اعتدالی

...ایک اور بے اعتدالی یہ بھی ہے کہ ایک ایک فرد کو الگ جاکر دعوت دینا فرض سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے جاکر دعوت نہیں دی تو قیامت کے دن کفار تمہارے گریبان پکڑلیں گے۔ حالانکہ ایک ایک فرد کو الگ الگ جاکر دعوت دینا فرض نہیں، لہذا یہ کہنا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کافر قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں کیوں دعوت نہیں دی تھی، یہ بالکل غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ تقریر کے جوش میں کسی نے یہ بات کہہ دی ہو، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ (درس ترمذی ص ۲۱۹ ج ۵)

কিছু দীনদার মহলের “গলতফাহমী” এবং এর জবাব

একটি ভুল চিন্তা....দীনদার খাস ব্যক্তিদের থেকেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। এমনকি এটা সংক্রামকের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে চারোদিকে। ভুলটা হল, জিহাদ শুধু তখন ও তাদের বিরুদ্ধে জায়েজ। যারা দীনী দাওয়াতে বাধা দেয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন ‘দাওয়াত’ হল আসল মাকসাদ। সুতরাং এই দাওয়াত ও তাবলীগে যে বা যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েজ,আর যে রাষ্ট্র তাদের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের অনুমতি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েজ নেই।

এই ভুলটা আগে সাধারণ লোকরা করত। এখন জ্ঞানীরাও এমনকি তাবলীগ জামায়াতের হযরতরাও করে থাকেন। বর্তমানে মুখ থেকে ভুলটা বইপত্রে পর্যন্ত স্থান পাচ্ছে। এর কারণ হল, জিহাদের হাকীকত ও তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা।

কুফরী হুকুমত তাদের ভূখণ্ডে আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দিলেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব না। ভুলটা খুবই মারাত্মক ও খতরনাক। কেননা, শুধু দাওয়াতের অনুমতি দ্বারাই ‘জিহাদের’ মাকসাদ বা উদ্দেশ্য আদায় হয় না। কারণ, জিহাদের মাকসাদ হল ‘কুফরী আস্ফালন ও প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস করে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করা’। যতদিন ‘কুফরী আস্ফালন ও অপশক্তির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন মানুষের মন-মেজাজ সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হবে না। একটা মূলনীতি হল, কোন জাতির রাজনৈতিক শক্তি এবং সমাজকর্তাগণ যে কৃষ্টি-কালচার লালন করেন, সাধারণ মানুষ এবং প্রজারাও সে কৃষ্টি-কালচার লালন করতে উৎসাহী হয়। এর ব্যতিক্রম কিছু প্রজাদের “দেমাগে” দেওয়া ততটা সহজ নয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যেমন বর্তমানের পশ্চিমা বিশ্বের দিকে দেখা যাক, সেখানকার জনগণ শুধু মন্দ কাজের দিকে ঝুঁকছে না। বরং হার-হামেশা মন্দ কাজে লিপ্ত। কারণ, সেখানে মন্দ কার্যকলাপের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এবং নেতৃত্বস্থানীয়রা অসৎ কাজে অভ্যস্ত ও সহায়ক। তাদের চিন্তা-চেতনা পুরো পৃথিবী বিস্তৃত। এখন যদি দাওয়াত ও তাবলীগকে ওদের দেশে অনুমতি দেয়াও হয়, তবুও জিহাদের মাকসাদ আদায় হবে না, যতক্ষণ না কুফরী প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সমাজকর্তাদের চিন্তা-চেতনা ও ক্ষমতা ধ্বংস করা না যাবে এবং প্রজাদের “মগজ”

দোলাই না হবে। আর এ জন্যে একমাত্র মহৌষধ হল, ওদের মোকাবেলা করা। সুতরাং যে দেশ বা অঞ্চল দাওয়াতে ইসলামের অনুমতি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না এমন ভ্রান্ত চিন্তা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৫)

دیندار حلقوں میں ایک اور غلط فہمی اور انکا جواب

ایک اور غلط فہمی... اچھے خاصے دیندار میں بھی پائی جاتی ہے اور اب وہ غلط فہمی رفتہ رفتہ بہت پھیل رہی ہے.... وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جہاد صرف اس وقت اور اس قوم سے مشروع ہے جب کوئی قوم دعوت کے راستے میں آڑے آئے اور رکاوٹ بنے۔ گویا کہ اصل مقصود "دعوت" ہے اور اس دعوت کے پھیلانے کے راستے میں اگر کوئی ملک آڑے آئے اور اپنے ملک میں دعوت و تبلیغ کی اجازت نہ دے تب جہاد مشروع ہے، لیکن اگر کوئی ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے یہاں آکر دعوت کا کام کرو، تبلیغ کرو تو پھر انکے ساتھ جہاد مشروع نہیں۔ یہ وہ بات ہے جسکو پہلے متجددین کہا کرتے تھے، اب اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار حضرات اور تبلیغی جماعت کے حضرات نے بھی کہنی شروع کردی ہے۔ اور اب سے پہلے تو لوگوں سے صرف زبانی سنا تھا۔ لیکن باقاعدہ اس بارے میں تحریر دیکھ لی ہے، تب یہ بات کہ رہا ہوں۔ یہ بات جہاد کی حقیقت نہ سمجھنے کی نتیجے میں کہی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف اتنی بات کہ کسی کافر حکومت نے اپنے ملک ہمیں تبلیغ کی اجازت دے دی ہے اس لئے اب ہمیں اس کے خلاف جہاد نہ کرنا چاہئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لئے کہ محض تبلیغ کی اجازت دے دینے سے جہاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جہاد کا مقصد کفر کی شوکت کو توڑنا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور جب تک کفر کی شوکت برقرار رہے گی اس وقت تک حق

کو قبول کرنے کیلئے لوگوں کے دل ودماغ نہیں کھلیں گے۔اس لئے کہ یہ اصول ہے کہ جب کسی قوم کی سیاسی طاقت اور اسکا اقتدار لوگوں کے دل ودماغ پر چھایا ہوا ہوتا ہے، اس قوم کی بات لوگوں کو جلدی سمجھ میں آجاتی ہے اوراس کے مخالف بات لوگوں کے دلوں میں آسانی سے نہیں اترتی۔ تجربہ کرکے دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ آج مغربی دنیا کی بالکل بدیہی البطلان بات لوگ نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یوں؟اس لئے کہ آج دنیا میں ان کا سکہ چلا ہوا ہے۔ان کا اقتدار ہے،ان کے افکار دنیا میں پہلے ہرے ہے-اگران حالات میں کسی مغربی ملک میں تبلیغی جماعت چلی گئی اوراس ملک نے ان کو ویزادے دیااور تبلیغ کی اجازت دے دی توصرف اتنی بات سے جہاد کا مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی شوکت نہ ٹوٹے اور جب تک ان کا اقتدار ختم نہ ہواور جب تک لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوارعب ختم نہ ہو۔اور یہ شوکت، یہ اقتدار، یہ رعب اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر کسی ملک نے تبلیغ کی اجازت دے دی تو اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی اوراب جہاد کا مقصود حاصل ہوگیا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔(درس ترمذی ص ۲۰۵ ج ۵)

ইকামাতে দীনের খাতিরে 'হিজরত' করা ওয়াজিব

اگر آں حکمر ان (که همیشه درئي آنست که قوانين اسلام را ازين ببرد وكفر وزندقه جاری کرد مگر بسیاست وتلطف، نه بزور وزجر مثلاتعلیم جدیدخودآزادی زنان وافشائ زما وشراب سینماوغیرها ترویج می دهد وبمدارس دینی وپرده راضی نیست)برترك احكام دینی جبروتشدید ونمائد

واستطاعت مقاومت اونه باشدپس اندران وقت هجرت بر مسلمين واجب شود۔

যদি কুফুরী মতবাদ ও প্রভাব সর্বদা ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন ও হুকুম আহকামকে ধ্বংস করে নিজেদের কৃষ্টি-কালচার ও নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা চালায় এবং এই সব কুসংস্কার জোর-যবরদস্তি করে বরং রাজনৈতিক কলাকৌশল ও প্রলোভ-প্ররোচনের মাধ্যমে করে। যেমন, নিজেদের বানানো শিক্ষানীতি,নারী স্বাধীনতা,অধীকার-আদায়, মদ,জুয়া ও অশ্লিলতা প্রচলনকে অগ্রাধিকার দেয়। দীনী মাদরাসা-মসজিদ ও খানকার প্রতি মানুষকে আস্থাহীন করে তোলে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানগণ যদি নিজেদের শরয়ী হুকুম-আহকাম পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে না পারেন এবং ওদের মোকাবেলা করতেও সক্ষম না রাখেন, তখন তাদের উপর 'হিজরত' করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

وفى الحاشية: وفى تفسير المدارك ص٣٤٢ ج١ طبع قديم: والأية "ألم تكن أرضُ الله واسعة فَتهاجروا فيها" تدلّ على ان من لم يتمكن من إقامة دينه فى بلد كما يجب وعلم أنّه يتمكن من إقامته فى غيره حقّت عليه المهاجرة.

আল্লাহ তায়ালার যমিন কি প্রসস্ত ছিল না ? যেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে।

উক্ত আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ইকামাতে দীন তথা শরীয়তের হুকুম আহকাম পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে অক্ষম। তার জন্যে হিজরত করা আবশ্যক।

وفى التفسير الأحمدية (ص٣٠٥ طبع كريمى كتب خانه) وفى هذا الزمان ان لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيد الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة وهوالحقّ

(فتاوى عثمانى ص٤٨٤ ج ٣)

তাফসীরে আহমদিয়ায় আছে- বর্তমানেও যদি কেউ ইকামাতে দীনে অক্ষম হয়, কুফরী পরাশক্তির কারণে। তাহলে তার উপর হিজরত করা ফরজ, এটিই সঠিক কথা।

(ফাতোওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা - ৪৮৪)

ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় থেকে জিহাদের প্রস্তুতি না নেওয়া

...... সার কথা হল, যতদিন পর্যন্ত জিহাদের জরুরী আসবাবের ব্যবস্থা না হবে। ততদিন পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সাথে সাথে জিহাদের প্রস্তুতিও নেওয়া। যখন আসবাব প্রস্তুত হবে তখন জিহাদ করা।

এমন বলা বা ধারণা রাখা ঠিক নয় যে,ইমাম মাহদীর আগমন পর্যন্ত জিহাদ স্থগিত থাকবে।

..... যখনই জিহাদের জরুরী আসবাবের ব্যবস্থা হবে, তখনই জিহাদে বের হওয়া, যদিও ইমাম মাহদী তখনো আগমন না করেন। মোটকথা প্রত্যেক যুগের অবস্থা অনুপাতে জিহাদের প্রস্তুতি চলবে।

(ফাতোওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা - ৫০০)

وفى الحاشية: وفى تفسير روح المعانى فى تفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة....... خطاب لكافة المؤمنين لما أنّ المأمور به من وظائف الكل أى أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد وهيّؤوا لحروبهم ما استطعتم من قوّة أى من كل ما يتقوى به فى الحرب كائنا ما كان ، وأطلق عليه القوّة مبالغة، وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن له فى بدرٍ استعداد تامّ فنبّهوا على أنّ النّصر من غير إستعداد لا يتأتى فى كلّ زمان.

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর'

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে রুহুল মা'য়ানিতে লিখেছেন: কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করার সম্বোধন সকল মুসলমানকে করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাক, যাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি হয়েছে এবং প্রস্তুত করতে থাক যথাসাধ্য শক্তি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার উদ্দেশ্যে। শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল যুদ্ধ করা যায় মত যে কোন বস্তু, একে 'কুওয়াতুন বা শক্তি' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে ব্যাপকতা বুঝাতে। এই আয়াতটিতে তা উল্লেখ করার কারণ হলো, বদর যুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি না থাকা। সুতরাং সতর্ক থাক যে, প্রস্তুতি ছাড়া প্রত্যেক যুগেই সহায়তা আসতে পারে না। সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রত্যেক যমানায় যথাসাধ্য শক্তি অর্জন ব্যতীত আল্লাহর সাহায্য আসবে না।

وعن ابن عبّاس فى تفسير القُوّة بأنواع الأسلحة .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. 'কুওয়তুন বা শক্তির' ব্যাখ্যা 'যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র' করেছেন।

وفى تفسير الرّازى ص٤٩٩ ج٥ المراد بالقُوّة ههنا ما يكون سبباً لحصول القُوّة .(فتاوى عثمانى ص٥٠٠ ج ٥)

তাফসীরে রাযীতে আছে- কুওয়াতুন বা শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শক্তি অর্জিত হয় এমন যাবতীয় আসবাবপত্র।

(ফাতোওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫০০)

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন

'জিহাদ' শব্দের অর্থ

'জিহাদ' কোরআন ও হাদীসের বিশেষ একটি পরিভাষা। জিহাদ বলা হয়- দীন ইসলামের হেফাজত এবং এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

.....(কোরআন ও হাদীসের) যেখানেই 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কিংবা মুজাহাদার মাদ্দার সাথে .... শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথবা শুধু জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন; যাকাত-খাত বর্ণনায় এবং আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার বর্ণনায়, তো এসকল স্থানে বিশেষ পরিভাষা উদ্দেশ্য।

সূরায়ে তাওবার যেখানেই 'জিহাদ' শব্দ এসেছে সেখানে 'সশস্ত্র যুদ্ধ' অর্থ করেছেন শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী ও হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.।

(তোহফাতুল আলমায়ী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ৫৫১)

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ এর ভাষায়-

لفظ جہاد کے معنی

جہاد قرآن و حدیث کی ایک خاص اصطلاح ہے، اسکی معنی ہیں دین کی حفاظت اور سر بلندی کیلئے دشمنان اسلام سے لڑنا۔

(قرآن وحدیث میں) جہاں لفظ جہاد آیا ہے یا مجاہدہ کے مادہ کیساتھ فی سبیل اللہ آیا ہے یا صرف فی سبیل اللہ آیا جیسے مصارف زکوۃ کے بیان میں اور انفاق کی فضیلت میں تو ان سب جگہوں میں خاص اصطلاح معنی مراد ہیں۔

سورۂ توبہ میں جہاں بھی اس قسم کی آیات آئی ہیں شاہ عبد القادر صاحب دہلوی قدس سرہ نے اور ان کے اتباع میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے لڑنا ترجمہ کیا ہے۔(تحفۃ الالمعی شرح سنن الترمذی ص۵۵۱ ج۴)

'ফী সাবীলিল্লাহ'কে অন্য কাজে মিলানো

......'জিহাদ' একটি ইসলামী বিশেষ পরিভাষার নাম, কোরআন ও হাদীসে যখন 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন 'কিতাল ফী সবীলিল্লাহ'ই উদ্দেশ্য হয়। তবে কিছু কিছু কাজকে জিহাদের সাথে মিলানো হয়েছে ফী সাবীলিল্লাহ শব্দ উল্লেখ করে। তখন এই মিলানোটাই হবে উক্ত কাজের ফজীলত। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

"من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتّٰى يرجع"

যে ব্যক্তি ইলমে দীন তলবে বের হবে, ফিরে আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথে থাকবে।

রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে 'তলবে ইল্‌মকে' 'ফী সাবীলিল্লাহর' সাথে মিলিয়েছেন। এই মিলানোটাই তলেবে ইল্‌মের ফজিলত। তদ্রুপ দাওয়াত ও তাবলীগকেও 'ফী সাবীলিল্লাহর' সাথে মিলানো হয়, উক্ত মিলানোটাই দাওয়াত ও তাবলীগের ফজীলত। সুতরাং কোরআন ও হাদীসে 'জিহাদের' ফজীলত সম্বলিত যত আয়াত ও হাদীস এসেছে, এর একটিও তলেবে ইল্‌ম কিংবা সাহেবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি সকলের স্মরণে রাখা আবশ্যক।

(তোহফাতুল আলমায়ী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ৫৫২)

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ এর ভাষায়-

یہ الحاق ہی ان کیلئے فضیلت ہے

... جہاد ایک اسلامی اصطلاح ہے اور جب قرآن وحدیث میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے، البتہ بعض کاموں کو جہاد کیساتھ لاحق کیا گیا ہے،

ان کیلئے یہ الحاق ہی فضیلت ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے "من خرج فی طلب العلم فھو في سبیل اللہ حتی یرجع" اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، یہ الحاق ہی طالب علم کی فضیلت ہے۔اسی طرح دعوت و تبلیغ کے کام کا فی سبیل اللہ کیساتھ الحاق کیا جا سکتا ہے اور یہ الحاق ہی اسکی فضیلت ہو گی۔

قرآن و حدیث میں فضائل جہاد کی جو آیتیں اور حدیثیں ہیں وہ سب فضیلتیں نہ طالب علم پر منطبق کی جا سکتی ہیں، نہ تبلیغ والوں پر۔ یہ خاص بات یاد رکھنی چاہئے۔
(تحفۃ الالمعی شرح سنن الترمذی ص ۵۵۲ ج ۴)

হযরত মাওলানা মুফতী নূর আহমদ বাংলাদেশী লিখেছেন :
যদি আরাকান মুসলমানগণের উপর ইসলামের দুশমন ও জালেমরা আগ্রাসন চালায় এবং মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত আব্রু ছিনিয়ে নিতে চায়, এমনকি মসজিদ- মাদরাসা ও শায়ায়েরে ইসলাম মিটাতে ওঠে-পড়ে লাগে। তখন আরাকান প্রদেশ 'নফিরে আম' হয়ে যাবে। অন্যথায় নয় ।

যেমনটি ফাতহুল কদীরে রয়েছে :

فإذا كان النفير عامّا بأن هجموا على بلدة من بلادالمسلمين فيصير من فروض الأعيان ...

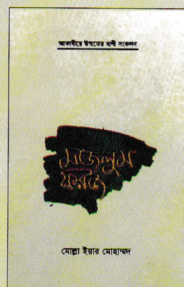
অর্থ : যখন 'নফিরে আম' হয়ে যায়, এভাবে যে, শত্রুরা মুসলমানদের কোন দেশে অতর্কিত হামলা চালায়। তখন সেখানকার সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

'নফিরে আম' এর অর্থ হল, যখন কোন শহরবাসী জানতে পারে যে, শত্রু আমাদের সন্নিকটে এসে পড়েছে। যে কোন সময় আমাদের জান-মাল ও ইজ্জত- আব্রুতে হামলে পড়বে....... তখন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যারা জিহাদ করতে সক্ষম শত্রুবাহিনীকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজে আইন।

(আশরাফুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৬৪)

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين

ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين امين يا رب العالمين.





সুলতান পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা